উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ৯ অগ্রহায়ণ ১৪৩১ সোমবার ৪.০০ টাকা 25 November 2024 Monday 12 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 186

কলকাতার জয় আসতে পারেন ট্রাম্পের প্রশাসনে

সাতের পাতায়

সাংসদ দেবের সামনেই তৃণমূলে গোষ্ঠী সংঘর্ষ

পাঁচের পাতায়

পদক্ষেপেও চড়া সবজির দাম

রাশ টানতে আজ ফের অভিযান

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২৪ নভেম্বর : আলু, পেঁয়াজের দাম নিয়ন্ত্রণ করতে শনিবার বৈঠক করে প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়েছিলেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। বলা হয়েছিল, রবিবার থেকে বাজারে ৩২ টাকা দরে জ্যোতি আলু পাওয়া যাবে। কিন্তু এদিন সকাল থেকে শহরের বিভিন্ন বাজার ঘুরে শুধু আলু, পেঁয়াজই নয়, সমস্ত সবজির আগুন দাম লক্ষ করা গিয়েছে।

৩৫ টাকার নীচে কোনও আলু বাজারে নেই। আর নতুন আলু বাজারে এলে দাম কমে যাবে বলে যে প্রত্যাশা করা হয়েছিল সেই নতুন আলুও এদিন ৫০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হয়েছে। যা নিয়ে সাধারণ মানুষ যথেষ্ট ক্ষুব্ধ। তাঁদের অভিযোগ, ঠান্ডাঘরে বসে প্রশাসন দাম কমানোর জন্য নির্দেশ দিয়েই দায় সারছে। অথচ বাজারে মানুষকে মাত্রাতিরিক্ত দামে আলু, পেঁয়াজ থেকে শুরু করে সমস্ত শাকসবজি কিনতে হচ্ছে।

মেয়র গৌতম দেব বলেছেন, 'আমি বিষয়টি শুনেই প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলেছি। পুরো বিষয়টি দেখা হচ্ছে।' টাস্ক ফোর্সের অন্যতম কর্তা শিলিগুড়ি নিয়ন্ত্রিত বাজারের সচিব অনুপম মৈত্র বলেছেন, 'দাম নিয়ন্ত্রণে সোমবার থেকে বাজারে অভিযানে নামা হবে।'

রবিবার শিলিগুড়ির বিধান মার্কেট, চম্পাসারি, রবীন্দ্রনগর, ফুলেশ্বরী, শান্তিনগর বাজারে ঘুরে দেখা গিয়েছে, কোনও বাজারেই জ্যোতি আলুর দাম ৩৫ টাকার নীচে নামেনি। পাশাপাশি নতুন আলু ৫০ টাকা, ভুটানের আলু ৬০ টাকা কেজিতে বিক্রি হয়েছে। নতুন পেঁয়াজ ৫০ টাকা, নাসিকের পেঁয়াজ ৮০ টাকা কেজি প্রতি বিক্রি হয়েছে। পাশাপাশি প্রায় প্রতিটি বাজারেই কেজি প্রতি টমেটো ৮০ টাকা, বেগুন ৮০ টাকা, ফুল এবং বাঁধাকপি ৫০-৬০ টাকা, বিনস ১২০ টাকা, পেঁয়াজকলি ৮০-৯০ টাকা, গাজর ৮০ টাকা কেজিতে বিক্রি হয়েছে।

রসুনও কেজিপ্রতি ৪০০ টাকাতে আটকে রয়েছে। তবে, অধিকাংশ বাজারে ক্ষতিকারক চিনা রসুনও গ্রাহকদের দিয়ে দিচ্ছেন ব্যবসায়ীরা। অর্থাৎ মেয়রের উচ্চপর্যায়ের প্রশাসনিক বৈঠকের পরেও বাজারে তার কোনও প্রভাব পড়েনি। বরং চড়া দামেই ব্যবসায়ীরা সাধারণ মানুষকে শাকসবজি কিনতে বাধ্য করছেন।

শান্তিনগর বাজারে রবিবার তোলা সংবাদচিত্র।

জনরোষ বাড়ছে

- কথা ছিল রবিবার থেকে বাজারে ৩২ টাকা দরে জ্যোতি আলু মিলবে
- শহরের বিভিন্ন বাজার ঘুরে কোথাও ৩৫ টাকার নীচে কোনও আলু মেলেনি
- নতুন আলু বাজারে এলেও এদিন ৫০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হয়েছে

'সকালে সংবাদপত্রে পড়লাম মেয়র মিটিং করে আলু, পেঁয়াজের দাম কমাতে বলেছেন। বাজারে এসে দেখি সেই ৩৫ টাকা আলু, আর ভালো পেঁয়াজ ৮০ টাকা কেজি। ৮০-৯০ টাকা কেজির নীচে কোনও সবজি নেই। তাহলে আর বৈঠক করে কী লাভ হল?' তাঁর আক্ষেপ, 'প্রশাসন নির্দেশ দিয়ে ঘরে বসে থাকছে আর ব্যবসায়ীরা আমাদের লুটছে। এটাই চলবে।'

একটু কম দাম শুনে শান্তিনগর বাজারে এসেছিলেন রবীন্দ্রনগরের উত্তম দাস। আলু, পেঁয়াজের দাম শুনে তাঁর চক্ষু চড়কগাছ। তিনি বললেন, 'প্রশাসন দাম কমার কথা বলছে, উলটে সব শাকসবজির দাম তো বেড়েই যাচ্ছে। নতুন আলু বাজারে এসেছে, কিন্তু ৫০ টাকা কেজি চাইছে। রসুনের এত দাম যে ১০০ গ্রামের বেশি নিতে পারলাম না।'

শুধু আলু, পেঁয়াজই নয়, অন্য শাকসবজির দাম এত বেশি কেন? অভিযোগ, প্রশাসনের নজরদারির অভাবেই দিনের পর দিন খুচরো ব্যবসায়ীরা মানুষকে লুটছে। নিয়ন্ত্রিত বাজারের সচিব অনুপম মৈত্র বলেছেন, টমেটো পাইকারি বাজারে ৪৫ টাকা কেজিতে বিক্রি হচ্ছে।

এরপর দশের পাতায়

২৭ কোটিতে লখনউয়ে ঋষভ

২৭ কোটি টাকা রেকর্ড দর দিয়ে ঋষভ পন্থকে তুলে নিল সঞ্জীব গোয়েঙ্কার লখনউ সুপার জায়েন্টস। নিকোলাস পুরানকে ২১ কোটি দিয়ে রেখে দিলেও ঋষভ আসার পর সম্ভবত অধিনায়কের দায়িত্ব সামলাবেন তিনিই। এমনই জল্পনা ক্রিকেট মহলে।

বিস্তারিত বারোর পাতায়

ইন্ডিয়া'র মুখ হোন মমতা

হরিয়ানার পর মহারাষ্ট্রেও ভরাডুবি। এই পরিস্থিতিতে 'ইন্ডিয়া' জোটের কর্তৃত্ব কংগ্রেসের হাতে রাখা নিয়ে আপত্তি তুলল তৃণমূল। রাহুল গান্ধির বদলে বিরোধী জোটের মুখ হিসেবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তুলে ধরার দাবি তুলেছে তারা।

বিস্তারিত পাঁচের পাতায়

সোজাসুজি

ঘরে-বাইরের চ্যালেঞ্জ সামলালেন মমতা

রন্তিদেব সেনগুপ্ত

তৃণমূল কংগ্রেসে প্রথম থেকেই একটি কথা প্রচলিত আছে- এই দলে একটিই পোস্ট, বাকি সব ল্যাম্পপোস্ট। রাজ্যের ছ'টি বিধানসভা উপনির্বাচনে যেভাবে বিরোধীদের বিধ্বস্ত করেছে তৃণমূল, তারপরে ওই দলের অন্দরে যাঁরা বিকল্পের আওয়াজ তুলতে শুরু করছিলেন, তাঁরাও হয়তো এবার একটু থমকাবেন। ভাববেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিকল্প কি সত্যিই আছে দলে? অন্তত এখনও?

তৃণমূলের নির্বাচনি লড়াইগুলির দিকে কেউ ফিরে তাকালে বুঝতে পারবেন সবক্ষেত্রে মমতা নিজের দলের ত্রাতা হয়ে দাঁড়ান। এবং একক ক্যারিশমায় দলকে নির্বাচনি বৈতরণি পার করিয়ে দেন। ২০১৬ বিধানসভা নির্বাচনে যখন সারদা ইস্যুতে প্রশ্নের মুখে তৃণমূল, তখন মমতা প্রচারে বেরিয়ে সর্বত্র একটিই কথা বলেছিলেন- সবক'টি কেন্দ্রে আমিই প্রার্থী। আমাকে দেখে ভোট দিন।

ম্যাজিকের মতো কাজ হয়েছিল। ২০২১-এ স্লোগান ছিল 'বাংলা তার ঘরের মেয়েকেই চায়।' বিজেপির 'আব কি বার দোশো পার' ঝড়ের মতো উড়ে গিয়েছিল তার সামনে। এই উপনির্বাচনে দুটি কেন্দ্রে যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল- মেদিনীপুর এবং তালডাংরা। দেখেছি, মমতার ছবি সামনে রেখেই ভোট চাইছেন তৃণমূল প্রার্থীরা। বুঝতে অসুবিধা হয় না- তৃণমূলে ভোট ক্যাচার একজনই। তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিরোধীরা অনেকেই আশা করেছিলেন আরজি কর ইস্যু উপনির্বাচনে তৃণমূলকে বেকায়দায় ফেলবে। বিরোধীদের ধারণা ছিল, এর প্রভাব রাজ্যব্যাপী পড়েছে। যদি কোনওভাবে তৃণমূলের ফল খারাপ হত তাহলে মমতার গ্রহণযোগ্যতা নিয়েই এবার প্রশ্ন তুলে দিতে পারত বিরোধীরা। সেদিক দিয়ে এই ছ'টি কেন্দ্রে এবার বিপুল ভোটে জিতে আসাটাও চ্যালেঞ্জ ছিল মমতার কাছে।

কিন্তু চ্যালেঞ্জ কি শুধু বাইরেই ছিল? ঘরের চ্যালেঞ্জটি হয়তো বাইরের চ্যালেঞ্জের থেকেও অনেকটাই বেশি ছিল। এই ঘরের চ্যালেঞ্জটিকে মোকাবিলা করা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল তাঁর কাছে। দলে নিজের কর্তৃত্ব এবং গুরুত্ব বজায় রাখতে।

আরজি কর ইস্যুতে যখন সরকারের বিরুদ্ধে বিরোধীদের আন্দোলন রাত দখল এবং রাস্তা দখল করেছে, খেয়াল করলেই দেখবেন, প্রশাসন ও দলের সংকটের সেই সময়টাতেই মমতার পাশে দলের দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ইত্যাদি নেতাদের দেখা যায়নি। রহস্যজনক কারণে তাঁরা হয়

এরপর দশের পাতায়

৪৯১ দিন পরে কাটল সেঞ্চুরির খরা

কিং কোহলির প্রত্যাবর্তন

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৪ নভেম্বর : আহ কোহলি। কিং কোহলি!

আজ রাতে ভালো করে ঘুমাতে পারবেন তিনি। আজ রাতে কোনও দুঃস্বপ্ন তাড়া করবে না তাঁকে। আজ রাতে আরও শতরানের স্বপ্নও দেখবেন বিরাট কোহলি।

৪৯১ দিন। বড় দীর্ঘ এ সময়। ২০২৩ সালে শেষবার ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে শতরান করেছিলেন। মাঝে গঙ্গা-টেমস দিয়ে বহু জল বয়ে গিয়েছে। টিম ইন্ডিয়া টি২০ বিশ্বকাপ জিতে নিয়েছে। ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে হোয়াইটওয়াশের লজ্জায় ঢেকে গিয়েছে আসমুদ্রহিমাচল। কিন্তু শতরান আসেনি বিরাটের ব্যাটে।

আজ এল সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। মার্নাস লাবুশেনের বলটা সুইপ করেছিলেন বিরাট। বলটা বাউন্ডারি পার করেছিল কি না, ঠিক বুঝতে পারেননি তিনি। আম্পায়ারের দিকে ইশারায় জানতে চাইলেন। আর আম্পায়ার বাউন্ডারির সিগন্যাল দিতেই সেই চওড়া হাসি ফিরে এল তাঁর মুখে। হেলমেটটা খুলে ফেললেন। অপটাস স্টেডিয়ামের গ্যালারিতে বসে থাকা স্ত্রী অনুষ্কা শর্মার জন্য ব্যাটের মাধ্যমে উড়ন্ত চুম্বন পাঠালেন। গ্যালারির অভিবাদন কুড়োলেন। আর পরক্ষণেই সেঁধিয়ে গেলেন টিম ইন্ডিয়ার সাজঘরে। কারণ, অধিনায়ক জসপ্রীত বুমরাহ ততক্ষণে ইনিংস ডিক্লেয়ারের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে দিয়েছেন।

যখন ব্যাট করতে নেমেছিলেন আজ, ঠিক তাঁর পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় মিচেল মার্শ কি কিছু বলেছিলেন কোহলিকে? হয়তো কোনওদিনও জানা যাবে না। কিন্তু সেই মুহূর্তটাই হয়তো কোহলির ইনিংসের রিংটোন সেট করে দিয়ে যায়। টেস্ট কেরিয়ারের ৩০ নম্বর শতরান যার প্রমাণ। ক্রিকেটের তিন ফর্ম্যাট ধরলে ৮১ নম্বর আন্তর্জাতিক শতরান। কিংবদন্তি শচীন তেন্ডুলকারের একশো শতরানের নজির কি ভাঙতে পারবেন কিং কোহলি? কে জানে। হয়তো সময়ই সঠিক জবাব দেবে এই প্রশ্নের। বিরাটের ব্যাটে ফের শতরানের অপেক্ষা শুরুর আগে আজ একটা বিষয় স্পষ্ট করে বলাই যায়, দ্য কিং ইজ ব্যাক ইন ফর্ম।

অপটাসে সেঞ্চুরির পর কোহলি। রবিবার অস্ট্রেলিয়ায়।

কোনও তাড়াহুড়ো নেই। ছিল না বাড়তি ঝুঁকিও। অপটাস টেস্টের প্রথম ইনিংসে জোশ হ্যাজেলউডের বাড়তি বাউন্সের সামনে উইকেট দিয়ে আসতে হয়েছিল তাঁকে। দ্বিতীয় ইনিংসে পিছনের পায়ের যথাযথ ব্যবহারের পাশে পিচের সঠিক চরিত্র বুঝে বিরাটের ব্যাট থেকে মন ভালো করে দেওয়ার মতো কিছু শট দেখল দুনিয়া। তাঁর ফর্মে ফেরার মধ্যে এখনও বাকি থাকা চার টেস্টে আরও ভালো শটের প্রতিশ্রুতিও রয়ে গেল। দোসর হিসেবে রইল মন ছুঁয়ে যাওয়া বিরাট আবেগ। অপরাজিত ১০০ করে প্যাভিলিয়নে ফেরার সময় অ্যাডাম গিলক্রিস্টকে কোহলি বলে গেলেন, 'স্ত্রী অনুষ্কা সবসময়ই আমার সঙ্গে রয়েছে। কঠিন সময়ে আমার অবস্থা ঠিক কেমন ছিল, সবই জানে ও। দলের সাফল্যে সবসময় অবদান রাখতে চাই আমি। আমি সেই দলে পড়ি না, যারা ব্যক্তিগত লক্ষ্য নিয়ে পড়ে থাকে সবসময়।'

কথাগুলি কাকে শোনালেন কোহলি? টিম ইন্ডিয়ার কোচ গৌতম গম্ভীরকে? কে জানে। শতরান করে সাজঘরে ফেরার পর গম্ভীর আবেগে ভেসে জড়িয়ে ধরেছিলেন কোহলিকে। এই আলিঙ্গনের আগামীর সমীকরণ ভারতীয় ক্রিকেটকে কোন পথে নিয়ে যায়, সেটাই দেখার।

মাটিগাড়া থেকে ধৃত দুই অভিযুক্তকে নিয়ে যাচ্ছে পুলিশ।

ট্যাব কাণ্ডে ধৃত উত্তরের ৪

শিলিগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার, ২৪ নভেম্বর : শিলিগুড়ির লেনিন কলোনি, নৌকাঘাট আর আলিপুরদুয়ার জেলা সদর সংলগ্ন বীরপাড়া। ট্যাব কাণ্ডে এবার নাম জড়াল উত্তরের এই ৩ জায়গার। শনিবার রাতে অভিযান চালিয়ে এই ৩ জায়গা থেকে মোট ৪ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বালি-পাথর তোলার শ্রমিক থেকে শুরু করে ব্যবসায়ী, ধৃতদের মধ্যে বিভিন্ন পেশার লোক রয়েছে। তবে প্রাথমিক তদন্তের পর ধৃতদের ক্ষেত্রে স্কুলের পাশাপাশি ব্যাংকের কোনও 'ক্লিনিক্যাল মিসটেক' রয়েছে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

লেনিন কলোনির বাসিন্দা নজরুল ইসলাম ও রুকসানা খাতুনকে গ্রেপ্তার করেছে পশ্চিম মেদিনীপুরের কেশিয়ারি থানার পুলিশ। নৌকাঘাট এলাকার বাসিন্দা মেহবুব হুসেন এবং বীরপাড়ার বাসিন্দা প্রদীপ দাসকে গ্রেপ্তার করেছে বিধাননগর সাইবার ক্রাইম থানার পুলিশ।

রবিবার ধৃতদের ট্রানজিট রিমান্ডে নিজেদের এলাকায় নিয়ে গিয়েছে দুই এলাকার পুলিশ। সূত্রের খবর, নজরুল ও রুকসানার অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকেছিল। আর যে অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকেছে, ওই অ্যাকাউন্টে মোবাইল নম্বর যুক্ত থাকার কারণে গ্রেপ্তার হয়েছে মেহবুব হুসেন। প্রদীপের ক্ষেত্রেও ঘটনাটা একই। অন্য এক অ্যাকাউন্টে তার মোবাইল নম্বর যুক্ত থাকার কথা উঠে এসেছে।

মাটিগাড়া থানা এলাকার দুজন বালি-পাথর তোলার শ্রমিক। পশ্চিম মেদিনীপুরের কেশিয়ারি থানায় চলতি মাসের ১৬ তারিখ একটি অভিযোগ দায়ের হয়। সাঁতরাপুর লালবাহাদুর এসসি হাইস্কুলের তরফে বলা হয়, স্কুলের ৭ পড়ুয়ার ট্যাবের টাকা ঢুকেছে অন্য অ্যাকাউন্টে। তদন্তে নেমে কেশিয়াড়ি থানার পুলিশ জানতে পারে, ৬ পড়ুয়ার টাকা ঢুকেছে লেনিন কলোনির ৬ জনের অ্যাকাউন্টে। কেশিয়াড়ি থানার একটি দল শনিবার মাটিগাড়ায় আসে। ওই ছয়জনের মধ্যে নজরুল ও রুকসানা অ্যাকাউন্ট থেকে ১০,০০০ টাকা তুলে নিয়েছিল। কেশিয়াড়ি থানার পুলিশ ওই দুজনকে গ্রেপ্তার করে।

পেশায় অ্যাকাউন্ট্যান্ট মেহবুব জড়িয়ে গিয়েছে মোবাইল নম্বরের জন্য। বিধাননগর সাইবার ক্রাইম থানায় দায়ের হওয়া অভিযোগে পড়ুয়ার টাকা যে অ্যাকাউন্টে গিয়েছে, ওই অ্যাকাউন্টে মোবাইল নম্বর যুক্ত রয়েছে মেহবুবের। তাহলে কি ব্যাংকের মধ্যেই কোনও চক্র রয়েছে, নাকি এটি নিছক ভুল, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। ডিসিপি (ওয়েস্ট) বিশ্বচাঁদ ঠাকুর বলেন, 'ট্যাব কাণ্ডে তদন্ত করা হচ্ছে।'

এদিকে, ট্যাব কাণ্ডে অভিযুক্ত দক্ষিণবঙ্গের এক ব্যক্তির ব্যাংক অ্যাকাউন্টের সঙ্গে আলিপুরদুয়ারের ওই ব্যবসায়ীর ফোন নম্বর লিংক করা ছিল। তার ভিত্তিতেই আলিপুরদুয়ারে অভিযান চালিয়ে প্রদীপকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তার ব্যাংক অ্যাকাউন্টের তথ্য যাচাই করে অবশ্য টাকা লেনদেনের কোনও তথ্য মেলেনি।

এডিশন স্পেশাল

বিয়ের আমন্ত্রণে গাছ, ন্যায়বিচারের দাবি

দুইয়ের পাতায়

মুখ্যমন্ত্রিত্ব কার, ধন্দ মহারাষ্ট্রে

সাতের পাতায়

খামতিতেই হার, মানছে পদ্ম

দশের পাতায়

উত্তরবঙ্গের কিছু নির্বাচিত খবরের ভিডিও দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

খাঁখাঁ নয়া বাসস্ট্যান্ড

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২৪ নভেম্বর : উদ্বোধন হওয়ার পরই যেন ছন্দপতন। নতুন স্ট্যান্ডে বাস না পেয়ে ফিরতে হল যাত্রীদের। তিনবাত্তিতে চালু হওয়া উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের (এনবিএসটিসি) বাসস্ট্যান্ড থেকে রবিবার বাসের চাকা ঘোরেনি বলে অভিযোগ। এদিন বিকেলে দেখা গেল চারিদিক খাঁখাঁ করছে। একটিও বাস নেই। অভিযোগ, কোনও বাস স্ট্যান্ডে আসেনি। ফলে যে কয়েকজন যাত্রী এসেছিলেন, তাঁরাও ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছেন। বাস চলাচল না করায় দুপুরেই স্ট্যান্ডের ভেতর কয়েকজনকে মদের আসর সাজিয়ে বসতে দেখা যায়। যা নিয়ে নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

গত বুধবারই এই বাসস্ট্যান্ডটির উদ্বোধন হয়। এখান থেকে পানিট্যাঙ্কি, নকশালবাড়ি, খড়িবাড়ি ও পাহাড়গুমিয়া রুটের বাস চালু করা হয়েছে। চারটি বাস মিলিয়ে প্রতিদিন ১২টি করে ট্রিপ হবে বলে উদ্বোধনের দিন জানিয়ে দেওয়া হয়।

বাস না চলার বিষয়টি নিয়ে বিষয়টি নিয়ে এনবিএসটিসির ডিভিশনাল ম্যানেজার শ্যামল সরকার বলেন, 'এদিন সকালে একজন তরুণ কনডাক্টর হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। সে কারণে সমস্ত কর্মী শোকাহত ছিলেন বলে এদিন কেবল নকশালবাড়ি ও পাহাড়গুমিয়া রুটে বাস চলেছে। তবে সোমবার থেকে পরিষেবা স্বাভাবিক হয়ে যাবে।' তাঁর সংযোজন, 'যাত্রী সংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে স্ট্যান্ডের নিরাপত্তার বিষয়টির ওপর জোর দেওয়া হবে।'

যাত্রী ভোগান্তি

- বুধবারই তিনবাত্তি বাসস্ট্যান্ডের উদ্বোধন হয়
- কথা ছিল চারটি বাস ১২টি করে ট্রিপ দেবে
- রবিবার বাসের চাকা ঘোরেনি বলে অভিযোগ
- বাস ধরতে এসে যাত্রীদের ফিরে যেতে হয়

শহরের যানজট সমস্যায় রাশ টানতে তিনবাত্তিতে নতুন বাসস্ট্যান্ডটি চালু করা হয়েছে। এখান থেকে আপাতত এনবিএসটিসির বাস চলাচল করবে। তবে নতুন বাসস্ট্যান্ডটি যে চালু হয়েছে সেটি অনেকের জানা নেই বলে খবর। এলাকার টোটোচালক প্রসেনজিৎ চক্রবর্তীর কথায়, 'দুপুরে দুজন যাত্রীকে গেটবাজার থেকে স্ট্যান্ডে নিয়ে এসেছিলাম। তাঁরা খড়িবাড়ি যাওয়ার জন্য বাস ধরতে এসেছিলেন। কিন্তু এখানে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পরও বাস পাননি। পরে দুজনকে এয়ারভিউ মোড়ে নিয়ে যাই। সেখান থেকে তাঁরা খড়িবাড়ি রুটের বাসে উঠে যান।'

নতুন বাসস্ট্যান্ড নিয়ে এলাকার টোটোচালক, ব্যবসায়ীদের মধ্যে বাড়তি আশা রয়েছে। স্থানীয় দোকানদার শরৎ রায়ের বক্তব্য, 'নিয়মিত এখান থেকে বাস চালাতে হবে। পাশাপাশি নতুন রুটের সংখ্যাও বাড়াতে হবে। বিশেষ করে দূরপাল্লার বাস এখান থেকে চালালে ভালো হয়। তাহলে যাত্রীসংখ্যা বাড়বে এবং এলাকার অর্থনীতি কিছুটা হলেও ভালো হবে। প্রথম প্রথম পরিষেবা অনিয়মিত হলে সমস্যা হবে।'

যাত্রীসংখ্যা বাড়তে কিছুটা সময় লাগবে বলে জানিয়েছেন ডিভিশনাল ম্যানেজার শ্যামল সরকার। তাঁর সংযোজন, 'ক'দিন হল বাসস্যান্ডটি চালু হয়েছে। যাত্রী সেভাবে এখনও হয়নি। এখানে বেসরকারি বাস চলাচল শুরু না করা অবধি যাত্রীসংখ্যা বাড়বে না।'

বোস-বিমান কথায় বরফ গলার বার্তা

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৪ নভেম্বর : রাজ্যপালের সম্পর্ক স্বাভাবিক করার বার্তায় আশার আলো দেখছে শাসক শিবির। নবনির্বাচিত বিধায়কদের শপথগ্রহণে এবার সমস্যা হবে না বলে তারা মনে করছে। যে কারণে উপনির্বাচন মিটতেই বিধানসভায় শপথবাক্য পাঠ করানোর জন্য রাজ্যপালকে আমন্ত্রণ জানানোর সিদ্ধান্ত হয়ে গিয়েছে। বিধানসভা সূত্রে খবর, শনিবার ৬ কেন্দ্রে উপনির্বাচনের ফল প্রকাশের পর রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসকে ফোন করেন বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। নবনির্বাচিত ৬ বিধায়ককে শপথবাক্য পাঠ করানো নিয়ে তাঁদের মধ্যে কথা হয়।

শপথগ্রহণ নিয়ে আলোচনা

ঠিক হয়েছে, পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বিধানসভায় রাজ্যপালকে শপথবাক্য পাঠ করাতে আমন্ত্রণ জানিয়ে আনুষ্ঠানিক চিঠি দেবেন। নিজে আসতে না পারলে রাজ্যপাল যেন অন্য কাউকে শপথবাক্য পাঠ করানোর দায়িত্ব দেন- সেই অনুরোধ চিঠিতে জানাবেন পরিষদীয় মন্ত্রী। শনিবার রাজ্যপাল পদে দু'বছর পূর্তি হল সিভি আনন্দ বোসের। সেই উপলক্ষ্যে তিনি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ফল-মিষ্টি পাঠিয়ে রাজভবনে আসার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন।

দু'বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে বোসের চিঠির ভাষাও ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি লিখেছিলেন, 'আমাদের প্রথম বছরটা ছিল আনন্দের। দ্বিতীয় বছরে কিছু কালো মেঘ জন্মেছিল। পারস্পরিক সম্পর্কে মেঘ জন্মেছিল। তৃতীয় বছর থেকে একসঙ্গে বাংলাকে আরও উন্নত ও সমৃদ্ধ করতে চাই।' এই বয়ানের প্রতিক্রিয়ায় নরম বিবৃতি এসেছে বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের তরফে।

তিনি রবিবার বলেন, 'রাজ্যপাল রাজ্য সরকারের সঙ্গে সুসম্পর্কের কথা বলছেন।

এরপর দশের পাতায়

মধ্যরাতে খাইখাই, অভ্যাস বদল শহরে

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ২৪ নভেম্বর : রাহুলের মিডনাইট ক্রেভিং মেটাতে চাই ব্রাউনি উইথ আইসক্রিম, শুভ্রর আবার ইচ্ছে ডাবল প্যাটি চিকেন বার্গার খাওয়ার। বাড়িতে না আছে বানানোর উপকরণ, না ইচ্ছে। তবু আধ ঘণ্টার মধ্যে তাঁদের পছন্দের সব খাবার পৌঁছে গেল বাড়ির দোরগোড়ায়। রাত দুটোতেও অনলাইন ফুড ডেলিভারি অ্যাপের সৌজন্যে 'মধ্যরাতের খাইখাই' মেটায় হাসি ফুটল ওঁদের মুখে।

একটা সময় রাত ১০টা বাজলেই ঝাঁপ বন্ধ হয়ে যেত খাবারের হোটেল কিংবা রেস্তোরাঁর। ফলে মাঝরাতে বাইরের কিছু খেতে ইচ্ছে করলে কিনে খাওয়ার উপায় থাকত না। এখন অবশ্য দিন বদলেছে। মধ্যরাত পর্যন্ত খোলা থাকছে শহরের একাধিক রেস্তোরাঁ। সঙ্গে ক্লাউড কিচেনের দৌলতে ডেলিভারি অ্যাপের পরিষেবা তো রয়েইছে। শহরে এই মুহূর্তে নামী দুটি সংস্থা খাবার ডেলিভারি দিচ্ছে। সংস্থা দুটির দেওয়া পরিসংখ্যান বলছে, মধ্যরাতে রেস্তোরাঁ খোলা রাখা এবং পরিষেবা চালুর পেছনে অন্যতম কারণ শহরবাসীর খাদ্যাভ্যাস বদলে ফেলা।

গত কয়েকদিনে রাত ১২টার পর খাবার অর্ডারের সংখ্যাটা অনেকটাই বেড়েছে বলে জানাচ্ছিলেন একটি অনলাইন ফুড ডেলিভেরি সংস্থার ফ্লিট ম্যানেজার কুমার সরকার। এই মুহূর্তে দুটি সংস্থা মিলিয়ে একদিনে রাত ১২টার পর ৩০০ থেকে ৩৫০ অর্ডার আসছে। মূলত যে সমস্ত এলাকায় পেয়িংগেস্ট, ভাড়াটিয়ার সংখ্যা বেশি সেই সমস্ত এলাকা থেকেই প্রচুর অর্ডার আসছে।

শহর এখন বর্ধিষ্ণু। বাইরে থেকে অনেকেই পড়াশোনা ও চাকরির সুবাদে এই শহরে বাস করছেন। পেশায় মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ স্বর্ণাভ দে'র কথাই ধরা যাক। সেদিন ডাক্তার ভিজিটে গিয়ে ঘরে ফিরতে ফিরতে রাত সাড়ে এগারোটা বেজে গিয়েছিল স্বর্ণাভর। মেসের মোড়ের রুটির দোকানের ঝাঁপ পড়ে গিয়েছে ততক্ষণে। খাবারের খোঁজে বাইক নিয়ে ছুটলেন এদিক-ওদিক। শেষমেশ নৌকাঘাটের একটি রেস্তোরাঁয় গিয়ে খিদে মেটান। এখন অবশ্য এরকম প্রয়োজনে অ্যাপেই ভরসা রাখছেন। স্বর্ণাভর কথায়, 'পাঁচ বছর হল শিলিগুড়িতে থাকছি। এরকম অনেক রাত গিয়েছে যে, খাবার না পাওয়ায় বিস্কুট, মুড়ি খেয়ে কাটিয়েছি। এখন বেশি রাতেও খাবার পাওয়া যাচ্ছে, এটা অবশ্যই ভালো দিক।'

সংস্থা দুটির পরিসংখ্যান বলছে, শিলিগুড়িতে মূলত কলেজপাড়া, প্রধাননগর, শিবমন্দির, হাকিমপাড়ার থেকে রাতে অনেক খাবারের অর্ডার আসে। চাহিদায় থাকছে মূলত চাউমিন, মোমো, পিৎজা, আইসক্রিম, বার্গার। ফ্রায়েড রাইস, চিলি চিকেনের মতো খাবারের চাহিদা থাকলেও তুলনায় কম।

এরপর দশের পাতায়

টিক অফ দা টাউন

-এআই

আজ টিভিতে

শিকড়ের টানে পরিবারকে ঘরে ফেরানোর গল্প। শুরু হচ্ছে **মিত্তির বাড়ি** সোম থেকে শনি রাত ৯ **জি বাংলা**। আজ ১ ঘণ্টার মহাপর্ব।

ধারাবাহিক

জি বাংলা : বিকেল ৩.৩০ অমর সঙ্গী, ৪.০০ রান্নাঘর, ৪.৩০ দিদি নাম্বার ১, ৫.৩০ পুবের ময়না, সন্ধ্যা ৬.০০ নিমফুলের মধু, ৬.৩০ আনন্দী, ৭.০০ জগদ্ধাত্রী, ৭.৩০ ফুলকি, রাত ৮.০০ পরিণীতা, ৮.৩০ কোন গোপনে মন ভেসেছে, ৯.০০ মিত্তির বাড়ি, ৯.৩০ মিঠিঝোরা, ১০.১৫ মালা বদল
স্টার জলসা : বিকেল ৫.৩০ দুই শালিক, সন্ধ্যা ৬.০০ তেঁতুলপাতা, ৬.৩০ গীতা এলএলবি, ৭.০০ কথা, ৭.৩০ রাঙামতি তীরন্দাজ, রাত ৮.০০ উড়ান, রাত ৮.৩০ রোশনাই, ৯.০০ শুভ বিবাহ, ৯.৩০ অনুরাগের ছোঁয়া, ১০.০০ হরগৌরী পাইস হোটেল, ১০.৩০ চিনি
কালার্স বাংলা : বিকেল ৫.০০ টুম্পা অটোওয়ালি, সন্ধ্যা ৬.০০ রাম কৃষ্ণা, ৭.০০ প্রেরণা -আত্মমর্যাদার লড়াই, ৭.৩০ ফেরারি মন, রাত ৮.০০ শিবশক্তি, ৮.৩০ স্বপ্নডানা, ৯.৩০ মৌ এর বাড়ি, ১০.০০ শিবশক্তি (রিপিট), রাত ১১.০০ শুভদৃষ্টি
আকাশ আট : সকাল ৭.০০ গুড মর্নিং আকাশ, দুপুর ১.৩০ রাঁধুনি, সন্ধ্যা ৬.০০ আকাশ বার্তা, ৭.০০ চ্যাটার্জী বাড়ির মেয়েরা, ৭.৩০ সাহিত্যের সেরা সময় – অনুপমার প্রেম, রাত ৮.০০ পুলিশ ফাইলস
সান বাংলা : সন্ধ্যা ৭.০০ বসু পরিবার, ৭.৩০ আকাশ কুসুম, রাত ৮.০০ কোন সে আলোর স্বপ্ন নিয়ে, ৮.৩০ দেবীবরণ

সিনেমা

জি বাংলা সিনেমা : দুপুর ১২.০০ পরিণাম, দুপুর ২.৫৫ আক্রোশ, বিকেল ৫.৫০ মামাভাগ্নে, রাত ৮.৩০ জীবনযুদ্ধ, রাত ১০.২৫ বাজি
জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ পাগলু, বিকেল ৪.৪০ জামাই ৪২০, সন্ধ্যা ৭.৩০ বেশ করেছি প্রেম করেছি, রাত ১০.৩০ আনন্দ আশ্রম
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ মহাগুরু, দুপুর ১.০০ সূর্য, বিকেল ৪.০০ আমাদের সংসার, সন্ধ্যা ৭.০০ চোরে চোরে মাসতুতো ভাই, রাত ১০.০০ মন মানে না
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ প্রতিকার
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ হার মানা হার
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ বলিদান

ড্রিম গার্ল দুপুর ২.৩৩ **জি সিনেমা এইচডি**

ফির হেরা ফেরি সন্ধ্যা ৭.৫৮ **কালার্স সিনেপ্লেক্স**

জাস্টিস লিগ দুপুর ১.১৭ **সোনি পিক্স এইচডি**

আকাশ কুসুম সোম থেকে রবি সন্ধ্যা ৭.৩০ **সান বাংলা**

বিয়ের আমন্ত্রণে গাছ, ন্যায়বিচারের দাবি

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ২৪ নভেম্বর : সামনের মাসে বিয়ে। আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধবদের বাড়িতে আমন্ত্রণপত্র পাঠানো হচ্ছে। সেই আমন্ত্রণপত্রের সঙ্গে দেওয়া হচ্ছে একটি করে 'উপহার' নামের পুস্তিকা। আর টবে লাগানো একটা গাছ। টবে সাঁটানো স্টিকারে লেখা রয়েছে 'দুটি মন দিচ্ছে ডাক, তিলোত্তমা বিচার পাক।' জলপাইগুড়ি হাকিমপাড়ার বাসিন্দা দিগন্ত রায়চৌধুরী এবং কলকাতা নিবাসী পৌলোমী দাশগুপ্তর বিয়েতে এমনই অভিনব উপায়ে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে।

আগামী ১০ ডিসেম্বর কলকাতায় দিগন্ত-পৌলোমীর বিয়ে। জলপাইগুড়িতে ১৩ তারিখে রিসেপশন। সেই উপলক্ষ্যে পাত্রপাত্রীর সম্মতি নিয়েই দিগন্তর মা নীতা রায়চৌধুরী এই পরিকল্পনা করেছেন। আরজি করের ঘটনা দুই পরিবারকেই ব্যথিত করেছে। পাত্রপাত্রীর মা-বাবা হিসেবে তাঁদের মনেও প্রভাব ফেলেছে। পাত্রীর বাড়ি কলকাতায়। তিনি একটি ইংরেজিমাধ্যম কলেজের অধ্যাপিকা। হবু শাশুড়ি বললেন, 'মেয়েদের জীবন গাছের মতোই সবুজ এবং জীবন্ত থাকুক। তাই এই স্লোগান।'

পৌলোমী নিজেও আরজি করের ঘটনার প্রতিবাদে রাস্তায় নেমেছিলেন। তাঁর কথায়, 'আরজি করের মতো মর্মান্তিক ঘটনার প্রতিবাদে কলকাতার রাস্তায় হেঁটেছি। আমরা সবাই চাই, ন্যায়বিচার আসুক। তাই বিয়ের আমন্ত্রণপত্রেও প্রতিবাদের ভাষা রয়েছে।'

পাত্র দিগন্ত রায়চৌধুরীর ভাবনাটাও একই। তাঁর কর্মস্থল ভাবা অ্যাটমিক রিসার্চ সেন্টার। পাত্র বললেন, 'শুধু আরজি কর নয়। গোটা ভারতবর্ষে নারীদের সুরক্ষার দিকটা খুবই উদ্বেগের।'

এ তো প্রতিবাদের ভাষা। দিগন্ত-পৌলোমীর বিয়েতে নস্টালজিয়াও রয়েছে। গাছের সঙ্গে একটি

আমন্ত্রণপত্রের সঙ্গে টবে গাছ এবং তিলোত্তমার বার্তা।

> আরজি করের মতো মর্মান্তিক ঘটনার প্রতিবাদে কলকাতার রাস্তায় হেঁটেছি। আমরা সবাই চাই, ন্যায়বিচার আসুক। তাই বিয়ের আমন্ত্রণপত্রেও প্রতিবাদের ভাষা রয়েছে।
>
> **পৌলোমী দাশগুপ্ত** *পাত্রী*

> শুধু আরজি কর নয়। গোটা ভারতবর্ষে নারীদের সুরক্ষার দিকটা খুবই উদ্বেগের।
>
> **দিগন্ত রায়চৌধুরী** *পাত্র*

'উপহার' নামে পুস্তিকা দেওয়া হচ্ছে। কী রয়েছে সেই বইয়ে? সেকাল এবং একালের নিমন্ত্রণবাড়িতে খাওয়া-দাওয়ার বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়েছে। আগেকার দিনে স্কুলের কাঠের বেঞ্চে বসে খাওয়াদাওয়া চলত। অনেক সময় কলাপাতায় খেতে গিয়ে মাংসের ঝোল গড়িয়ে অন্যের প্যান্টে পড়ত। এখনকার মতো 'ব্যাংকোয়েট' বুক করে নয়, নিজের বাড়ি নাহলে প্রতিবেশীর বাড়ির ফাঁকা জায়গায় প্যান্ডেল করে খাওয়া হত।

এখন কেটারারকে রান্না থেকে খাবার পরিবেশন, পুরো দায়িত্বই দেওয়া হয়। আগে কেটারারের চল ছিল না। পাড়ার দাদা, কাকু, মাসি-পিসিরাই খাবার পরিবেশন করতেন। ছোটদের দায়িত্ব থাকত সবার পাতে লবণ, লেবু এবং গ্লাসে জল দেওয়ার। বইটিতে বাংলার মনীষীদের খাবারের রকমভেদও তুলে ধরা হয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দ থেকে নেতাজি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, উত্তমকুমার সকলের প্রিয় খাবারের তালিকা তুলে ধরা হয়েছে।

পলাশবাড়ির আরও দুই কন্যার হকিতে সাফল্য

সুভাষ বর্মন

পলাশবাড়ি, ২৪ নভেম্বর : জাতীয় স্তরের স্কুল হকিতে রাজ্যের দলে আগেই সুযোগ পেয়েছিল আলিপুরদুয়ার জেলার পলাশবাড়ির রুপালি বর্মন, মধুমিতা বর্মন ও প্রিয়সী বর্মন নামে তিন ছাত্রী। এবার জাতীয় স্তরের ওপেন হকিতেও আলাদাভাবে বাংলা দলের হয়ে খেলার সুযোগ পেল পলাশবাড়ির আরও দুজন। বর্ষা সরকার ও সাথি সরকার নামে ওই দুই ছাত্রী প্রায় ১৫ দিন কলকাতার স্পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার মাঠে ট্রায়াল করেছে। ট্রায়াল শেষে দুজন জাতীয় স্তরে খেলার এই সুযোগ পেয়েছে। হায়দরাবাদে আগামী ২৭ নভেম্বর থেকে ন্যাশনাল ওপেন হকি শুরু হচ্ছে। রবিবার কলকাতা থেকে বাংলা দলের সঙ্গে বর্ষা ও সাথিও হায়দরাবাদের উদ্দেশে রওনা হয়। দুই ধরনের জাতীয় হকিতে পলাশবাড়ির পাঁচ ছাত্রীর সুযোগে উচ্ছ্বসিত স্থানীয়রা।

এই খবরে ক্রীড়ামহলেও খুশির হাওয়া। আলিপুরদুয়ার হকি অ্যাসোসিয়েশনের জেলা সম্পাদক জীবন সরকার বলেন, 'বর্ষা ও সাথি প্রায় তিন বছর ধরে হকিতে অনুশীলন করছে। দুজনের ভালো খেলা দেখেই এবার সাই-এর মাঠের ট্রায়ালে তাঁরা সুযোগ পেয়েছিল। গত ৮ নভেম্বর থেকে ওরা দুজন প্র্যাকটিস করছিল। সেখানেই বেঙ্গল হকি অ্যাসোসিয়েশন দুজনকেই বাংলা দলে খেলার সুযোগ দেয়। এটা আমাদের কাছে অত্যন্ত খুশির খবর।' পলাশবাড়ির যুব সংঘ ও শিলবাড়িহাট হাইস্কুলের মাঠে বিনা খরচে হকি শেখান কোচ সরোজকুমার বোস। গ্রামের ছাত্রীদের এমন সুযোগে তিনিও খুশি। তিনি বলেন, 'স্কুল স্তরের জাতীয় হকিতে পলাশবাড়ির তিন ছাত্রী বাংলা দলের হয়ে খেলবে। অনূর্ধ্ব-১৬ সাব-জুনিয়ার ওপেন হকিতেও দুজন সুযোগ পেল। আগামীদিনে এই ছাত্রীরাই পলাশবাড়ির নাম উজ্জ্বল করবে।'

শিলবাড়িহাট আরআর জুনিয়ার বালিকা বিদ্যালয়ে সপ্তম শ্রেণিতে পড়াশোনা করে বর্ষা ও সাথি। পলাশবাড়ির মরিচঝাঁপি গ্রামে তাদের বাড়ি। পেশায় টোটোচালক বর্ষার বাবা মিঠুন সরকারের কথায়, 'সংসারে অভাবের জন্য হকি খেলার পর্যাপ্ত সরঞ্জাম মেয়েকে কিনে দিতে পারিনি। তা সত্ত্বেও মেয়ে হায়দরাবাদে খেলতে যাচ্ছে। এটা আমার কাছে খুবই গর্বের।' একইভাবে মেয়ের সাফল্যে খুশি সাথির বাবা সুদীপ সরকার। তিনি পেশায় কাঠমিস্ত্রি। এদিন ফোনে বর্ষা বলেন, 'সাই-এর মাঠে নিয়মিত হকি প্র্যাকটিস করে আমি অনেক কিছু শিখেছি। তবে খেলার প্রাথমিক শিক্ষা পলাশবাড়িতেই। জাতীয় স্তরে ভালো করার চেষ্টা করব।' ভালো খেলে নিজের গ্রামের নাম উজ্জ্বল করতে চায় বলে জানিয়েছে আরেক খেলোয়াড় সাথিও।

বর্ষা ও সাথি। আরও দুই কৃতী। পলাশবাড়িতে।

শৈশবের মজা। রবিবার ছুটির দিন বাড়ির সামনে বসে বান্ধবীর সঙ্গে খেলা-হাসি-ঠাট্টা। মালবাজারে। ছবি : অ্যানি মিত্র

মরণোত্তর দেহদান

কামাখ্যাগুড়ি, ২৪ নভেম্বর : মরণোত্তর দেহদান করলেন কামাখ্যাগুড়ির বাসিন্দা সোমা কর্মকার চক্রবর্তী। ইচ্ছে ছিল, জন্মদিনের দিন দেহদান করবেন। তবে তিনি ২০ নভেম্বর দেহদানের অঙ্গীকারে স্বাক্ষর করেন। আলিপুরদুয়ার জেলার 'শব্দ' নামক একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সদস্য শুভ্রজিৎ চৌধুরী তাঁকে এই বিষয়ে সহযোগিতা করেন।

সোমা পেশায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা। তিনি বলেন, 'মানুষের প্রয়োজনে এবং চিকিৎসাবিজ্ঞানের উন্নতিতে আমার এই দেহ কাজে লাগবে ভেবেই আমি আনন্দিত। পরবর্তীতে আমার বোন, ছোট মামা, ছোট মামিও দেহদান করবেন। আগামীদিনে আমার মতো আরও মানুষ এই কাজে এগিয়ে আসুক আমি এটাই চাই।'

খোয়ারডাঙ্গা জলনেশ্বরী হাইস্কুলের শিক্ষক গৌতম সরকার বলেন, 'তাঁর এই উদ্যোগ প্রশংসনীয়। সোমাকে দেখে আগামীদিনে সমাজে আরও অনেক মানুষ এরকম মহৎ কাজে অনুপ্রাণিত হয়ে দেহদানে উৎসাহিত হবেন।'

কর্মখালি

সমগ্র উত্তরবঙ্গে জেলাভিত্তিক কাজের জন্য ছেলে চাই। বেতন আলোচনাসাপেক্ষ। Cont : M - 96476-10774. (C/113458)

•

স্টার হোটেলে অনূর্ধ্ব 30 ছেলেরা নিশ্চিত কেরিয়ার তৈরি করুন। আয় - 10-18000/- থাকা, খাওয়া ফ্রি। 9434495134. (C/111018)

•

শিলিগুড়ির ওষুধের দোকানে Pharmacist চাই। (M) : 91261-95390 / 98323-83207. (C/113459)

ভাড়া

For Rent, 2BHK, Gr. Floor, Subhaspally, Siliguri. 96792-95177 "DECENT FAMILY ONLY". (C/113562)

প্রাক্তন সেনাকল্যাণ অধিদপ্তর
(প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়)

চাকরি মেলা ঃ কলকাতা

২৯ নভেম্বর ২৪ - সকাল ৭:০০ থেকে
(সকাল ১০:০০ অবধি নিবন্ধীকরণের সময়)
স্থান ঃ সল্টলেক সেনা শিবির (নিকো পার্কের নিকট)
সল্টলেক সেক্টর ৫, কলকাতা

যে নথিপত্রগুলি প্রয়োজন ঃ-
ইএসএম আই কার্ড, সিভি/নিজস্ব তথ্যের বিবরণ, সঙ্গে ছবির পাঁচটি অনুলিপি প্রয়োজন।

ইএসএম চাকরি সন্ধানকারীর সুবিধা ঃ-
শীর্ষস্থানে থাকা পিএসইউ/কর্পোরেটে (কর্মরত) নিয়োগকারীদের সহিত সরাসরি সাক্ষাৎকার
ঝামেলাবিহীন নিযুক্তিকরণ প্রক্রিয়া
একাধিক চাকরির সুযোগের জন্য কোনোরকম অর্থ উপলব্ধির প্রয়োজন নেই।
ইচ্ছুক ইএসএম আরও নিবন্ধীকরণ করতে পারবেন kolkatajobfair29nov24@gmail.com-এ

নিয়োগকর্তাদের জন্য সুবিধা
অভিজ্ঞ প্রতিভার সমাহারের অবাধ অধিগম্যতা
আপনার কোম্পানির স্টলের অগ্রিম বুকিং-এর জন্য অনলাইনে নিবন্ধীকরণ করবেন - www.dgrindia.gov.in এতে। স্টল বরাদ্দ করা হবে 'আগে আসলে আগে পাবে'-নিয়মের হিসাবে।

আরও অনুসন্ধান এবং সহায়তার জন্য দয়া করে যোগাযোগ করুন ঃ

যুগ্ম পরিচালক (এসই এবং সিআই)
প্রাক্তন সেনাকল্যাণ অধিদপ্তর
পশ্চিম ব্লক ৪, আরকে পুরম
নিউদিল্লি - ১১০০৬৬
টেলি ঃ (অফিস) ০১১-২০৮৬২৫৪২
ইমেল ঃ seopadgr@desw.gov.in
ওয়েব ঃ http://www.dgrindia.gov.in

ডিআরজেড (পূর্ব) কলকাতা
টেলি ঃ (অফিস) ০৩৩-২৯৫৩০১৯৫
ইমেল ঃ drzekol@desw.gov.in
ইএসএম এবং স্থান অনুসন্ধান ঃ-
ওআইসি ঃ ৭২১৭৩৬১৩৯৯
জেসিও আইসি ঃ ৯৬৮২৫৫১৮৭৪

CBC 10401/11/0015/2425

মোবাইল অ্যাপ দিয়ে চোর ধরতে সফল রেল

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ২৪ নভেম্বর : সিইআইআর (সেন্ট্রাল ইকুইপমেন্ট আইডেন্টিটি রেজিস্টার) অ্যাপ ব্যবহার করে মোবাইল চোর ধরার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য পাচ্ছে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে। গত মে মাস থেকে নভেম্বর মাসের মধ্যে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অসম এলাকায় রেলের কাছে ৬৮৭টি মোবাইল চুরির অভিযোগ দায়ের হয়েছিল। সিইআইআর অ্যাপ ব্যবহার করে ইতিমধ্যে সেই চুরিগুলোর বিষয়ে তদন্ত শুরু করেছে নর্থইস্ট ফ্রন্টিয়ার রেলওয়ে (এনএফআর)।

অ্যাপ ব্যবহার করে দেখা গিয়েছে, চুরি যাওয়া মোবাইলগুলোর মধ্যে ২৭৭টি মোবাইল সক্রিয় রয়েছে। তদন্ত করে এর মধ্যে থেকে ৪৯টি মোবাইল তারা উদ্ধার করেছে। উদ্ধার করা মোবাইলগুলি মোবাইল মালিকদের হাতে ফেরত দেওয়া হয়েছে। মোবাইল চুরির সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে ১২ জনকে গ্রেপ্তারও করা হয়েছে।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মা বলেন, 'সিইআইআর অ্যাপ ব্যবহার করে মোবাইল চুরি রুখতে এবং চোর ধরতে আমরা সাফল্য পেয়েছি। আপাতত অসমের মধ্যে এই অ্যাপের ব্যবহার সীমাবদ্ধ থাকলেও আগামীদিনে আমাদের রেলওয়ের সমস্ত জায়গায় এই অ্যাপ ব্যবহারের পরিকল্পনা রয়েছে।'

মোবাইল চোরদের ধরতে দীর্ঘদিন ধরে সেন্ট্রাল ইকুইপমেন্ট আইডেন্টিটি রেজিস্টার অ্যাপ ব্যবহার করে আসছে ভারতীয় পুলিশ। ফলে এতদিন উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েতে ট্রেন বা রেলস্টেশনে যাত্রীদের কোনও মোবাইল চুরি হলে বা খোয়া গেলে যাত্রীরা তা রেলওয়ে পুলিশের কাছে অভিযোগ করতেন। আরপিএফ আবার যাত্রীদের সেই

অভিযোগ পুলিশের কাছে পাঠিয়ে দিত। এতে ট্রেনে বা রেলস্টেশনে চুরি যাওয়া যাত্রীদের মোবাইল তেমনভাবে প্রায় উদ্ধার হচ্ছিল না বললেই চলে। চাপ বাড়ছিল আরপিএফের ওপর। এই পরিস্থিতিতে সম্প্রতি গুয়াহাটি সিআইডি টিম, অসম পুলিশ এবং টেলিকমিউনিকেশন বিভাগের সঙ্গে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের প্রিন্সিপাল চিফ সিকিউরিটি কমিশনারের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হয়। এতে এনএফআরের জন্য সিইআইআর অ্যাপের অ্যাক্সেস প্ল্যান তৈরি করা হয়েছে। পাশাপাশি উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পিসি এসসি অফিসের প্রতিনিধিরা নয়াদিল্লিতে যোগাযোগমন্ত্রকের সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের সঙ্গেও কথা বলেছেন। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে সূত্রে খবর, আপাতত তারাই দেশের মধ্যে এই প্রথম সিইআইআর অ্যাপ ব্যবহারে অনুমতি পেয়েছে। ভবিষ্যতে বাকি জুরিসডিকশনগুলোতে এই অ্যাপ চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে।

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : নতুন জমি কেনার সুযোগ আসবে। বিদ্যুৎ ও আগুন ব্যবহারে সতর্ক থাকুন আজ। **বৃষ :** খুব সতর্ক হয়ে পথে চলুন। হঠাৎ কাউকে বিশ্বাস করে বিনিয়োগ করতে যাবেন না। **মিথুন :** নিজের শরীর নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হবে। অফিসের কাজে দূরে যেতে হতে পারে। **কর্কট :** নতুন কোনও কাজে হাত দিয়ে সফল হবেন। প্রেমের সঙ্গীকে সময় দিন। **সিংহ :** বারবার যে কাজ করেও ব্যর্থ হচ্ছিলেন, আজ সেই কাজে সফল হবেন। মায়ের শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা। **কন্যা :** নতুন জমি ও বাড়ি কেনার সুযোগ আসবে। বিপন্ন কোনও প্রাণীকে বাঁচিয়ে আনন্দ। **তুলা :** বাইরের কোনও কাজে যোগ দিয়ে আনন্দ। বাড়িতে আত্মীয় সমাগম হবে। **বৃশ্চিক :** প্রেমের সঙ্গীকে সময় দিন। পরিবারের সঙ্গে বেড়াতে যাবার পরিকল্পনা। পেটের সমস্যা। **ধনু :** বাবার শরীর সুস্থ হওয়ায় নিশ্চিন্ত। দাঁতের জন্যে দুভোর্গ। **মকর :** হঠাৎ কাউকে বিশ্বাস করে ব্যবসায় নামতে গেলে সমস্যা হবে। প্রেমের সঙ্গীকে সময় দিন। **কুম্ভ :** বাবার শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা বাড়বে। বাড়িতে আত্মীয় আসায় আনন্দ। **মীন :** দূরের কোনও বন্ধুর কাছ থেকে উপহার প্রাপ্তি। নতুন অফিসে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ ৯ অগ্রহায়ণ ১৪৩১, ভাঃ ৪ অগ্রহায়ণ, ২৫ নভেম্বর ২০২৪, ৯ অঘোন, সংবৎ ১০ মার্গশীর্ষ বদি, ২২ জমাঃ আউঃ। সূঃ উঃ ৬।২, অঃ ৪।৪৭। সোমবার, দশমী রাত্রি ১।৫০। উত্তরফল্গুনীনক্ষত্র রাত্রি ৩।২। বিষ্কুম্ভযোগ দিবা ৩।৪৯। বণিজকরণ দিবা ১২।৫৪ গতে বিষ্টিকরণ রাত্রি ১।৫০ গতে ববকরণ। জন্মে- সিংহরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী মঙ্গলের ও বিংশোত্তরী রবির দশা, দিবা ৭।১৬ গতে কন্যারাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ, রাত্রি ৩।২ গতে দোষ নাই। যোগিনী- উত্তরে, রাত্রি ১।৫০ গতে অগ্নিকোণে। কালবেলাদি ৭।২৩ গতে ৮।৪৩ মধ্যে ও ২।৬ গতে ৩।২৬ মধ্যে। কালরাত্রি ৯।৪৫ গতে ১১।২৫ মধ্যে। যাত্রা-নাই রাত্রি ১।৫০ গতে যাত্রা শুভ পূর্বে ও উত্তরে নিষেধ। শুভকর্ম-বিবাহ-রাত্রি ১।৫০ গতে ৩।১ মধ্যে কন্যালগ্নে সুতহিবুকযোগে বিবাহ। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)। দশমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৩৮ মধ্যে ও ৯।৬ গতে ১১।১২ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৩৫ গতে ১১।৭ মধ্যে ও ২।৪২ গতে ৩।৩৫ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সত্যতা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

পর্ন আসক্তি, বেয়াড়াপনায় ধর্ষণ-প্রবৃত্তি

শমীদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৪ নভেম্বর : বিস্মিত শিলিগুড়ি। হতবাক। উদ্বিগ্নও। ধর্ষণে অভিযুক্তের বয়স মাত্র ১৩। পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করেছে। চার্জশিটও দেবে তার বিরুদ্ধে। কিন্তু তাতে কি নাবালক অপরাধীর সংখ্যা কমবে? এই প্রশ্নটাই এখন শিলিগুড়ির বিভিন্ন মহলে। ভাবাচ্ছে পুলিশকেও।

চার বছরের এক শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগ ওই নাবালকের বিরুদ্ধে। কী পরিস্থিতিতে এবং কোন কারণ তাকে এমন অপরাধে প্ররোচিত করল। এককথায় অনেকে ইন্টারনেটে পর্নোগ্রাফিকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাচ্ছেন। কিন্তু মোবাইলের যুগে ইন্টারনেটকে এড়ানোর তো উপায় নেই।

শিলিগুড়ি কলেজের সমাজতত্ত্ব বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অমল রায় বলছিলেন, 'এটা এখন বড় সামাজিক সমস্যা। ধর্ষণ এখন নিত্যদিনের ঘটনা। কিশোর বয়সে সবকিছুর প্রতি বাড়তি আকর্ষণ থাকে। মোবাইলের সুযোগে সার্চিং সেরকমই এক আকর্ষণ। এর সুবাদে পর্নোগ্রাফি দেখার সুযোগ তৈরি হচ্ছে। একশ্রেণির কিশোরের মধ্যে যার প্রভাব পড়ায় তারা এমন কাণ্ড ঘটাচ্ছে।'

বিষয়টা নিয়ে চর্চা চলছে পুলিশের অন্দরে। পুলিশের একাংশ অবশ্য মনে করছে পর্নোগ্রাফির পাশাপাশি সামাজিক, পারিপার্শ্বিক যে পরিস্থিতিতে কিশোররা বড় হচ্ছে, সেটাও মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব ফেলছে। উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের মনোরোগ বিভাগের অধ্যাপক উত্তম মজুমদার সেই সন্দেহে সিলমোহর দিচ্ছেন। তাঁর কথায়, 'মূলত দুটো বিষয় থাকে। অতিরিক্ত আসক্ত হয়ে গেলে পর্নোগ্রাফি দেখে তা বাস্তবায়িত করার প্রবণতা তৈরি হয়। আবার কিছু ক্ষেত্রে ছোট বয়স থেকে নিয়ম না মানার প্রবণতা থাকলে এ ধরনের কাজ করার মানসিকতা তৈরি হয়।'

> মূলত দুটো বিষয় থাকে। অতিরিক্ত আসক্ত হয়ে গেলে পর্নোগ্রাফি দেখে তা বাস্তবায়িত করার প্রবণতা তৈরি হয়। আবার কিছু ক্ষেত্রে ছোট বয়স থেকে নিয়ম না মানার প্রবণতা থাকলে এ ধরনের কাজ করার মানসিকতা তৈরি হয়।
>
> **উত্তম মজুমদার,** মনোরোগ বিশেষজ্ঞ, উত্তরবঙ্গ মেডিকেল

ধর্ষণে নাবালকদের জড়িয়ে পড়ার অভিযোগ আজকাল আকছার শোনা যায়। চলতি বছরে দেশে এরকম বেশ কিছু ঘটনা সামনে এসেছে। যেমন সেপ্টেম্বর মাসে চেন্নাইয়ে দশ বছরের কিশোরী ধর্ষণের ঘটনায় চোদ্দো বছরের কিশোরকে গ্রেপ্তার করেছিল। ওই ঘটনার এক মাস আগে একই ধরনের একটি ঘটনা সামনে আসে দিল্লিতে। ওই ঘটনায়ও অভিযুক্তের বয়স ছিল চোদ্দো।

ভয়ংকর সেই তালিকায় নাম লেখাল শিলিগুড়ির আশিঘর পুলিশ ফাঁড়ির এলাকা। এই ঘটনায় অভিযুক্তের বাবা নেই। মায়ের সঙ্গে থাকে। মা বাইরে কাজ করতে গেলে দীর্ঘসময় একা থাকে ওই কিশোর। যা পর্নোগ্রাফি দেখার সুযোগ করে দিয়েছে। শিলিগুড়ির ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিং জানিয়েছেন, 'ওই কিশোরকে জুভেনাইল কোর্টে তোলা হয়েছে। সেখান থেকে ও হোমে যাবে। আমরা চার্জশিট দেব।'

এরকম একটি বিপদের প্রতিকারে নাবালকদের ওপর পরিবারের নজরদারিতে জোর দিচ্ছেন সূর্য সেন মহিলা মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক সুতপা সাহা। তিনি বলেন, 'আমরা কিশোর-শিশুদের হাতে মোবাইল দিয়ে চলে যাচ্ছি। কিন্তু দেখছি না, সে মোবাইলে কী দেখছে। আমাদের তাই অনেক বেশি যত্নবান হতে হবে। সঙ্গে প্রয়োজনে দিতে হবে সেক্স এডুকেশনও।'

সরকারি নির্দেশিকা অমান্য নকশালবাড়িতে

অবাধে বালি, পাথর মজুত লোকালয়ে

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ২৪ নভেম্বর : সরকারি নির্দেশিকা অমান্য করে চলছে বালি, পাথরের স্ট্যাক ইয়ার্ড। জনবহুল এলাকায় কারবার চললেও হুঁশ নেই প্রশাসনের। ফলে এলাকায় বাড়ছে ধুলোর প্রকোপ। ঠিক তেমনই নষ্ট হচ্ছে কৃষিজমি। বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই সরকারি নির্দেশিকা সঠিকভাবে পালন করার আশ্বাস দিয়েছেন লিজহোল্ডাররা। প্রশাসন ও ভূমি দপ্তরের আধিকারিকদের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। বিষয়টি নিয়ে দার্জিলিং জেলা ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের আধিকারিক রামকুমার তামাংকে একাধিকবার ফোন করা হলে তিনি সাড়া দেননি।

নকশালবাড়ি ব্লকের ঢাকনাজোতে ২ নম্বর এশিয়ান হাইওয়ের পাশেই বালির দুটি স্ট্যাক ইয়ার্ড রয়েছে। অভিযোগ, নিয়মমতো যে সমস্ত গাইডলাইন মেনে এই স্ট্যাক ইয়ার্ড করতে হত, সে সমস্ত কোনও নিয়ম মানছেন না লিজহোল্ডাররা। স্ট্যাক ইয়ার্ডের চারপাশে ৪ ফুট উঁচু সীমানা প্রাচীর দিতে হয়। তাছাড়া জনবসতি এলাকা থেকে দূরে বালির স্ট্যাক ইয়ার্ড করতে হয়। শুধু তাই নয়, কমার্সিয়াল জমিতেই বালি স্টকের অনুমতি দেওয়া হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে কোনও নিয়মই মানা হয়নি বলে অভিযোগ। এমনকি সরকারিভাবে যে নদীর ঘাট লিজে দেওয়া হয়েছে, সেই ঘাট থেকেই স্ট্যাক ইয়ার্ডে বালি জমিয়ে রাখা যায়। তবে তা না করে অন্য নদীঘাট থেকে অবৈধভাবে বালি এনে এই স্ট্যাক ইয়ার্ডে জমিয়ে রাখা হচ্ছে।

জেলা ভূমি দপ্তরের তরফে বালি, পাথর স্টক করার জন্য যে অনুমতি দেওয়া হয়েছে, সেখানে ভূমি দপ্তরের ব্লক, মহকুমা ও জেলার আধিকারিকদের নিয়মিত এলাকা পরিদর্শনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অথচ বিষয়টি জানেন না নকশালবাড়ির বিএলআরও দেবরাজ বাগ। তিনি বলেন, 'স্ট্যাক ইয়ার্ডের জন্য পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ড ছাড়পত্র দিয়েছে। এতে আমাদের কোনও ভূমিকা নেই। তাছাড়া কী গাইডলাইন রয়েছে তা আমার জানা নেই।'

জমিতে রাখা হয়েছে বালি, পাথর। নকশালবাড়িতে। - সংবাদচিত্র

ধুলোয় জেরবার

- স্ট্যাক ইয়ার্ডের চারপাশে ৪ ফুট উঁচু সীমানা প্রাচীর দেওয়ার নিয়ম থাকলেও তা দেওয়া হয়নি
- কমার্সিয়াল জমিতে অনুমতি দেওয়া হলেও, সে নিয়ম মানা হচ্ছে না
- জনবসতি এলাকাতেই গড়ে উঠেছে স্ট্যাক ইয়ার্ড
- ধুলোবালিতে সমস্যায় পড়ছেন স্থানীয়রা
- বালি মিশে গিয়ে নষ্ট হচ্ছে জমির উর্বরতা

স্থানীয় বাসিন্দা সদন মণ্ডলের অভিযোগ, 'এভাবে বালি, পাথর স্টক করার ফলে কৃষিজমিগুলি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। জমিতে বালি মিশে উর্বরতা নষ্ট হচ্ছে। তাছাড়া দিনরাত ডাম্পার, ট্র্যাক্টরের চলাচলে এলাকা ধুলোবালিতে ঢেকে যাচ্ছে। পরিস্থিতি এমন যে, রাস্তায় চলাচল করা কষ্টকর হয়ে পড়েছে।'

স্ট্যাক ইয়ার্ডের চারপাশে সীমানা প্রাচীর নির্মাণ করা প্রয়োজন বলে মেনে নিয়েছেন একটি স্ট্যাক ইয়ার্ডের লিজহোল্ডার নিতু দুবের স্বামী দয়াশংকর দুবে। তিনি বলেন, 'চলতি মাসের প্রথম সপ্তাহে ছাড়পত্র পেয়েছি। সেটির ৫ বছর মেয়াদ রয়েছে। ওই জমিটি লিজ নিয়ে কাজ শুরু করেছি। ধুলোবালি নিয়ন্ত্রণ করতে সকাল-বিকেল জল দেওয়া হচ্ছে। সরকারি গাইডলাইন মেনে কাজ চলছে। যা বাকি তা এক সপ্তাহের মধ্যে পূরণ করা হবে।' তিনি জানান, যেখানে তাদের স্টক পয়েন্টটি রয়েছে সেখানে কোনও বসতি নেই। তাছাড়া লিজপ্রাপ্ত মেচি নদী থেকেই বালি তোলা হচ্ছে।

অপর এক লিজহোল্ডার প্রশান্ত হাইতের কথায়, 'সমস্ত গাইডলাইন পালন করা হচ্ছে। তবে ফাঁকা জায়গার জেরে সিসি ক্যামরা, কম্পিউটার সব চুরি হচ্ছে। আমরা কমার্সিয়াল জমি ভাড়া নিয়ে কাজ করছি।' সীমানা প্রাচীর তৈরি করার বিষয়টি নিয়ে তিনি বলেন, 'এমনিতেই ব্যবসা ভালো চলছে না। অস্থায়ী জমিতে সীমানা প্রাচীর বানানো অনেক ব্যয়সাপেক্ষ।'

টুকরো খবর

কর্মসূচি

বাগডোগরা, ২৪ নভেম্বর : দার্জিলিং জেলা পুলিশের সেবক ফাঁড়ির তরফে রবিবার পুলিশ-পাবলিক মঞ্চের উদ্যোগে দার্জিলিং হিল ম্যারাথন ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। পাশাপাশি মাদকাসক্ত, পকসো আইন এবং সাইবার ক্রাইমের বিষয়ে সাধারণ মানুষকে সচেতন করা হয়। সেবক ফাঁড়ির ওসি তপনকুমার দাস জানান, এদিনের অনুষ্ঠানে দুঃস্থদের কম্বল বিতরণ করা হয়েছে।

বৈঠক

চোপড়া, ২৪ নভেম্বর : চোপড়ায় দি গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশন বৈঠক অনুষ্ঠিত হল রবিবার। চোপড়া তিস্তা মোড় এলাকায় অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের জেলা সভাপতি রাজু রাজবংশী, সহ সভাপতি নুরুল হুদা প্রমুখ। জানা গিয়েছে, বংশীবদন বর্মনের সমর্থনে চোপড়া ব্লকে এদিন জিসিপিএ'র ব্লক কমিটি গঠন করা হয়। ৩৫ জনের ব্লক কমিটিতে সভাপতি হয়েছেন সোমনাথ সিংহ।

প্রতিযোগিতা

চোপড়া, ২৪ নভেম্বর : চোপড়া ব্লকের বিভিন্ন স্কুলের পড়ুয়াদের নিয়ে অঙ্কন ও কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল রবিবার। চোপড়ার একটি বেসরকারি স্কুলের উদ্যোগে এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। সরকারি, বেসরকারি মিলিয়ে মোট ৩৬টি স্কুলের প্রায় ৪০০ পড়ুয়া প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়।

লরি আটক

চোপড়া, ২৪ নভেম্বর : চোপড়া থানা এলাকায় বালিবোঝায় তিনটি লরি আটক করেছে পুলিশ। বালি পাচারের অভিযোগে শনিবার রাতে জাতীয় সড়কে তিনটি বালিবোঝাই লরি আটক করা হয়। ঘটনায় দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

উরস

চোপড়া, ২৪ নভেম্বর : চুটিয়াখোর গ্রাম পঞ্চায়েতের দোয়ান জাগি এলাকায় কাঁচনা মজার শরিফে রবিবার থেকে দু'দিনব্যাপী উরস পালনের সূচনা হল। প্রতিবারের মতো এবারও বিভিন্ন এলাকার মানুষ এই উৎসবে অংশ নিয়েছেন।

শীত পড়তেই গরম পোশাক বিক্রি। রবিবারে শেঠ শ্রীলাল মার্কেটের ফুটপাথে। ছবি : সূত্রধর

গ্রামীণ মেলায় অবাধে জুয়া খেলার আসর

মিঠুন ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি, ২৪ নভেম্বর : শীতের মরশুম শুরু হতেই গ্রামীণ এলাকার বিভিন্ন মেলা, যাত্রা-পালাটিয়া গানের আসর বসতে শুরু করেছে। আর এইসব মেলাতেই অবাধে জুয়ার আসর বসছে। অভিযোগ, সব দেখেও চোখ বন্ধ করে থাকছে প্রশাসন। কোথাও কোথাও আবার এসব মেলার দায়িত্বে দেখা যাচ্ছে স্থানীয় নেতা-জনপ্রতিনিধিদের। সূত্রের খবর, এই আসরগুলিতে কেউ একবার জুয়া খেলতে ঢুকে পড়লে তাঁর পক্ষে সেখান থেকে টাকা জিতে ফেরা একপ্রকার অসম্ভব। ফলে গ্রামীণ মেলাগুলিতে জুয়ার আসরে মজে গিয়ে টাকাপয়সা খুইয়ে বিপাকে পড়ছেন অনেকেই। অন্যদিকে, মেলায় চলা জুয়ার কথা বাইরে প্রচার না করার জন্য প্রভাবশালীদের 'নজরানা' দেওয়া হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে।

গত কয়েকদিন ধরে ফুলবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতে এলাকার তিন জায়গায় শুরু হয়েছে রাসমেলা। অম্বিকানগর, হরিপুর এবং গোরা মোড়ে মেলা বসেছে। অভিযোগ, মেলাগুলিতে দেদারে জুয়া খেলা চলছে। কিন্তু জুয়ার আসরগুলি থেকে জিতে ফেরা অসম্ভব কেন? জানা গিয়েছে, জুয়া পরিচালনার জন্যে বিশেষভাবে দক্ষ কর্মীদের বসানো হয়। প্রতিটি খেলা পরিচালনায় বিশেষকিছু কায়দা ব্যবহার করেন তাঁরা। এনজেপি এলাকার এক জুয়া কর্মীর কথায়, 'জুয়ার বোর্ড বসানোর ক্ষেত্রে ইচ্ছে করে উঁচু-নীচু জায়গা ব্যবহার করা হয়। এছাড়াও চরকি বা সেই ধরনের কিছু খেলার বোর্ডকে ব্রেক কষে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। যাতে বোর্ডের কাঁটা বা ঘুঁটি পুরস্কারের ঘর পর্যন্ত পৌঁছাতে না পারে।'

কারচুপি

- জুয়া পরিচালনার জন্যে বিশেষভাবে দক্ষ কর্মীদের বসানো হয়
- জুয়ার বোর্ড বসানোর ক্ষেত্রে ইচ্ছে করে উঁচু-নীচু জায়গা ব্যবহার করা হয়
- চরকি বা সেই ধরনের কিছু খেলার বোর্ডকে ব্রেক কষে নিয়ন্ত্রণ করা হয়
- খেলা পরিচালনার ক্ষেত্রে হাতে বিশেষ ধরনের স্টিলের আংটি, বালা ব্যবহার করা হয়
- তাস বা স্টিকার লুকানোর জন্য ফুলহাতা জামার ব্যবহার অপরিহার্য

কিছু খেলা পরিচালনার ক্ষেত্রে আবার হাতে বিশেষ ধরনের স্টিলের আংটি, বালা ব্যবহার করা হয়। যাতে খুব সূক্ষ্মভাবে সেখানে তাসের প্রতিচ্ছবি ধরা পড়ে। এছাড়াও তাস বা স্টিকার লুকোনোর জন্য ফুলহাতা জামার ব্যবহার অপরিহার্য, বলছিলেন সাউথ কলোনি এলাকার এক জুয়া কারবারি। তাঁর কথায়, 'জুয়া পরিচালনার জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ নিতে হয়।' কয়েক বছর আগে পর্যন্ত নেপাল থেকে বোর্ড পরিচালনার জন্য লোক নিয়ে আসা হত। তবে এখন এলাকার অনেকেই এসব কাজে পারদর্শী হয়ে উঠেছে বলে খবর।

বিষয়টি নিয়ে উষ্মা প্রকাশ করেছেন রাজগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রূপালি দে সরকার। তাঁর বক্তব্য, 'এসব কারণে এবার বহু কমিটিকে মেলা চালানোর অনুমতি দেওয়া হয়নি। এরপরও যদি কোথাও জুয়া হয়ে থাকে সেটা অন্যায়। প্রশাসন নিশ্চয়ই বিষয়টি দেখছে।' রূপালি যখন এমনটা বলছেন ঠিক সেসময় তাঁর দলের নেতা-জনপ্রতিনিধিদের বিভিন্ন মেলা পরিচালনা করতে দেখা যাচ্ছে। অপরদিকে, এই বিষয়টি সম্পর্কে পুলিশের কাছে কোনও খবর নেই বলে এনজেপি থানার এক আধিকারিক মন্তব্য করেছেন। তিনি জানালেন, এমন কোনও অভিযোগ আসেনি। অভিযোগ এলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মেলাগুলিতে জুয়ার আসর বসছে না বলে দাবি করেছেন ফুলবাড়ি-১ অঞ্চল তৃণমূলের সভাপতি ধীরেশ রায়। তাঁর কথায়, 'কোনও মেলায় জুয়ার আসর বসছে বলে আমার জানা নেই।' যদিও ধীরেশেরই দলের পঞ্চায়েত সদস্য ও প্রাক্তন প্রধান তপন সিংহ অন্য কথা বলেছেন। তাঁর মতে, 'মেলাগুলিতে বহু বছর থেকে জুয়ার আসর বসছে। হঠাৎ করে জুয়া বন্ধ করে দিলে মেলা চালানো যাবে না বলে মত কমিটির লোকজনের।

মৃতদেহ উদ্ধার

ফাঁসিদেওয়া, ২৪ নভেম্বর : জাতীয় সড়কের পাশে অজ্ঞাতপরিচয় মহিলার মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য। রবিবার ফাঁসিদেওয়া ব্লকের মুরালীগঞ্জ এলাকায় ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে আনুমানিক ৫০ বছর বয়সি ওই মহিলার মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়। বিধাননগর তদন্তকেন্দ্রের পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে পাঠায়। পুলিশ মৃতের নাম, পরিচয় জানার চেষ্টা করছে। তবে, কীভাবে ওই মহিলার মৃত্যু হল তা নিয়ে রহস্য দানা বেঁধেছে। পুলিশ জানিয়েছে, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলেই মৃত্যুর কারণ স্পষ্ট হয়ে যাবে।

সচেতনতা

শিলিগুড়ি, ২৪ নভেম্বর : রেলওয়ে ক্রসিং পারাপারে দুর্ঘটনা রুখতে এবং সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে পথে নামল আরপিএফ। রবিবার শিলিগুড়ির মহাবীরস্থান ও হকার্স কর্নারে এই কর্মসূচি করেন আরপিএফের আধিকারিকরা। আরপিএফের তরফে স্থানীয় ব্যবসায়ী এবং পথচলতি মানুষদের রেলওয়ে ক্রসিং পারাপারের বিষয়ে সচেতন করা হয়। পাশাপাশি রেললাইনের ধারে গাড়ি পার্কিং না করার বার্তা দেওয়া হয়। অন্যদিকে, রেললাইনের ধারে গাড়ি পার্কিং করার অভিযোগে এক ব্যক্তিকে জরিমানা করা হয়।

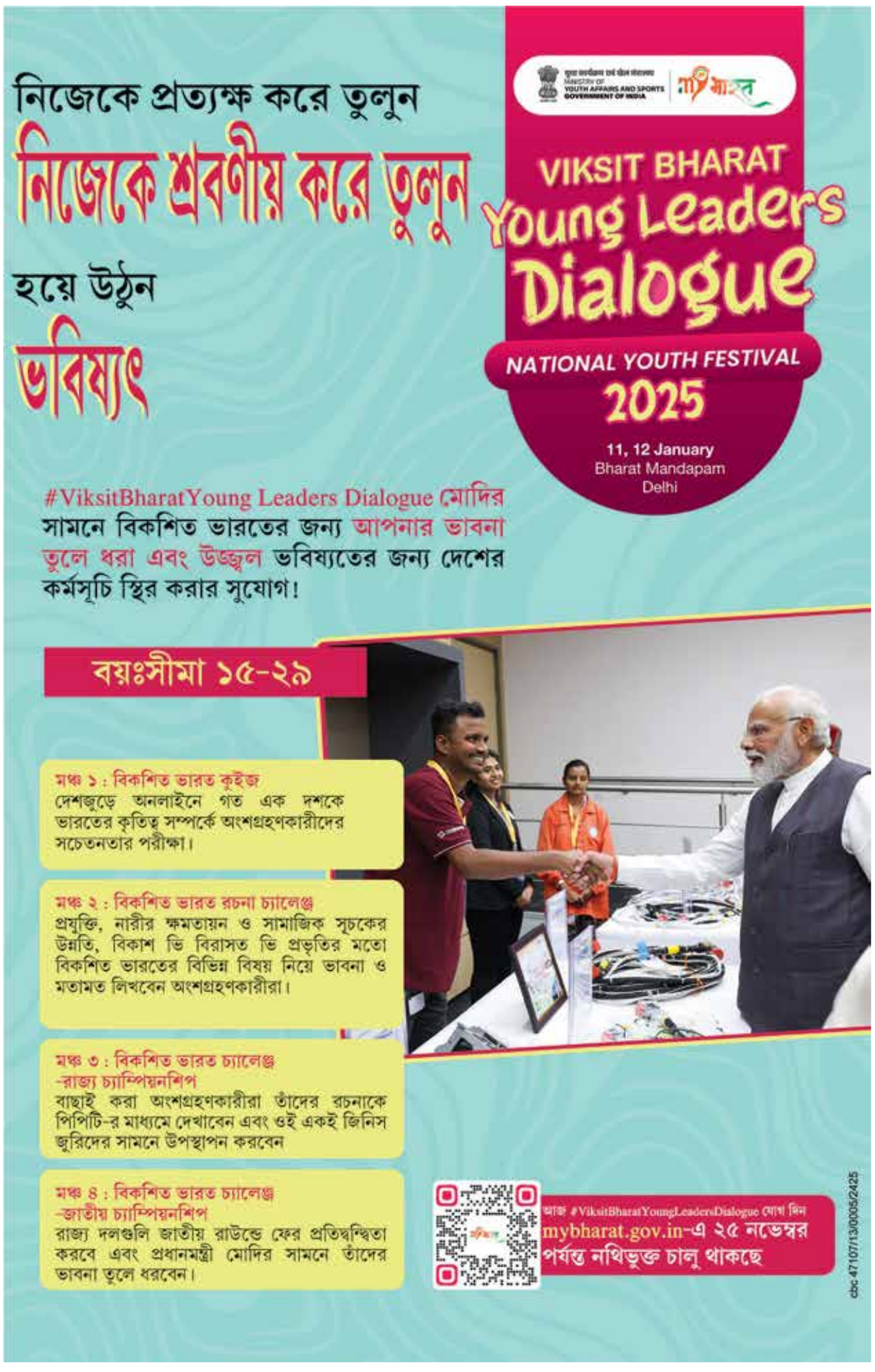

সৌন্দর্যায়নে সংকীর্ণ রাস্তায় বিপদ

মিঠুন ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি, ২৪ নভেম্বর : রাস্তার সৌন্দর্যায়ন করতে গিয়ে ক্রসিংয়ের মোড়ে বসানো হয়েছে মনীষীদের মূর্তি। যার ফলে ছোট হয়ে গিয়েছে ক্রসিংয়ের মুখ। যার জেরে বাড়ছে দুর্ঘটনার আশঙ্কা। পাশাপাশি রাস্তা সংকীর্ণ হয়ে যাওয়ায় ব্যস্ত সময়ে তৈরি হচ্ছে যানজট। চম্পাসারি মোড় থেকে শ্রীগুরু বিদ্যামন্দির উচ্চবিদ্যালয় পর্যন্ত এক কিলোমিটার রাস্তায় কমপক্ষে ৭-৮ জায়গায় এমন মূর্তি বসানো হয়েছে। এছাড়াও কোথাও কোথাও ডিভাইডারের মধ্যে গড়ে উঠেছে ছোট ছোট মন্দির। শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৪৬ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত এলাকার রাস্তার এমন অবস্থায় সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন স্থানীয় কাউন্সিলার দিলীপ বর্মন।

তাঁর কথায়, 'এত সুন্দর করে শিলিগুড়িতে আর কোথাও রাস্তা সাজিয়ে তোলা হয়নি। রাস্তাটিতে মূর্তি স্থাপন করে মনীষীদের সম্মান দেওয়া হয়েছে। এতে সমস্যার কিছু নেই।' মন্দির তৈরি নিয়ে সাবধানি মন্তব্য করে তিনি বললেন, 'মন্দিরগুলো কারা তৈরি করেছেন জানি না। উৎসাহী বাসিন্দাদের কেউ কেউ এমনটা করে থাকতে পারেন।' বিষয়টিতে ধর্মীয় আবেগ জড়িয়ে থাকায় কিছু বলাও মুশকিল বলে মন্তব্য করেছেন কাউন্সিলার।

ক্রসিংয়ে বসানো হয়েছে মনীষীদের মূর্তি। -সংবাদচিত্র

সমস্যা যেখানে

- এক কিলোমিটার রাস্তায় ৭-৮টি ক্রসিংয়ে বসানো হয়েছে মনীষীদের মূর্তি
- ফলে ছোট হয়ে গিয়েছে ক্রসিংয়ের মুখ
- ব্যস্ত সময়ে তৈরি হচ্ছে যানজট

৭-৮ বছর আগে মাঝে ডিভাইডার বসিয়ে রাস্তাটিকে একমুখী করা হয়েছে। জনবহুল এলাকায় চলাফেরায় সুবিধার জন্য ৫০-১০০ মিটার দূরে দূরে ক্রসিং তৈরি করা হয়েছে রাস্তাটিতে। সেই ক্রসিংয়ের মুখগুলিতে রাস্তা দখল করে বসানো হয়েছে মূর্তি। চম্পাসারি মোড় থেকে দেবীডাঙ্গার দিকে কিছুটা এগোলেই এক জায়গায় নেতাজির মূর্তি স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও বিরসা মুন্ডা, জজ মাহবার্ট সুব্বা, পঞ্চানন বর্মার মূর্তি বসানো হয়েছে। বর্তমানে নতুন করে আরও একটি ক্রসিংয়ে মূর্তি বসানোর জন্য বেদি তৈরি করা হচ্ছে। বিষয়টির প্রতিবাদ জানিয়েছেন স্থানীয় সিপিএম নেতা সংগ্রাম দে দাস।

তাঁর কথায়, 'যখন রাস্তাটি তৈরি করা হয়েছে তখন নিশ্চয়ই নির্দিষ্ট নিয়ম মানা হয়েছে। বাস্তুকাররা রাস্তা পারাপারের জায়গা ফাঁকা রাখার জন্য নির্দিষ্ট পরিমাপ রেখেছেন। পরবর্তীতে যেখানে-সেখানে সেই ফাঁকা অংশ দখল করে নিলে চলাচলের সমস্যা ও দুর্ঘটনার আশঙ্কা বাড়বে।' একই ধরনের মন্তব্য করেন শিঙাড়াকাটার বাসিন্দা রমেশ যাদব। তিনি বলেন, 'এই রাস্তাটিতে প্রচুর যানবাহন চলাচল করে। রাস্তা পারাপারের জায়গাগুলি সংকীর্ণ হতে থাকায় দিন-দিন যানজট সৃষ্টি হচ্ছে।'

চলাফেরায় সমস্যা তৈরি হলেও মনীষীদের মূর্তি বসানোকে সমর্থন করেছেন অনেকেই। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক চম্পাসারির এক ব্যবসায়ীর মতে, 'মূর্তি বসানোর ফলে শিশু ও বাসিন্দাদের মধ্যে মনীষীদের সম্বন্ধে আরও বেশি জানার আগ্রহ তৈরি হচ্ছে।' কিন্তু সেক্ষেত্রে রাস্তার অংশ দখলের প্রয়োজন ছিল না বলেও মন্তব্য করেছেন অনেকে। আরও এক ব্যবসায়ীর কথায়, 'রাস্তা পারাপারের জায়গাগুলিকে বাদ দিয়ে ডাইভারশনের মাঝের অংশগুলিতে মূর্তি বসালে কোনও সমস্যা হত না।'

সভাধিপতির গ্রামে নদীতে নির্মাণ

উদাসীন গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ২৪ নভেম্বর : খোদ সভাধিপতির এলাকায় নদী দখলের অভিযোগ উঠল। নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের বাবুপাড়ার প্রচণ্ডীপাড়ার ঘটনা। অভিযোগ, খেমচি নদী দখল করে চলছিল সীমানা প্রাচীর নির্মাণ। রবিবার তাতে বাধা দেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এনিয়ে দু'পক্ষের মধ্যে চলে বচসা। ঘটনাকে ঘিরে এদিন রীতিমতো উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়। বাসিন্দাদের অভিযোগ, সব দেখেও চুপ গ্রাম পঞ্চায়েত। সে কারণে এদিন তাঁরা বাধা দেন। যদিও উপপ্রধান বিশ্বজিৎ ঘোষ বলছেন, 'অভিযোগ পেয়ে আমরা শুক্রবার ঘটনাস্থলে গিয়েছিলাম। সেদিনই নির্মাণকাজ থামাতে বলা হয়েছে। আমরা বিষয়টি সেচ দপ্তরকে দেখার জন্য চিঠি দেব।'

স্থানীয় সূত্রের খবর, নকশালবাড়ির বাবুপাড়া, রায়পাড়ায় খেমচি নদী কার্যত নালায় পরিণত হয়েছে। অভিযোগ, এই দুই এলাকায় নদীর উপর গড়ে উঠেছে একের পর এক বাড়িঘর। অনেকে আবার সীমানা প্রাচীর ঘিরেও দিচ্ছেন। নদী দখল নিয়ে শুক্রবার গ্রাম পঞ্চায়েতে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন গ্রামবাসী। স্থানীয়দের বক্তব্য, তারপর দু'দিন পেরিয়ে গেলেও কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। রবিবার তাঁরা নদী দখলে বাধা দিলে বিবাদ শুরু হয়।

খেমচি নদী দখল করে নির্মাণ করা হয়েছে সীমানা প্রাচীর। রবিবার প্রচণ্ডীপাড়ায়।

এদিন এলাকায় গিয়ে দেখা গেল, দখলের জেরে গতিপথ হারাতে বসেছে খেমচি। কোথাও পাথর ও তারজালির বাঁধ ভেঙে গোরুর খাটাল তৈরি করা হয়েছে, আবার কোথাও গার্ডওয়াল নির্মাণ করা হয়েছে। কোথাও আবার নদীর উপর লোহার কাঠামো দিয়ে বানানো হয়েছে গ্যারাজ। নদীর প্রায় ৫০ ফুট এলাকাজুড়ে চলছে সীমানা প্রাচীর নির্মাণ। এতেই ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা।

> পাড়ার সকলে মিলে আমরা নদী দখলের বিরুদ্ধে নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতে অভিযোগ জানিয়েছি। কিন্তু কিছুই হয়নি। যেভাবে নির্মাণকাজ চলছে তাতে নদী খুবই সংকীর্ণ হয়ে পড়েছে।
>
> **বিক্রম ঘোষ**
> *স্থানীয় বাসিন্দা*

স্থানীয় বাসিন্দা তথা অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ভোলা রায় বলেন, 'নদীর উপর পিলার তুলে দখলদারি চলছে। এটা অন্যায়।' অপর বাসিন্দা বিক্রম ঘোষের বক্তব্য, 'পাড়ার সকলে মিলে আমরা নদী দখলের বিরুদ্ধে নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতে অভিযোগ জানিয়েছি। কিন্তু কিছুই হয়নি। যেভাবে নির্মাণকাজ চলছে তাতে নদী খুবই সংকীর্ণ হয়ে পড়েছে।' আরেক বাসিন্দা মদন ঘোষের কথায়, 'যেভাবে নদী দখল চলছে তাতে আগামী দিনে নদীর জল গ্রামে ঢুকে পড়বে। এলাকায় বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে। আমাদের দাবি, নদীর জায়গা ছেড়ে নিজের জমিতে বাড়িঘর, সীমানা প্রাচীর নির্মাণ করা হোক।'

নদী দখলে অভিযোগের তির স্থানীয় বাসিন্দা মানিক ঘোষের দিকে। তাঁর বক্তব্য, 'আমি নিজের জমিতে প্রাচীর নির্মাণ করেছি। এটা নদীর জায়গা নয়। এর আগে নদীর জল আমার বাড়িঘরে ঢুকে যেত। বিডিও, শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদে একাধিকবার দাবি জানিয়েও বাঁধ নির্মাণ করা হয়নি। তাই আমি ব্যক্তিগত উদ্যোগে কাজ করছি।' এবিষয়ে নকশালবাড়ি ব্লকের দায়িত্বে থাকা সেচ দপ্তরের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার মনোজিৎ শূরকে ফোন করা হলে তিনি প্রশ্ন শুনেই ফোন রেখে দেন। এদিকে, শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ বলছেন, 'আমিও বিষয়টি শুনেছি। এনিয়ে আমি বিএলএলআরও'র সঙ্গে আলোচনা করব।'

দার্জিলিংয়ের ম্যালে সরসমেলায় ক্রেতার ভিড়। রবিবার।

সরসমেলায় ৭ কোটি টাকার রেকর্ড ব্যবসা

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ২৪ নভেম্বর : সমতলের থেকে প্রায় দ্বিগুণ ব্যবসা হল পাহাড়ের সরসমেলায়। পাহাড়ে এই প্রথম দার্জিলিং জেলার সরসমেলা অনুষ্ঠিত হল। ১২ দিনের মেলায় সাত কোটি টাকার বেশি ব্যবসা হয়েছে বলে খবর। ভালো সাড়া পেয়ে খুশি পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের আধিকারিকরা। এবছর ম্যালে অনুষ্ঠিত মেলার পুরো দায়িত্ব সামলেছে গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ)। স্থানীয়দের পাশাপাশি পর্যটকদেরও নজর কেড়েছে সরসমেলা।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দার্জিলিংয়ে এসে মেলার উদ্বোধন করেছিলেন এবার। স্থানীয় হস্তশিল্প সামগ্রীর পাশাপাশি ভিনরাজ্যের শিল্পীদের তৈরি সামগ্রীও মেলায় প্রদর্শিত ও বিক্রি হয়েছে। এবছরের মেলায় মোট ১৩৫টি স্টল ছিল। যেগুলিতে হরিয়ানার শাল, বিহারের কার্পেট, মশলা, রাজস্থানের রকমারি জিনিস যেমন বিক্রি হয়েছে, তেমনই বিক্রি হয়েছে বীরভূম, মেদিনীপুর, মালদা সহ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার নানা হস্তশিল্প সামগ্রী। রবিবার ছিল মেলার শেষ দিন। এদিনও ক্রেতার ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। দপ্তরের তরফে জানানো হয়েছে, প্রতিদিনই মেলায় সকাল থেকে ক্রেতাদের আনাগোনা ছিল। নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পাহাড়ের লোকসংস্কৃতিও তুলে ধরা হয়েছে। বিভিন্ন স্কুল-কলেজের পড়ুয়ারা তাতে অংশগ্রহণ করেছে। এদিন সমাপ্তি অনুষ্ঠানে মেলার বিভিন্ন বিভাগে সেরাদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।

মেলার মার্কেটিং অধিকর্তা রত্নেশ সিনহা বলেন, 'দার্জিলিংয়ে এত ভালো সাড়া পাব ভাবতে পারিনি। পর্যটকরাও এসে বিভিন্ন সামগ্রী কেনাকাটা করেছেন।'

দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, গত বছর শিলিগুড়ির কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে আয়োজিত ষষ্ঠ সরসমেলায় ব্যবসা হয়েছিল প্রায় সাড়ে তিন কোটির। এবার প্রায় দ্বিগুণ ব্যবসা হল। তবে বেশি বিক্রি হয়েছে হরিয়ানার হস্তশিল্প সামগ্রী। এজন্য তারা পুরস্কারও পেয়েছে। অন্যদিকে, দার্জিলিং জেলার স্থানীয় খাবারের স্টল মেলায় প্রথম হয়েছে।

মেলায় ঘুরতে এসেছিলেন লতিকা প্রধান। তিনি বললেন, 'দেশের বিভিন্ন প্রান্তের ভালো জিনিস এক ছাদের নীচে পেয়েছি। যেগুলো পছন্দ হয়েছে, কিনে নিয়েছি।' কলকাতা থেকে দার্জিলিং ঘুরতে এসে সরসমেলায় ঢুঁ মারেন রিতিকা তরফদার। তাঁর কথায়, 'মেলায় এসে নেপালি ফোক মিউজিক শুনতে পেলাম। এটা বাড়তি পাওনা।'

জেলার খেলা

ফের ধূপগুড়ির রেফারি লিগে

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৪ নভেম্বর : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের শিলিগুড়ি প্রিমিয়ার লিগ পিসি মিত্তাল, নীতীশ তরফদার ও ম্যাজিস্ট্রাল ফার্মা ট্রফি ফুটবলে ওয়াইএমএ ৩-৩ গোলে ড্র করেছে সূর্যনগর ফ্রেন্ডস ইউনিয়নের সঙ্গে।

রবিবার কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে ওয়াইএমএ-র করণ রাই, নরহরি শ্রেষ্ঠা ও প্রবীণ সুব্বা গোল করেন। ফ্রেন্ডসের শ্যামল চম্প্রমারি জোড়া গোল করেন। অন্যটি রোহিত ভুজেলের। ম্যাচের সেরা হয়ে বাসন্তী দে সরকার ট্রফি পেয়েছেন শ্যামল। এদিনও ধূপগুড়ির মহম্মদ আশরাফুল রেফারিং করেন। তাঁর প্রশংসা করে শিলিগুড়ি রেফারি ও আম্পায়ার সংস্থার সচিব রানা দে সরকার বলেছেন, 'ধূপগুড়ির আশরাফুল জাতীয় পর্যায়ের রেফারি। ওঁর যোগ্যতা নিয়ে আমার কোনও সংশয় নেই। এদিনের ম্যাচ উত্তেজক হলেও রেফারিং নিয়ে আমি কোনও অভিযোগ শুনিনি।'

চ্যাম্পিয়ন সারদামণি

সফল খেলোয়াড়দের সঙ্গে কর্মকর্তারা।

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৪ নভেম্বর : স্টুডেন্টস হেলথ হোমের শিলিগুড়ি শাখার উত্তরবঙ্গ জোনাল খো খো-য় শিলিগুড়ির সারদামণি স্কুল চ্যাম্পিয়ন হল। রবিবার ঘরের মাঠে ফাইনালে তারা ৮-৭ ব্যবধানে জিতেছে কালিয়াগঞ্জের ডালিমগাঁও স্কুলের বিরুদ্ধে। সেরা চেজার শিলিগুড়ির দিয়া বর্মন। সেরা রানার কালিয়াগঞ্জের বর্ণালি দাস। প্রতিযোগিতার সেরা শিলিগুড়ির অনিন্দিতা রায়।

কাবাডিতে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে রায়গঞ্জের মারাকুর ইন্দ্রামোহন বিদ্যাভবন। ফাইনালে তারা ৩৯-৩২ পয়েন্টে হারিয়েছে গঙ্গারামপুরের কান্তাবাড়ি আদিবাসী স্কুলকে। সেরা চেজার রায়গঞ্জের বাপি বর্মন। সেরা ক্যাচার গঙ্গারামপুরের জিৎ রায়।

সেরা নেতাজি

ট্রফি নিয়ে নেতাজি ফুটবল কোচিং সেন্টারের মেয়েরা।

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৪ নভেম্বর : উত্তরের দিশারির ৮ দলীয় মহিলাদের ফুটসলে চ্যাম্পিয়ন হল নেতাজি ফুটবল কোচিং সেন্টার। শিলিগুড়ি কলেজ মাঠে ফাইনালে তারা ২-১ গোলে হারিয়েছে উইনার্স ফুটবল কোচিং সেন্টারকে। ফাইনালে মণিকা সোরেন জোড়া গোল করেন। প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন শিলিগুড়ি কলেজের অধ্যক্ষ সুজিত ঘোষ, কাউন্সিলার মিলি সিনহা, টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপের ভাইস প্রেসিডেন্ট ভাস্কর রায় প্রমুখ। দিশারির সচিব পিনাকী সরকার ও সভাপতি অনুপম মুখোপাধ্যায় বলেছেন, এবারই আমরা প্রথম মহিলাদের ফুটসল আয়োজন করলাম। প্রতিযোগিতা আয়োজনে আমাদের সাহায্য করেছে শিলিগুড়ি কলেজের এনএসএস ২ ও ৪ ইউনিট। আগামীদিনে আমাদের পরিকল্পনা রয়েছে শিলিগুড়িতে রাজ্য স্তরের ফুটসল আয়োজনের।

বিদায় এনবিইউয়ের

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৪ নভেম্বর : ইস্ট জোন আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় ফুটবলে কোয়ার্টার ফাইনালে বিদায় নিল উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় (এনবিইউ)। তারা ১-৩ গোলে অ্যাডামাস ইউনিভার্সিটির বিরুদ্ধে হেরে গিয়েছে। এর আগে উৎকল ইউনিভার্সিটিকে ৪-৩ গোলে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছিল এনবিইউ।

বাগডোগরায় রক্তদান

বাগডোগরা, ২৪ নভেম্বর : বাগডোগরায় রক্তদান শিবির করা হল। রবিবার শিবিরের উদ্বোধন করেন শিলিগুড়ি মহকুমার পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ, উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক আনন্দময় বর্মন প্রমুখ। ২২১ ইউনিট রক্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। এদিকে, গোঁসাইপুর উত্তরা টাউনশিপে স্মাইল গ্রুপ এবং সিটি ফাউন্ডেশনও যৌথভাবে রক্তদান শিবির করেছে। ৩০ ইউনিট রক্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। সেই সঙ্গে আয়োজিত হয় আঁকা প্রতিযোগিতাও।

হস্তশিল্প সামগ্রী গোছাচ্ছেন মহিলারা। ইসলামপুরের কোর্ট ময়দানে। রবিবার সন্ধ্যায় সুদীপ্ত ভৌমিকের তোলা ছবি।

শিশু বিভাগ সরানো নিয়ে সংঘাত

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ২৪ নভেম্বর : ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে চলা পেডিয়াট্রিক ওয়ার্ড (শিশু বিভাগ) ২ ডিসেম্বর সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে স্থানান্তরের নির্দেশ জারি করেছে জেলা স্বাস্থ্য প্রশাসন। অভিযোগ, পর্যাপ্ত জেনারেল ডিউটি মেডিকেল অফিসার (জিডিএমও) ছাড়া ওই ওয়ার্ড স্থানান্তর করা হচ্ছে। এই ইস্যুতে চিকিৎসক ও জেলা স্বাস্থ্য প্রশাসনের সংঘাত চরমে উঠেছে ইসলামপুরে। তবে জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক পূরণ শর্মা স্পষ্ট জানিয়েছেন, তাঁদের অবস্থানে কোনও বদল ঘটবে না। সরকারি নিয়ম মেনে সাধারণ মানুষের সুবিধার জন্য এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আবার চিকিৎসক এবং তাঁদের সংগঠনগুলিও পিছিয়ে যেতে রাজি নয়। এদিকে, নতুন করে আরও এক বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ইন্টিমেশন অফ রেজিগনেশন হাসপাতাল সুপারের কাছে জমা দিয়েছেন বলে খবর। ফলে চাকরি ছাড়ার হুঁশিয়ারি দেওয়া বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ১১ জন। গত সপ্তাহে ১০ জন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক লিখিতভাবে চাকরি ছাড়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন।

হাসপাতালের একটি নির্ভরযোগ্য সূত্র বলছে, আরও বেশ কিছু চিকিৎসক ইন্টিমেশন অফ রেজিগনেশন দেওয়ার প্রস্তুতি শুরু করেছেন। চিকিৎসকদের বক্তব্য, কারও যদি মনে হয়, তাঁর ওয়ার্কলোড বেশি হচ্ছে তাহলে তিনি চাকরি ছাড়ার আবেদন করতেই পারেন। কিন্তু কেউ যদি মনে করেন চাকরি ছাড়ার হুমকি দিয়ে কিছু হাসিল করবেন, তা হবে না।

> কারও যদি মনে হয়, তাঁর ওয়ার্কলোড বেশি হচ্ছে তাহলে তিনি চাকরি ছাড়ার আবেদন করতেই পারেন। কিন্তু কেউ যদি মনে করেন চাকরি ছাড়ার হুমকি দিয়ে কিছু হাসিল করবেন, তা হবে না।
>
> **পূরণ শর্মা**
> *জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক*

> পরিষেবা দিতে আমরাও বদ্ধপরিকর। বিভাগ স্থানান্তরিত করা নিয়েও আপত্তি নেই। তবে জিডিএমও নিয়োগ না করে বিভাগ স্থানান্তরিত করার সিদ্ধান্ত আমরা মেনে নেব না।
>
> **সায়ন্তন কুণ্ডু**
> *শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ*

পর্যাপ্ত জিডিএমও ছাড়া শিশু বিভাগ স্থানান্তরিত করা হলে তা মেনে নেওয়া হবে না।

ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের ইসলামপুর শাখার সম্পাদক তথা হাসপাতালের শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ সায়ন্তন কুণ্ডু বলেন, 'পরিষেবা দিতে আমরাও বদ্ধপরিকর। বিভাগ স্থানান্তরিত করা নিয়েও আপত্তি নেই। তবে জিডিএমও নিয়োগ না করে বিভাগ স্থানান্তরিত করার সিদ্ধান্ত আমরা মেনে নেব না।' একই কথা বলছেন অ্যাসোসিয়েশন অফ হেলথ সার্ভিস ডক্টরসের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ সম্পাদক তথা এসএনসিইউ'র চিকিৎসক পার্থ ভদ্র।

তবে জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক পূরণ বলছেন, 'সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে প্রসূতি বিভাগ ও সিক নিউ বর্ন কেয়ার ইউনিট (এসএনসিইউ) চলছে। তাই সাধারণ মানুষের সুবিধার্থে একই ছাদের তলে শিশু বিভাগ নিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সরকারি নিয়ম মেনেই আমাদের এই সিদ্ধান্ত। জিডিএমও নিয়োগ নিয়ে আমাদেরও চিন্তাভাবনা রয়েছে।'

চিকিৎসকদের চাকরি ছাড়ার হুঁশিয়ারি প্রসঙ্গে তাঁর সংযোজন, 'কারও যদি মনে হয়, তাঁর ওয়ার্ক লোড বেশি হচ্ছে তাহলে তিনি চাকরি ছাড়ার আবেদন করতেই পারেন। কিন্তু কেউ যদি মনে করেন চাকরি ছাড়ার হুমকি দিয়ে কিছু হাসিল করবেন, তা হবে না। আমি সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকদের ২৬ ও ২৭ নভেম্বর ডেকেছি। তারপরও যদি তাঁরা নিজেদের অবস্থানে অনড় থাকেন তাহলে রিপোর্ট ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়ে দেব। তারাই যা সিদ্ধান্ত নেওয়ার নেবে।'

গ্রেপ্তার প্রাক্তন স্বামী

ফাঁসিদেওয়া, ২৪ নভেম্বর : বধূকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে খুনের চেষ্টার অভিযোগে প্রাক্তন স্বামীকে গ্রেপ্তার করল ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ। ধৃত মেহবুব আলম রাবভিটার বাসিন্দা। ওই মহিলার লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে রবিবার পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে। শনিবার ফাঁসিদেওয়া ব্লকের দক্ষিণ রাবভিটায় সাবিনা খাতুনের বর্তমান স্বামীর অনুপস্থিতিতে তাঁর বাড়িতে ঢুকে প্রাক্তন স্বামী মেহবুব আলম ধারালো অস্ত্র নিয়ে চড়াও হন বলে অভিযোগ। সাবিনা উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বলে জানা গিয়েছে। ধৃতের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে পুলিশ। ধারালো অস্ত্রটি উদ্ধার হয়েছে ইতিমধ্যে। এদিন ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়। বিচারক ৫ দিনের বিচার বিভাগীয় হেপাজতের নির্দেশ দেন।

দেহ উদ্ধার

শিলিগুড়ি, ২৪ নভেম্বর : কারখানা থেকে উদ্ধার হল প্রৌঢ়ের দেহ। রবিবার ফুলবাড়ির জটিয়াকালীতে ঘটনাটি ঘটেছে। মৃতের নাম রবি কংসবণিক (৫১)। তিনি ওই কারখানায় নিরাপত্তারক্ষীর কাজ করতেন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে। রবিকে অচৈতন্য অবস্থায় উদ্ধার করে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। স্থানীয় সূত্রের খবর, প্রায় তিন বছর ধরে ওই কারখানায় কাজ করছিলেন রবি। অন্যদিনের মতো শনিবার রাতে খাওয়াদাওয়া করে কারখানা চত্বরে থাকা ঘরে ঘুমিয়ে পড়েন তিনি। কিন্তু এদিন দুপুর একটা বেজে গেলেও তাঁর কোনও সাড়া না পেয়ে অন্য শ্রমিকদের সন্দেহ হয়। পুলিশ পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে।

সামগ্রী বিলি

শিলিগুড়ি, ২৪ নভেম্বর : শিলিগুড়ি সাহুডাঙ্গি রামকৃষ্ণ মিশনে শুরু হল পুরুলিয়া, নরেন্দ্রপুর এবং রহড়া রামকৃষ্ণ মিশনে পঞ্চম শ্রেণিতে ভর্তির পরীক্ষা। বহু পড়ুয়া অংশগ্রহণ করেছে। রবিবার ৭৭ জন পরীক্ষার্থী ছিল। শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, বঙ্গাইগাঁও, মালদা, গুয়াহাটি, শিলং থেকেও অনেকে এসেছে। আগে এই পরীক্ষা দিতে এদিকের পড়ুয়াদের যেতে হত বাইরে। এখন থেকে উত্তর-পূর্ব ভারতের পড়ুয়াদের জন্য শিলিগুড়িতে পরীক্ষার বন্দোবস্ত করা হচ্ছে। এদিন দ্য অ্যালামনাই অফ রামকৃষ্ণ মিশন সংগঠনের সদস্যরা পরীক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। পাশাপাশি তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয় পড়াশোনার সামগ্রী।

রক্ষীদের বায়োমেট্রিক হাজিরা বাধ্যতামূলক

শিলিগুড়ি, ২৪ নভেম্বর : এবার নিরাপত্তারক্ষীদের বায়োমেট্রিক হাজিরা ব্যবস্থা চালু হচ্ছে। স্বাস্থ্য দপ্তরের নির্দেশে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এবং শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে এই ব্যবস্থা চালুর নির্দেশ এসেছে। পাশাপাশি ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে মেডিকেলের সুপারস্পেশালিটি ব্লকে অন্তর্বিভাগের পরিষেবা চালু করতে বলা হয়েছে।

মেডিকেল সুপার ডাঃ সঞ্জয় মল্লিক বলেছেন, 'সরকারি নির্দেশ মেনে সমস্ত কাজ দ্রুততার সঙ্গে করার চেষ্টা হচ্ছে।' তবে সুপারের বক্তব্য, 'নিরাপত্তারক্ষীদের এজেন্সিই বায়োমেট্রিক মেশিন বসিয়ে কর্মীদের উপস্থিতি নথিভুক্ত করবে। নিয়মিত সেই তথ্য তারা আমাদের দেবে।'

আরজি কর কাণ্ডের পর থেকে রাজ্যের সরকারি হাসপাতালের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এর পরেই রাজ্য সরকার প্রতিটি মেডিকেল কলেজ, জেলা ও মহকুমা হাসপাতালে পর্যাপ্ত সিসিটিভি ক্যামেরা বসানোর বরাত দিয়েছে। বাড়ানো হচ্ছে নিরাপত্তারক্ষীও।

তবে মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল থেকে শুরু করে জেলা, মহকুমা হাসপাতাল- সর্বত্রই বেসরকারি নিরাপত্তারক্ষী দিয়েই পরিচালিত হয়। কিন্তু তাঁদের সমস্ত তথ্য স্বাস্থ্যকর্তাদের কাছে থাকছে না। কোথাও কোনও কর্মীকে নিয়ে সমস্যা হলে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে এজেন্সির সঙ্গে যোগাযোগ করতে হয়। স্বাস্থ্যকর্তারা বলছেন, বেসরকারি এজেন্সির মাধ্যমে নিরাপত্তাকর্মী নেওয়া হয়। তাঁদের রাশও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের হাতে থাকা উচিত। কে কখন কোথায় ডিউটি করছেন, সেসব নথি এবার থেকে হাসপাতালকে নিয়মিত দিতে বাধ্য থাকবে বরাতপ্রাপ্ত এজেন্সি। সেজন্যই এবার চিকিৎসক, চিকিৎসাকর্মীদের মতো হাসপাতালে নিরাপত্তারক্ষীদেরও বায়োমেট্রিক উপস্থিতি বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে।

সম্প্রতি দার্জিলিংয়ের জেলা শাসকের উপস্থিতিতে হাসপাতালের বিভিন্ন সমস্যা, নিরাপত্তা নিয়ে বৈঠক হয়েছে। সেখানে মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক থেকে শুরু করে সমস্ত হাসপাতাল, মেডিকেলের কর্তারা উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে ঠিক হয়েছে, দ্রুত শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতাল এবং উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে নিরাপত্তাকর্মীদের বায়োমেট্রিক হাজিরা ব্যবস্থা চালু করতে হবে।

অন্যদিকে, দার্জিলিংয়ের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ তুলসী প্রামাণিক বলেছেন, 'পূর্ত দপ্তর জানিয়েছে, নভেম্বর মাসের মধ্যে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় তলার ফলস সিলিং মেরামতির কাজ শেষ হয়ে যাবে। তাই ডিসেম্বর থেকে ওই দুটি তলে অন্তর্বিভাগের পরিষেবা চালুর জন্য হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।'

মনীষীদের ছবির ধুলো 'লুকোতে' চুনকাম

মাম্পি চৌধুরী

শিলিগুড়ি, ২৪ নভেম্বর : সূর্যনগর মাস্টার প্রীতনাথ মেমোরিয়াল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দেওয়ালে আঁকা মনীষীদের ছবিতে জমেছিল ধুলোর প্রলেপ। গাছের আড়ালে ঢাকা পড়েছিল সে সব। এমনকি দেওয়ালে লেখা মনীষীদের বাণী পড়াও হয়ে উঠেছিল দায়। এনিয়ে ক্ষোভ ছিল স্থানীয়দের মধ্যে। বিষয়টি নিয়ে খোঁজখবর করতেই রবিবার সকালে চুনকাম করা হয় সেই দেওয়াল। ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের ডাবগ্রামের ঘটনা। প্রশ্ন উঠছে, এতদিন কেন তাহলে পদক্ষেপ করা হল না? এ বিষয়ে কাউন্সিলার লক্ষ্মী পালের সাফাই, '২৩ নম্বর ওয়ার্ডে যতগুলি সরকারি স্কুল আছে, প্রতিটির দেওয়াল ফের নতুন করে সাজানো হবে। তাই সাদা রং করা হচ্ছে।'

আগে যা ছিল

পরে যা হল

সূর্যনগর মাস্টার প্রীতনাথ মেমোরিয়াল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দেওয়ালে আঁকা মনীষীদের ছবির ধুলো ঢাকতে সাদা রং। রবিবার।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০২০-তে সচেতন নাগরিক মঞ্চের তরফে ওই স্কুলের দেওয়ালে বেশ কিছু মনীষীর ছবি আঁকা হয়েছিল। লেখা হয়েছিল তাঁদের বাণীও। ছবি এঁকেছিলেন বঙ্গরত্নপ্রাপ্ত চিত্রশিল্পী পরিতোষ পাল। পরে পুরনিগমের তরফে সেই জায়গায় ফেন্সিং করে গাছ লাগানো হয়। গাছে ঢাকা পড়ে যায় মনীষীদের ছবি এবং বাণী। পাশাপাশি ধুলো জমতে থাকে। এ বিষয়ে সচেতন নাগরিক মঞ্চের আহ্বায়ক কল্যাণ রাহা বলেন, 'শিশুরা যাতে মনীষীদের সম্পর্কে জানতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে ২০২০-তে সচেতন নাগরিক মঞ্চের নিজস্ব খরচে ছবিগুলি আঁকা হয়েছিল। গাছ লাগানোতে সেসব ঢাকা পড়ে যায়।' মনীষীদের ছবি অবহেলায় পড়ে থাকায় ক্ষোভ জমছিল স্থানীয়দের মধ্যেও। এনিয়ে শনিবার খোঁজখবর নেওয়া শুরু হতেই এদিন সকালে পদক্ষেপ করেন ওয়ার্ড কাউন্সিলার। মনীষীদের ছবির ওপর সাদা রং করে দেওয়া হয়।

এলাকায় চায়ের দোকান রয়েছে মঞ্জু দাস, রত্না বর্মনদের। তাঁদের কথায়, 'আমরা মাঝেমধ্যে নিজেরাই উদ্যোগী হয়ে মনীষীদের ছবিগুলো পরিষ্কার করেছি।' কলেজ পড়ুয়া অনীশ পাল, কৌশিক বিশ্বাসদের বক্তব্য, চুনকাম তো করা হল ঠিকই, কিন্তু কবে যে ফের মনীষীদের ছবি আঁকা হবে বা তাঁদের বাণী লেখা হবে, তার কোনও ঠিক নেই।

দেওয়ালে চুনকামের বিষয়ে স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা লেখাশ্রী সাহা বলছেন, 'পুরনিগম যেটা ভালো বুঝবে সেটাই করবে।'

কলকাতা এবং

ডাকাতি

সল্টলেকের পূর্বাঞ্চলে অবসরপ্রাপ্ত এক প্রধান শিক্ষিকার বাড়িতে ঢুকে নগদ টাকা ও সোনার গয়না লুটের অভিযোগ উঠল। শনিবার রাতে এই ঘটনা ঘটে। বাড়িতে একাই থাকতেন বৃদ্ধা।

অভিযোগ

ইছাপুর রাইফেল কারখানার পার্কে দাঁড়িয়ে গল্প করার সময় কৃশানু চট্টোপাধ্যায় নামে এক যুবককে পাহারাদাররা বেধড়ক মারধর করে। তাতেই তাঁর মৃত্যু হয় বলে অভিযোগ। শনিবার জন্মদিনের নিমন্ত্রণে গিয়েছিলেন কৃশানু।

গ্রেপ্তার বিকাশ

নাবালিকাকে যৌন হেনস্তার ঘটনায় কয়লা ও গোরু পাচার মামলায় অভিযুক্ত বিকাশ মিশ্রকে গ্রেপ্তার করল কালীঘাট থানার পুলিশ। তার বিরুদ্ধে পকসো সহ একাধিক ধারায় মামলা রুজু হয়েছে।

দেহ উদ্ধার

টিউশনের নামে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল দ্বাদশ শ্রেণির দুই ছাত্রী। রবিবার কাশীনগর ও মাধবনগর স্টেশনের মাঝামাঝি জায়গা থেকে তাদের দেহ উদ্ধার করল পুলিশ।

কর্মসমিতির বৈঠকে আজ ডাক পাননি সুখেন্দুশেখর

নবনীতা মণ্ডল ও দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ২৪ নভেম্বর : সদ্য রাজ্যের ছয় বিধানসভা উপনির্বাচনে ছক্কা হাঁকানোর পর আত্মবিশ্বাসী তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সোমবার জাতীয় কর্মসমিতির বৈঠকে কী বার্তা দেন, তা জানতেই উদগ্রীব তৃণমূল নেতৃত্ব। বৈঠকে অভিষেক সহ কর্মসমিতির ২১ সদস্য ও দলের সাংসদ ও মন্ত্রীরা উপস্থিত থাকবেন। থাকবেন দলের জেলা সভাপতিরাও। যদিও বৈঠকে আমন্ত্রণ না পাওয়ায় নতুন বিতর্ক তৈরি হয়েছে প্রবীণ নেতা ও সাংসদ সুখেন্দুশেখর রায়কে ঘিরে। আরজি কর কাণ্ডে দলের অবস্থানের বিরুদ্ধে সরব হওয়া থেকে তাঁর সঙ্গে দলের দূরত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে বলে রাজনৈতিক মহলে জল্পনা। সুখেন্দুশেখর অবশ্য আগেই দলত্যাগের গুজব নাকচ করেছেন, তবুও এই বৈঠকে তাঁকে অন্তর্ভুক্ত না করা এক নতুন বার্তা দিচ্ছে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

তৃণমূলের এক শীর্ষ নেতার কথায়, 'আরজি কর কাণ্ডে যেভাবে দলের বিপরীতে হেঁটে আলাদা বার্তা দিয়েছিলেন সুখেন্দু, তাতেই দল তাঁর উপর রুষ্ট। তাই তাঁকে কোনওভাবেই বৈঠকে আমন্ত্রণ জানানো হবে না।' আরও একধাপ এগিয়ে দলের আরেক নেতা বলেন, 'আমরা তো ভেবেছিলাম উনিও পদত্যাগ করবেন। ক্ষমতাতেও থাকব আবার দলের বিরুদ্ধে কথাও বলব সেটা কী করে হয়।' যেখানে বীরভূমের জেলা সভাপতি, জেলফেরত অনুব্রত মণ্ডলকেও বৈঠকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে, সেখানে একসময়ের মমতা-ঘনিষ্ঠ সুখেন্দুশেখরের কাছে চিঠি না পৌঁছোনোয় দলীয় মহলে প্রশ্ন উঠছে। এই বৈঠকে যোগ দেওয়ার জন্য চিঠি পাঠানো হয়েছে অসম, ত্রিপুরা, মেঘালয়, উত্তরপ্রদেশ সহ দেশের বিভিন্ন জায়গার সংগঠকদের কাছে।

বৈঠকের কথা ঘোষণার পর থেকেই দলের শীর্ষ নেতাদের মধ্যেও কৌতূহল তৈরি হয়েছে। তাহলে কি ওইদিনই রদবদলের ঘোষণা হয়ে যেতে পারে? যদিও তৃণমূল নেতৃত্ব জানিয়েছেন, প্রথম পর্যায়ে জেলাস্তরে রদবদল হওয়ার কথা আছে। সেক্ষেত্রে কর্মসমিতির বৈঠক ডাকার প্রয়োজন হয় না। তবে এবার দলের খোলনলচে বদলে রদবদল করা হবে বলে বোঝা যাচ্ছে।

সোমবারই সংসদের শীতকালীন অধিবেশন শুরু হচ্ছে। অধিবেশনে দলীয় সাংসদদের ভূমিকা কী হবে, তাও জানিয়ে দিতে পারেন দলনেত্রী। বৈঠকে রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন ও লোকসভার দলনেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়কেও থাকতে বলা হয়েছে। কংগ্রেস গৌতম আদানিকে গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়েছে। তৃণমূল কি একই দাবিতে সরব হবে নাকি শুধু তদন্তের দাবিই তুলবে, সেই ব্যাপারে সাংসদদের দিশা দেখাতে পারেন মমতা।

কোর্টে আনা হবে না সঞ্জয়কে

কলকাতা, ২৪ নভেম্বর : আরজি করের ধর্ষণ ও খুনের বিচার প্রক্রিয়ায় সোমবার থেকে আর সশরীরে আদালতে হাজির করানো হবে না ধৃত সিভিক ভলান্টিয়ার সঞ্জয় রায়কে। সংশোধনাগারেই আলাদা ঘরে বসে ভার্চুয়াল মাধ্যমে বিচারপর্বে অংশ নেবে সে। সূত্রের খবর, নিরাপত্তার কারণে তাকে এরপর থেকে ভার্চুয়ালি হাজির করানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তবে বিচারপ্রক্রিয়ায় রুদ্ধদ্বার কক্ষেই সাক্ষী এবং দু'তরফের আইনজীবীদের উপস্থিতিতে সাক্ষ্যগ্রহণ প্রক্রিয়া চলবে। ইতিমধ্যেই প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারে ভার্চুয়ালি শুনানির জন্য প্রস্তুতি শুরু হয়েছে।

আরজি কর মামলার বিচার প্রক্রিয়া শুরুর দিন থেকেই আদালতে সশরীরে সঞ্জয়কে হাজির করানো হত। তার সামনেই রুদ্ধদ্বার কক্ষে সাক্ষ্যগ্রহণ চলত। তবে আদালতে হাজির করানোর সময় বা আদালত থেকে জেলে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার সময় সংবাদমাধ্যমের সামনে বিস্ফোরক মন্তব্য করত সঞ্জয়। খোদ পুলিশকর্তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে সে। তারপর থেকে তাকে আদালতে হাজির করানোর সময় বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হত। সেই কারণেই তাকে আর সশরীরে আদালতে আনা হচ্ছে না বলে জল্পনা তৈরি হয়েছে। সূত্রের খবর, যতক্ষণ আদালতে শুনানি চলবে, ততক্ষণ ক্যামেরার সামনেই থাকবে সঞ্জয়। কারারক্ষীরা ওই ঘরের বাইরে থাকবেন। তবে যে দিনগুলিতে সাক্ষীর মাধ্যমে সঞ্জয়কে চিহ্নিতকরণের বিষয় থাকবে সেদিন তাকে আদালতে আনা হবে।

কুয়াশার মধ্যেই গন্তব্যের পথে। রবিবার নদিয়ায়। -পিটিআই

জয়ের উচ্ছ্বাসে ভাসতে মানা নেত্রীর

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২৪ নভেম্বর : উপনির্বাচনে দলের বিপুল জয়ে উচ্ছ্বাসের জোয়ারে নেতা-কর্মীদের গা-ভাসানোয় নিষেধাজ্ঞা টানলেন মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ২০২৬-এ বিধানসভা ভোটের প্রস্তুতিতে এই আবেগ মানুষের কাজে লাগাতেই নির্দেশ তাঁর। রবিবার তৃণমূলের রাজ্য নেতৃত্ব সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রস্তুতির মাঝে দলের শুদ্ধকরণও চলবে বলে ফরমান জারি করেছেন তিনি। দুর্নীতি ও দলের স্বার্থ-বিরোধী কাজে অভিযুক্ত সর্বস্তরের নেতা-কর্মীদের ছাঁটাই পর্ব যে চলবেই, সেই আঁচও দিয়ে রেখেছেন তিনি। অকর্মণ্য ও অপদার্থ লোকদের পদে রেখে যে লাভ নেই, সেই আভাস নেত্রী দিয়ে রেখেছেন দলে তাঁর ঘনিষ্ঠ কয়েকজন শীর্ষনেতার কাছে।

দলের 'সেনাপতি' অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এই ব্যাপারে দলের সর্বস্তরে রদবদলের যেসব সুপারিশ করেছেন তাতে যে নেত্রী মান্যতা দিতে চলেছেন সেই নিয়ে স্পষ্ট আভাসও মিলেছে।

তৃণমূলের এক শীর্ষনেতা এদিন বলেছেন, 'জয়ের আবেগে ভেসে যাওয়া কোনওদিনই পছন্দ নয় দলনেত্রীর। তিনি চান, মানুষের কাজে নিজেকে জড়িয়ে রাখতে। দলকেও সেই জনসংযোগের কাজে বেঁধে রাখতেই চলে তাঁর সর্বক্ষণের প্রয়াস। তারই একটা ঝাঁঝ মিলবে সোমবার নেত্রীর কালীঘাটের বাড়ির বৈঠকে।'

অভিষেক ঘনিষ্ঠমহলের খবর, সদ্য উপনির্বাচনে দলের এরাজ্যে বিপুল জয়ের পরও এই প্রক্রিয়া তার স্বাভাবিক গতিতেই চলবে। পদ থেকে যাঁদের বাদ পড়ার তাঁরা পড়বেনই। গত লোকসভা ভোটে যেখানে যেখানে দলের খারাপ ফল হয়েছে সেখানে সেখানে দলের সর্বস্তরের পদাধিকারীরা কোপের মুখে পড়বেনই। দলের 'সেনাপতি' অন্তত সেই গোঁ ধরেই রয়েছেন। অবশ্য দলনেত্রীর সঙ্গে আলোচনা ও 'সমঝোতা ফর্মুলায়' সাড়া দিয়েই সেনাপতি রদবদল পর্ব যত শীঘ্র সম্ভব শেষ করতে চাইছেন। ২০২৬-এর লক্ষ্যে তিনিও যে এবার দলকে পাশে নিয়ে নেত্রীর মতো পথে নামতে চান সেই প্রস্তাবও দলনেত্রীকে দিয়ে রেখেছেন তিনি।

অগ্নিকাণ্ড।। রবিবার উলটোডাঙ্গার রেললাইনের ধারের বস্তিতে আগুন লেগে যায়। দ্রুত তা ছড়িয়ে পড়ে ঝুপড়িগুলিতে। কালো ধোঁয়া ও আগুনে ঢেকে যায় এলাকা। কীভাবে আগুন লাগল, তা জানার জন্য ফরেন্সিক পরীক্ষা করা হচ্ছে। ছবি : আবির চৌধুরী

অনলাইনের যুগে ভাটা ভুটিয়া মার্কেটে

রিমি শীল

কলকাতা, ২৪ নভেম্বর : ঘড়ির কাঁটায় বেলা ২টো। সবেমাত্র শীতের পসরা সাজিয়ে বসেছেন দার্জিলিংয়ের প্রেম সরকার, জিউয়ান, হিমাচলপ্রদেশের তেনজিংরা। নভেম্বরের শেষবেলায় শীত তখনও জাঁকিয়ে বসেনি। তবে বাতাসে শীতের পরশ রয়েছে। রকমারি শীতের পোশাক নিয়ে প্রতিবছরই শহরে হাজির হন হিমাচলপ্রদেশ, জম্মু ও কাশ্মীর, নেপাল, ভুটান, বিহার থেকে আসা বিক্রেতারা। তবে আগের মতো বেচাকেনা আর সেভাবে হয় না। অনলাইনের যুগে বেচাকেনায় ভাটা পড়েছে ওয়েলিংটন স্কোয়ারের ভুটিয়া মার্কেটে।

মধ্য কলকাতার ওয়েলিংটন স্কোয়ারের ভুটিয়া মার্কেটে বেশ কয়েক বছর আগেও ভিড়ের চাপে পা রাখা যেত না। পরিযায়ী পাখিদের মতো শীতের শুরুতে অক্টোবর-নভেম্বরেই ভিনরাজ্য থেকে চলে আসেন ব্যবসায়ীরা। তবে করোনার পর থেকে পরিস্থিতি বদলেছে।

দোকানে কয়েকজন ক্রেতাকে শীতবস্ত্র দেখাতে দেখাতেই দার্জিলিংয়ের প্রেম সরকার বলেন, 'এবছর ১৮ অক্টোবর কলকাতায় এসেছি। আমার পূর্বপুরুষরাও এখানে শীতবস্ত্র বিক্রি করতে আসতেন। সেই সূত্রেই আসা। করোনার পর থেকে আর সেভাবে বিক্রি হচ্ছে না। আসলে মানুষ এখন অনলাইনেই জিনিসপত্র কিনে নেন।' একই সুর দার্জিলিংয়ের জিউয়ানের। বলেন, 'অনেকে আসেন, দরদাম করে চলে যান। আমি ২০ বছর ধরে এখানে আসছি। করোনার সময় শুধু আসতে পারিনি। অনলাইনের যুগে এখন আর পাঁচটা দোকান ঘুরে সময় ব্যয় ও পরিশ্রম কে করবে?' আক্ষেপের সুরে দুপুরের খাওয়া সারতে সারতেই হিমাচলপ্রদেশ থেকে আসা তেনজিংয়ের মন্তব্য, 'এখন সবাই ব্র্যান্ডেড জিনিস পরতে ভালোবাসে। অনলাইনে বেশি টাকায় লোকে যে জিনিস কিনবে অথচ সেই জিনিস কম দামে আমাদের থেকে কিনবে না। আমরাও তো টেকসই জিনিস বিক্রি করি।'

মোজা, মাফলার, সোয়েটার, জ্যাকেট, স্টোল সহ রকমারি জিনিস ফুটপাথের ওপরে সাজিয়ে এদিক-ওদিক ঘুরছেন কাশ্মীরের রসিম আহমেদ। তাঁর মন্তব্য, 'আমাদের তো মাছি তাড়ানোর মতো অবস্থা। অনেকে এসে দরদাম করে বলছেন, আর একটু শীত পড়লে কিনবেন। একমাস হল কলকাতায় এসেছি, এখনও সেভাবে বিক্রি করে উঠতে পারিনি।' ৩০ বছর ধরে কলকাতার ভুটিয়া মার্কেটে শীতবস্ত্র নিয়ে নেপাল থেকে আসেন ইয়াসির ভুট্টা।

তিনি বললেন, 'এখন শপিং মলগুলিতে শীতের অফার দেয়। মানুষ আধুনিক জীবনশৈলীতে অভ্যস্ত হয়েছে। এখানে জম্মু ও কাশ্মীর, লুধিয়ানা, ভুটান, হিমাচলপ্রদেশ থেকে শীতবস্ত্র আসে। গত দু'বছর ধরেই দেখছি বেচাকেনা কম হচ্ছে।' তাঁর পাশের দোকানেই বিহার থেকে আসা দিব্য কুমার সবে দোকান সাজাচ্ছেন। জানালেন, 'আমি ২৮ বছর ধরে এখানে আসি। কিন্তু এরকম পরিস্থিতি দেখিনি। ডিসেম্বরের অপেক্ষায় রয়েছি।'

হাতেগোনা ক্রেতা হলেও এখনও অনেকেই শীতবস্ত্রের জন্য এই মার্কেটের ওপরই ভরসা রাখেন। ক্রেতা মহুয়া বসু বললেন, 'অনলাইনে জিনিসের গুণমান অনেক সময় ভালো হয় না। তার চেয়ে দেখেশুনে কেনাই ভালো। এখানে কম দামে অনেক টেকসই জিনিস পাওয়া যায়।'

প্যারোল বৃদ্ধির আর্জি অর্পিতার

কলকাতা, ২৪ নভেম্বর : এখনই জেলে ফিরতে চাইছেন না প্রাক্তন মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ বান্ধবী অর্পিতা মুখোপাধ্যায়। আরও কয়েকদিন বাড়িতে থাকতে চেয়ে আদালতে আবেদন জানাতে চলেছেন তিনি। মায়ের মৃত্যুতে মানসিকভাবে তিনি বিধ্বস্ত। তাই নিম্ন আদালতে ৫ দিনের প্যারোলের আবেদন জানিয়েছিলেন।

দু'দিনের প্যারোলে মুক্তি পেয়ে বৃহস্পতিবার বেলঘরিয়ার বাড়িতে যান তিনি। শনিবার তাঁর সংশোধনাগারে ফেরার কথা ছিল। কারা দপ্তরের অনুমতি নিয়ে আরও ৪৮ ঘণ্টা বাড়িতেই ছিলেন তিনি। সোমবার তাঁর সংশোধনাগারে ফেরার কথা রয়েছে। তবে তিনি মানসিকভাবে ভেঙে পড়ায় আরও কিছুদিন বাড়িতে থাকতে চেয়ে হাইকোর্টে আবেদন জানাতে চলেছেন। আইজি কারার হাতে কোনও অভিযুক্তকে ৫ দিনের প্যারোলে ছুটি দেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে। তাই তিনি সোমবার সংশোধনাগারে ফিরলেও তাঁর হাতে আর একদিন থাকবে। মায়ের পারলৌকিক কাজের জন্য তখন মুক্তি নিতে পারেন তিনি।

নামল তাপমাত্রা

কলকাতা, ২৪ নভেম্বর : ১৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসে নামল কলকাতার তাপমাত্রা। রবিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৭.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। দক্ষিণবঙ্গের অন্যান্য জেলার তাপমাত্রা আরও কমেছে। ঝাড়গ্রামের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা কালিম্পংয়ের তাপমাত্রা (১৩.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস)-এরও কম। ফলে রীতিমতো শীত অনুভূত হচ্ছে দক্ষিণবঙ্গে। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, আগামী একসপ্তাহ দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টিপাতের কোনও সম্ভাবনা নেই।

কল্যাণের মুখ দিয়ে বার্তা বিরোধীদের

জোটের মুখ হোন মমতা

কলকাতা, ২৪ নভেম্বর : প্রথমে হরিয়ানায় হার। তারপর মহারাষ্ট্রেও ভরাডুবি। জম্মু ও কাশ্মীর এবং ঝাড়খণ্ড বিধানসভা ভোটে জিতলেও কংগ্রেস দুটি জায়গাতেই দ্বিতীয় শরিক হিসেবে লড়াই করেছে। এই পরিস্থিতিতে 'ইন্ডিয়া' জোটের কর্তৃত্ব কংগ্রেসের হাতে রাখা নিয়ে জোরালো আপত্তি উঠল তৃণমূলের তরফে। একইসঙ্গে এও বার্তা দেওয়া হয়েছে, লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির বদলে বিজেপি বিরোধী জোটের মুখ হিসেবে এবার পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তুলে ধরার সময় এসে গিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের ৬টি বিধানসভা আসনের উপনির্বাচনে ৬টিতেই বিপুল ভোটে জিতেছে তৃণমূল।

বিজেপির বিরুদ্ধে একা লড়াই করে দলের লাগাতার সাফল্যের কথা জানিয়ে তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'ইগো সরিয়ে রেখে ইন্ডিয়া জোটের মুখ হিসেবে অবিলম্বে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে আসা দরকার।' শ্রীরামপুরের সাংসদের সাফ কথা, 'কংগ্রেস সহ সমস্ত বিরোধী দলকে বলছি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া কেউ নেই। মানুষের আশা, ভরসা, বিশ্বাস সবই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাই ৬-০ ফল হয়েছে। গোটা দেশে কংগ্রেস ও অন্যরা যখন পিছিয়ে পড়েছে, তখন বিরোধী জোটের নেত্রী হিসেবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সামনে আনা উচিত। এখানে ইগোর কোনও জায়গা নেই। ব্যর্থতা স্বীকার করে নিতে হবে। সবাইকে আবেদন করছি, মমতাকে ছাড়া যে কিছু হবে না সেটা মেনে নিন। মমতাকে নিয়েই আগামী দিনে ভারত লড়াই করবে।'

২০২১-এর বিধানসভা, তারপর অষ্টাদশ লোকসভা ভোট সবেতেই একক শক্তিতে লড়াই করে বিজেপির বিজয় রথ রুখে দিয়েছে তৃণমূল। উপনির্বাচনগুলিতেই জোড়াফুলের সাফল্যের বিজয়রথ তরতরিয়ে ছুটেছে। এই অবস্থায় হরিয়ানায় বিজেপির সঙ্গে মুখোমুখি লড়াইয়ে পরাজিত হয়েছে কংগ্রেস। মহারাষ্ট্রে এমভিএ জোটের শরিক হিসেবে লড়লেই উদ্ধব ঠাকরের শিবসেনা (ইউবিটি)-র থেকেও খারাপ ফল করেছে কংগ্রেস। লোকসভা ভোটের আগে রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়েও বিজেপির সঙ্গে একক লড়াইয়ে মুখ থুবড়ে পড়েছিল হাত শিবির। এই অবস্থায় শুধুমাত্র লোকসভায় সংখ্যাধিক্যের কারণে ইন্ডিয়া জোটের রাশ কংগ্রেস ও রাহুল গান্ধির রেখে দিতে নারাজ তৃণমূল। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও কংগ্রেসকে বিঁধতে গিয়ে বারবার অন্য

> ইগো সরিয়ে রেখে ইন্ডিয়া জোটের মুখ হিসেবে অবিলম্বে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে আসা দরকার।
>
> **কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়**
> *তৃণমূল সাংসদ*

বিরোধীদের বোঝা বলে আক্রমণ করেছেন। ইন্ডিয়া জোট গঠনের গোড়া থেকেই কংগ্রেসের আধিপত্য মানতে একপ্রকার অস্বীকার করে এসেছে তৃণমূল। সেই কারণে লোকসভা ভোটের পর ইউবিটি, সপা, আপের মতো দলগুলিকে নিয়ে বিরোধী জোটের মধ্যে পৃথক জিঞ্জার গ্রুপ গঠনে সক্রিয়তা দেখিয়েছিল তৃণমূল। তাছাড়া মমতা নিজেও দাবি করেছেন, জোটের নাম ইন্ডিয়া দিয়েছেন তিনিই। কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এদিনের বার্তা থেকে পরিষ্কার, মমতাকে বিজেপি বিরোধী মুখ হিসেবে তুলে ধরতে এবার তাঁরা বদ্ধপরিকর।

কল্যাণের বক্তব্যের বিরোধিতা করে কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ বলেন, 'তৃণমূল তো হরিয়ানা, মহারাষ্ট্র, ঝাড়খণ্ডে লড়েনি। তাহলে এই কথা উঠছে কেন?' প্রদেশ কংগ্রেসের মুখপাত্র সৌম্য আইচ রায় বলেন, 'কল্যাণবাবু আগে নিজের দল সামলান। তারপর অন্যদের কথা বলবেন। একটি উপনির্বাচন জিতে ওঁরা মনে করছেন, সব দখল করে নেবেন। জ্ঞানের বাণী আগে নিজের দলকে বোঝান। কারা যে কালীঘাট, আর কারা ক্যামাক স্ট্রিট সেটা আগে বোঝান।' অপরদিকে সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তী বলেন, 'কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায় কেউ গুরুত্ব দেয় না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ইন্ডিয়া জোটের মুখ করলে আদতে বিজেপিরই লাভ। তাতে উভয়েরই সুবিধা হবে।'

ঘাটালে শিশুমেলা কমিটি নিয়ে গণ্ডগোল

দেবের সামনেই তৃণমূলের গোষ্ঠী সংঘর্ষ

কলকাতা, ২৪ নভেম্বর : ঘাটাল শিশুমেলার রাশ কার হাতে থাকবে, এই নিয়ে রবিবার তুলকালাম কাণ্ড ঘটে যায়। ঘাটালের সাংসদ দেব (দীপক অধিকারী)-এর সামনেই ওই সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষে জখম হন ১৫ জন। পরিস্থিতি সামলাতে আসে পুলিশ। গোটা বিষয়টি দলীয় নেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে জানিয়েছেন তিনি।

প্রতিবছরই ঘটা করে শিশুমেলা হয় ঘাটালে। এবার ৩৭তম বর্ষ। গত মেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক ছিলেন ঘাটালের প্রাক্তন বিধায়ক শংকর দলুই। ২০ নভেম্বর এবছরের মেলা কমিটি তৈরির জন্য বৈঠক ডেকেছিলেন তিনি। সেই বৈঠকে ডাকা হয়নি দেবকে। দেবের অনুপস্থিতিতেই তৈরি হয় এবছরের কমিটি। সেই কমিটির সাধারণ সম্পাদক হন শংকর। এদিকে দেবের অনুগামীরা চাইছেন মেলার রাশ থাকুক দেবের হাতে। দেবও এবিষয়টি ভালোভাবে নেননি।

নতুন কমিটি গঠন নিয়ে স্বভাবতই দেবের অনুগামীদের সঙ্গে শংকরের অনুগামীদের মধ্যে চাপানউতোর শুরু হয়। পরিস্থিতি সামলাতে এদিন সকালেই কোলাঘাটে দেব, শংকর ও তাঁদের অনুগামীদের নিয়ে বৈঠক ডাকেন তৃণমূলের ঘাটাল সাংগঠনিক জেলা সভাপতি আশিস হুতাইত। বৈঠকে নতুন কমিটি নিয়ে দেব ও শংকরের মধ্যে খোলামেলা কথা হয়। এরপর দুজনে একসঙ্গে ঘাটালের অরবিন্দ স্টেডিয়ামে মেলা কমিটি গঠন নিয়ে প্রস্তুতি বৈঠকে যোগ দেন। খানিক পরেই দু'পক্ষের অনুগামীদের মধ্যে বাদানুবাদ শুরু হয়। মুহূর্তে তা সংঘর্ষে গড়ায়। দু'পক্ষের লোকজনই মারপিট শুরু করেন। দেবের সামনেই চলতে থাকে বচসা, মারপিট। অনেক চেষ্টা করেও ঝামেলা নিয়ন্ত্রণে না এলে ডাকা হয় পুলিশ। পুলিশ এসে দেবকে নিরাপদে বের করে নিয়ে যায়। সংঘর্ষে দু'পক্ষের অন্তত ১৫ জন জখম হন।

> আমি মর্মাহত। এটা আমি চাইনি। ঝামেলা মেটানোর জন্য এসেছিলাম। ঘাটালের এই শিশুমেলার একটা ঐতিহ্য আছে। এখানকার মানুষ খুব ভালো। কথা দিচ্ছি এধরনের ঘটনা আর ঘটবে না।
>
> **দেব**

এভাবে শিশুমেলা কমিটি গঠন নিয়ে এত বড় কাণ্ড ঘটে যাবে তা ভাবতে পারেননি দেব। তিনি বলেন, 'আমি মর্মাহত। এটা আমি চাইনি। ঝামেলা মেটানোর জন্য এসেছিলাম। ঘাটালের এই শিশুমেলার একটা ঐতিহ্য আছে। এখানকার মানুষ খুব ভালো। কথা দিচ্ছি এধরনের ঘটনা আর ঘটবে না।' তাঁকে না জানিয়েই মেলা কমিটি গঠন সম্পর্কে দেব বলেন, 'যখন জানতে পারি একতরফা কমিটি গঠন করা হয়েছে, তখনই নতুন করে বৈঠক করার জন্য শংকরকে ডাকা হয়। ওর যাতে সম্মানহানি না হয়, সেইরকম কমিটি গঠন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল।'

শংকরের বক্তব্য, 'পরিকল্পিতভাবে এই ঘটনা ঘটানো হয়েছে।' ঘাটালের বর্তমান বিজেপি বিধায়ক শীতল কপাট তীব্র কটাক্ষ করে বলেন, 'এই মেলা তৃণমূল বা কোনও দলের মেলা নয়। এই মেলা ঘাটালবাসীর কাছে আবেগের। তৃণমূলকে মেলা নিয়ে রাজনীতি ও ব্যবসা করার অধিকার কে দিয়েছে?'

শৌচালয় থেকে উদ্ধার শিশুর দেহ

কলকাতা, ২৪ নভেম্বর : বাড়ির শৌচালয় থেকে চার বছরের এক শিশুর দেহ উদ্ধার ঘিরে রবিবার সকালে উত্তেজনা ছড়ায় হুগলির গুপ্তিপাড়ায়। মৃত ওই শিশুর নাম স্বর্ণাভ সাহা। শনিবার সকাল থেকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না শিশুটিকে। পুলিশ জানিয়েছে, নিখোঁজ হওয়ার আগে সে তার মা-বাবাকে বলেছিল ঠাকুমার ঘরে খেলতে যাচ্ছি। কিছুক্ষণ পর তার দেখা না মেলায় চারিদিকে খোঁজখবর শুরু করেন মা-বাবা। বাবা যাদব সাহা গাড়ি চালান। তিনি বলাগড় থানায় নিখোঁজের ডায়েরি করেন। ঘটনাস্থলে আসে বলাগড় থানার পুলিশ। শুরু হয় তদন্ত। গ্রেপ্তার করা হয় ঠাকুরদা, ঠাকুমা ও জেঠিমাকে।

এভাবে বাড়ি থেকে এক শিশুর নিখোঁজ হওয়ার ঘটনায় শোরগোল পড়ে যায়। গ্রামবাসীদের দাবি মেনে শিশুটির বাড়িতে গিয়ে তদন্ত শুরু করেন হুগলির গ্রামীণ পুলিশের অতিরিক্ত সুপার কল্যাণ সরকার, ডিএসপি (ক্রাইম) অভিজিৎ সিং মহাপাত্র প্রমুখ। শিশুটির সন্ধানে সমাজমাধ্যমে ছবি দিয়ে প্রচার শুরু হয়। হাজার হাজার মানুষ সেই ছবি শেয়ারও করেন। এছাড়াও স্নিফার ডগ ও ড্রোন উড়িয়ে তদন্ত শুরু হয়। কিন্তু কোথাও খোঁজ মেলেনি শিশুটির। শেষে রবিবার সকালে বাড়ির শৌচালয় থেকেই উদ্ধার হয় তার দেহ। সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসকরা সেখানে তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

ঘরের শৌচালয় থেকেই শিশুটির দেহ উদ্ধার নিয়ে উঠছে নানা প্রশ্ন। বিশেষ করে প্রশ্ন ওঠে, সকাল থেকে কেউ কি শৌচালয় যাননি? কীভাবে দেহ শৌচাগারে পড়ে থাকা সত্ত্বেও কারও নজরে পড়ল না? পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শিশুটির মা-বাবার সঙ্গে তার ঠাকুমা-ঠাকুরদা ও জেঠিমার সম্পর্ক ভালো ছিল না। শিশুটির মা-বাবার অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তিনজনকে আটক করেছে। এক্ষেত্রে পারিবারিক বিবাদের জেরে খুনের ঘটনা কি না তা নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন। স্থানীয় মানুষের দাবি, ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টে মামলাটির বিচার হোক।

বিশেষ দিনে পদযাত্রায় খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীরা। রবিবার কলকাতায়। ছবি : আবির চৌধুরী

জোট কর্মীদের মন বুঝবেন শুভঙ্কর

রিমি শীল

কলকাতা, ২৪ নভেম্বর : রাজ্যের ৬টি বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচন মিটেছে। পৃথক যাত্রাতেও সুবিধা হয়নি প্রদেশ কংগ্রেসের। এবার জেলায় জেলায় কর্মীদের মন বুঝতে রাজ্য সফরে বেরোচ্ছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার। মঙ্গলবার কংগ্রেসের একটি কর্মসূচি রয়েছে। তারপরই জেলাভিত্তিক সফরের সময়সূচি ঠিক করা হবে। প্রতিটি জেলার কর্মী-সমর্থক থেকে ব্লক নেতৃত্বের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের মনোভাব বুঝতে চাইছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি। ৬টি আসনে জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছে কংগ্রেস প্রার্থীদের। এই পরিস্থিতিতে দলের কর্মী-সমর্থকদের মনোবল যাতে নষ্ট না হয়, সেদিকে নজর রেখে আগামীর পদক্ষেপ নিয়ে তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করবেন শুভঙ্কর।

দায়িত্ব নেওয়ার পর একাকী লড়াইয়ের পক্ষেই ছিলেন প্রদেশ সভাপতি। জেলা নেতৃত্বের একাংশও কংগ্রেসের প্রতীকে লড়াইয়ের সওয়াল করেন। ২০২৬-এর আগে একক শক্তিতে লড়াই করে ৬টি কেন্দ্রেই জামানত ধরে রাখতে পারেনি তারা। ৫টি আসনেই তারা চতুর্থ স্থানে রয়েছে। তাদের প্রাপ্ত ভোট ২.৪৭ শতাংশ। কিন্তু লোকসভা নির্বাচনে বাম-কংগ্রেসের প্রাপ্ত ভোট ছিল ১১.০৩ শতাংশ। ফলে কর্মী-সমর্থকদের উজ্জীবিত করতে এবং পরবর্তী গতিবিধি নিয়ে এখন থেকেই আলোচনা শুরু করতে চাইছেন শুভঙ্কর। তবে ফলাফল ঘোষণার পরই দলের একাংশ বামেদের সঙ্গে সমঝোতার পক্ষে সওয়াল করেছে। বামেদের সঙ্গে সমঝোতা হলে এভাবে কোনও আসনে এতটা খারাপ ফল হত না, বরং কংগ্রেসের পতাকা সর্বত্র পৌঁছে দিতে গিয়ে সার্বিকভাবে ভোট শতাংশ কমে গিয়েছে বলে বক্তব্য তাঁদের।

আবার জোট-বিরোধী নেতাদের একাংশের বক্তব্য, বামফ্রন্টের হাত ধরলেও কি জামানত জব্দ হওয়া রোখা যেত? অতীতে সেই উদাহরণ তো নেই। আবার সমঝোতা হলে দুই দলের নীচুতলার কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে সংশয় তৈরি হয়। এই পরিস্থিতিতে দলের কর্মীদের মত শুনতে জেলায় জেলায় যাবেন শুভঙ্কর।

৮০ জনকে সিনিয়ার গাউন

কলকাতা, ২৪ নভেম্বর : প্রায় একদশক পর ৮০ জন আইনজীবীকে সিনিয়ার গাউন দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। সম্প্রতি সমস্ত বিচারপতির ফুল বেঞ্চের বৈঠক হয়। সেখানেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। আদালত সূত্রে খবর, ২০১৫ সালের পরে এতজন আইনজীবীকে একসঙ্গে সিনিয়ার গাউন দেওয়া হয়নি। ৯ বছর পর ৮০ জন আইনজীবীকে একসঙ্গে সিনিয়ারের স্বীকৃতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে আইনজীবীদের আবেদনের ভিত্তিতেও এই স্বীকৃতি নিয়ে সিদ্ধান্ত হয়। তবে ইতিমধ্যেই যাঁদের সিনিয়ার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য বিবেচনা করা হয়েছে, তাঁদের মধ্যে অনেক আইনজীবীকে নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

সোমবার, ৯ অগ্রহায়ণ ১৪৩১, ২৫ নভেম্বর ২০২৪
উত্তরবঙ্গ সংবাদ
■ ৪৫ বর্ষ ■ ১৮৬ সংখ্যা

চর্চায় মহারাষ্ট্রের নেতৃত্ব

নির্বাচন ছিল দুই বিধানসভার। ঝাড়খণ্ড এবং মহারাষ্ট্র। আপাতদৃষ্টিতে ফলাফলও ১-১। কিন্তু মর্যাদার লড়াইয়ে জয়ী মহায্যুতি জোটই। বিজেপি, শিবসেনা (শিন্ডে) ও এনসিপি (অজিত) জোট ২৮৮ আসনের মহারাষ্ট্র জিতল বিরাট ব্যবধানে। কংগ্রেস, শিবসেনা (ইউবিটি), এনসিপি'র (শারদ পাওয়ার) মহা বিকাশ আঘাড়ি (এমভিএ) যেখানে জিতেছে ৪৮টি আসন, সেখানে মহায্যুতির আসন সংখ্যা ২৩০, অন্যরা ১০।

ছ'মাস আগে লোকসভা ভোটে মহারাষ্ট্রের ৪৮ আসনের মধ্যে মহায্যুতি পেয়েছিল ১৭টি। ২০১৯ সালে বিজেপির সঙ্গ ছেড়ে কংগ্রেস-এনসিপি'র হাত ধরেছিল উদ্ধব ঠাকরের শিবসেনা। মুখ্যমন্ত্রীও হয়েছিলেন উদ্ধব। একক বৃহত্তম দল হয়েও বিধানসভায় বিরোধী আসনে বসতে হয়েছিল দেবেন্দ্র ফড়নবিশের নেতৃত্বাধীন বিজেপিকে। পাঁচ বছর আগের সেই ঘটনার যেন মধুর প্রতিশোধ নিলেন ফড়নবিশ।

আসন বণ্টন নিয়ে কংগ্রেস এবং শিবসেনার (ইউবিটি) লড়াই ডুবিয়ে দিল এমভিএ-কে। ৫০ আসনও জোটেনি তাদের। সরকার গঠন করলেও গত লোকসভা নির্বাচনের ফলে চরম অপদস্থ হতে হয়েছিল বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ-কে। প্রচারে নরেন্দ্র মোদির স্লোগান ছিল 'ইসবার চারশো পার।' অধিকাংশ বুথফেরত সমীক্ষা মোদিজির স্বপ্নপূরণের ইঙ্গিত দিয়েছিল। কিন্তু ফলে দেখা গেল, চারশো দূরস্থান, শেষমেশ এনডিএ'র বাইরের দল জেডিইউ ও টিডিপি'র সমর্থন নিয়ে সরকার গড়তে হল মোদিকে।

হরিয়ানার পর মহারাষ্ট্র বিধানসভার ফল তাই মুখরক্ষা করল মোদির। ৮১ আসনের ঝাড়খণ্ড অবশ্য থাকল ইন্ডিয়া'র দখলেই। ঝাড়খণ্ডে কোনও জোট কখনও পরপর দু'বার ক্ষমতায় আসেনি। এবার সেই প্রথা ভেঙে গেল। হেমন্ত সোরেনের নেতৃত্বে জেএমএম, কংগ্রেস, আরজেডি, সিপিআই (এমএল) লিবারেশনের জোট ৫৬ কেন্দ্রে জয়ী হয়ে ফের ক্ষমতায় এল। সেখানে এনডিএ'র ঝুলিতে মাত্র ২৩টি আসন।

ঝাড়খণ্ডে হেমন্তই যে আবার মুখ্যমন্ত্রী হবেন, তা সকলের জানা। প্রশ্ন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রিত্ব নিয়ে। নাগপুরের সামান্য কর্পোরেটর থেকে সর্বকনিষ্ঠ মেয়র, দু'বারের মুখ্যমন্ত্রী (একবার অল্পদিনের) ফড়নবিশ এবারেও মুখ্যমন্ত্রিত্বের বড় দাবিদার। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা- দুজনেরই খুব কাছের ও পছন্দের মানুষ ফড়নবিশ। আরএসএসেরও আস্থাভাজন। তাছাড়া গতবার শুধু দলের স্বার্থে উপমুখ্যমন্ত্রী পদ গ্রহণ করে ফড়নবিশ যে ত্যাগ স্বীকার করেছেন, এবার বিজেপি শীর্ষ নেতৃত্ব তাঁকে সেই প্রাপ্য সম্মান ফেরাবে বলে অনুমান।

একান্ত মুখ্যমন্ত্রী পদ দেওয়া না গেলে দিল্লিতে দলের কোনও গুরুদায়িত্বে যেতে পারেন তিনি। শিবসেনা (শিন্ডে) অবশ্য মনে করছে, একনাথ শিন্ডেরই আবার মুখ্যমন্ত্রিত্ব পাওয়া উচিত। কেননা, গত লোকসভা ভোটে মহারাষ্ট্রে এনডিএ'র ভরাডুবির পর গত ছয় মাস তিনি দক্ষতার সঙ্গে রাজ্য চালিয়েছেন বলেই এই সাফল্য এসেছে। কথাটা কিছুটা হলেও সত্যি।

বাংলার লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের অনুকরণে 'মুখ্যমন্ত্রী লাডলি বহিন যোজনা' (মহিলাদের মাসে ১৫০০ টাকা ভাতা), কৃষক সম্মান নিধি যোজনা (বছরে ১২০০০ টাকা) প্রভৃতি সামাজিক প্রকল্প মহারাষ্ট্রে জনপ্রিয় হওয়ার পিছনে শিন্ডের ভূমিকা অনস্বীকার্য। বিজেপি এই দুটি প্রকল্পেই ভাতা বাড়ানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছে নির্বাচনি প্রচারে। ফলে সর্বত্র বিপুল সমর্থন পেয়েছে মহায্যুতি। শহুরে উচ্চবিত্ত, উচ্চমধ্যবিত্ত, মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত এবং সর্বোপরি মহিলাদের ঢালাও ভোট পড়েছে ফড়নবিশ-শিন্ডে-অজিতদের পক্ষে।

'ইন্ডিয়া' জোটের কোনও সর্বাধিনায়ক নেই। সকলেই নেতা, নিজেদের মধ্যে খেয়োখেয়ি প্রবল। মহারাষ্ট্রে প্রচারে যাননি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সহ বিভিন্ন রাজ্যের বিভিন্ন শরিক দলের বহু বিশিষ্ট নেতা। এনডিএ'র চিত্র সম্পূর্ণ উলটো। নিজেদের রেষারেষি সরিয়ে রেখে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল পুরো জোট। তাতেই বাজিমাত। দেশের বাণিজ্যিক রাজধানী যে রাজ্যে, তার শাসনভার ফড়নবিশ না শিন্ডে, কার হাতে যায়, এখন সেটাই দেখার।

অমৃতধারা

বোধ থেকে মহাবোধে, সমাধি থেকে গভীর সমাধিতে, জ্ঞান থেকে বিজ্ঞানেই আমাদের যাত্রা শেষ হবে। জীবনটাই যেন হয়ে ওঠে এক পবিত্র মহাপীঠ, যে জীবনের স্পর্শে হাজার-হাজার আগামী জীবন প্রাণলাভ করবে। কোনও কিছুই ফেলনা নয়। ফেলাও যায় না। যা কিছুই ঘটুক, জানবে তার সঙ্গেই তিনি। ঘটনা বাদ দিলে-তিনিই থাকেন। আত্মচিন্তা ছাড়বে না। ওর মধ্যেই আত্মা আছে। গুরুকে যে ভগবান বলে বুঝতে পারে, তার জ্ঞান হবেই। গুরু স্বয়ং ভগবান। তিনি সবার গুরু। গুরুকে সসম্মানে রাখা কিন্তু শিষ্যের দায়িত্ব। জীব কে? চিন্তার ওঠানামাই জীবের জীবত্ব। চাই এর হাত থেকে পরিত্রাণ। চিন্তার সাহায্য নিয়ে চিন্তার ওপারে যাওয়া সম্ভব। চেষ্টা করলেই সম্ভব। তোমার চেষ্টাই গুরুকৃপা। -ভগবান

বাংলায় বিজেপি-বাম আজও ছন্নছাড়া

অমিত শা রাজ্য বিজেপি নেতাদের বলে দিয়েছিলেন, আরজি করের প্রভাব উপনির্বাচনে পড়বে না। সেই অনুমান সত্যি হল।

প্রবীর ঘোষাল

বাংলার ছ'টি বিধানসভা কেন্দ্রের ফল যে জোড়াফুলের পক্ষে যেতে পারে সেটা ভোটের আগেই অনুমান করেছিলেন কেন্দ্রীয় সরকারে পদমর্যাদায় দু'নম্বর মন্ত্রী অমিত শা। দিল্লিতে বঙ্গ বিজেপির এক বিশিষ্ট নেতাকে ভোটের দিন চারেক আগে নিজের অনুমানের কথা জানিয়েছিলেন দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। এমনকি সেই আলোচনায় অমিত নাকি এটাও বলেছিলেন, আরজি কর কাণ্ডের কোনও প্রভাব এই উপনির্বাচনে পড়বে না। স্বভাবতই দলের শীর্ষকর্তার মুখে এসব কথা শুনে বেশ কিছুটা মুষড়ে পড়েন পদ্ম শিবিরের রাজ্য নেতা।

ভোটের ঠিক পর দিল্লিতে বিজেপির বাংলার নেতারা রিপোর্ট পাঠিয়েছিলেন, তিনটি বিধানসভা কেন্দ্রে তারা জোরদার লড়াই করেছেন। সেই কেন্দ্র তিনটি হল মাদারিহাট, মেদিনীপুর এবং তালডাংরা। তার মধ্যে একটি বা দুটি আসন বিজেপি জিতেও যেতে পারে। আসলে প্রধান বিরোধী দল হলেও, এ রাজ্যের গেরুয়া শিবিরের কর্তাব্যক্তিরা বরাবরই দিবাস্বপ্ন দেখতে ভালোবাসেন। সেটা সদ্য সমাপ্ত ছ'টি বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে আবার প্রমাণিত। জোড়াফুলের জবরদস্ত ঝড়ে কেবল বিজেপি নয়, উড়ে গিয়েছে বাংলার রাজনীতিতে বিরোধী বলে পরিচিত সকল দলই।

অবশ্য এরকম যে ঘটবে তা নিয়ে রাজনৈতিক মহলের খুব একটা সন্দেহ ছিল বলে মনে হয় না।

আরজি কর কাণ্ড নিয়ে 'রাত দখলের' লড়াই দেখার পর অবশ্য অতিবাম কিছু মানুষের মনে হয়েছিল, এবার একটা হেস্তনেস্ত হবে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হবে। তৃণমূল কংগ্রেস সহজে উপনির্বাচনে সব আসনে জিততে পারবে না। কিন্তু আরজি কর কাণ্ডের আগে এ রাজ্যে চারটি বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে মমতারা যদি বাউন্ডারি মেরে থাকেন, এবার সজোরে ব্যাট চালিয়ে একেবারে ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে দিয়েছেন। বিরোধীরা যথারীতি বলতে শুরু করেছে, জনমতের সঠিক প্রতিফলন ইভিএম মেশিনে পড়েনি। ব্যাপক কারচুপি এবং সন্ত্রাস চালিয়ে শাসকদল ভোট লুট করে নিয়েছে।

কোনও সন্দেহ নেই, বাম জমানা থেকেই বাংলার ভোটে কেচ্ছা-কেলেঙ্কারির শেষ নেই। সেই ট্র্যাডিশন একই রকম আছে, সেটা বলা যাবে না। এই ছ'টি বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচনের পর বিরোধীরা কি নির্দিষ্টভাবে কারচুপি-জালিয়াতির অভিযোগ নির্বাচন কমিশনে দাখিল করতে পেরেছিল? না, পারেনি। কারণ, শাসকদলের মোকাবিলা করার মতো সাংগঠনিক শক্তি বিজেপি, কংগ্রেস, সিপিএম কেউই এখনও অর্জনই করতে পারেনি। ভোটের দিনই সেটা বোঝা গিয়েছে।

সিপিএমের প্রয়াত নেতা লক্ষ্মী সেনের একটা কথা খুব মনে পড়ে। পার্টির কলকাতা জেলা কমিটির সম্পাদক এবং রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ছিলেন তিনি। সেই লক্ষ্মীবাবু নয়ের দশকে বৌবাজারে সাট্টা ডন রশিদ খানের ডেরায় বোমা বিস্ফোরণের পর আলিমুদ্দিন স্ট্রিটের বিষনজরে পড়েছিলেন। পার্টিতে তখন কোণঠাসা অবস্থা তাঁর। একদিন ক্ষোভের সঙ্গে একান্ত আলাপচারিতায় লক্ষ্মীবাবু বলেছিলেন, 'সিপিএম চিরকাল ক্ষমতায় থাকতে পারবে না। ক্ষমতা থেকে চলে গেলে এদের কী অবস্থা হবে দেখবেন। কঙ্কাল পড়ে গেলে, নিজের শক্তিতে উঠে দাঁড়াতে পারে না। এদেরও সেই হাল হবে।'

লক্ষ্মীবাবু জীবিত থাকলে দেখতে পেতেন, তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে মিলে যাচ্ছে। ২০১১ সালে ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর থেকে সিপিএম তথা বামেদের রক্তক্ষরণ বন্ধ হচ্ছে না। বিধানসভায় তারা এখন শূন্য। রক্তহীনতায় তারা কতটা ভুগছে, তার টাটকা উদাহরণ নৈহাটি বিধানসভা কেন্দ্রে দেখতে পাওয়া গিয়েছে। এই কেন্দ্রে উপনির্বাচনে সিপিএম এবার প্রার্থী খুঁজে পায়নি। সিপিআই (এমএল) লিবারেশনকে আসনটি ছেড়ে দিয়েছিল তারা। অথচ, একসময় নৈহাটি ছিল লালদুর্গ।

কোনও সন্দেহ নেই, বাম জমানা থেকেই বাংলার ভোটে কেচ্ছা-কেলেঙ্কারির শেষ নেই। সেই ট্র্যাডিশন একই রকম আছে, সেটা বলা যাবে না। এই ছ'টি বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচনের পর বিরোধীরা কি নির্দিষ্টভাবে কারচুপি-জালিয়াতির অভিযোগ নির্বাচন কমিশনে দাখিল করতে পেরেছিল? না, পারেনি। কারণ, শাসকদলের মোকাবিলা করার মতো সাংগঠনিক শক্তি বিজেপি, কংগ্রেস, সিপিএম কেউই এখনও অর্জনই করতে পারেনি। ভোটের দিনই সেটা বোঝা গিয়েছে।

অবশ্য ভোটের ফল বুঝিয়ে দিয়েছে, তৃণমূল কংগ্রেস। মনোজ টিগ্গা বিজেপির টিকিটে ২০২১ সালে ২৯ হাজারেরও বেশি ভোটে জিতেছিলেন। তিনি বিগত লোকসভার আসনে দাঁড়িয়েও অনেক ভোটে এগিয়েছিলেন। এবার পুরোপুরি উলটে গেল ফল। মেদিনীপুর বিধানসভা আসনেও কিছুটা হলেও বিগত লোকসভার ভোটে হোঁচট খেয়েছিল জোড়াফুল। মেদিনীপুর শহরে হেরে গিয়েছিল তারা। এবার ভোটে মার্জিন তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে বিপুলভাবে বেড়ে গিয়েছে। হাড়োয়া বিধানসভা কেন্দ্রের কথা অবশ্য ভোটের আগে থেকেই বিরোধীদের হিসাবের বাইরে।

তাহলে আরজি কর কাণ্ড নিয়ে এই যে দেশ-বিদেশে আলোড়ন, ১৪ অগাস্ট রাত দখলের মিছিল, সবই কি বৃথা গেল? কিন্তু কেন? বামফ্রন্ট শরিকদলের এক কর্তা বলছিলেন, মমতার সঙ্গে বিরোধীদের পার্থক্যটা হল বাস্তব নিয়ে। মুখ্যমন্ত্রী বাস্তবের মাটিতে দাঁড়িয়ে, মানুষের মন জয় করার নানা কৌশল এবং প্রকল্প নিয়ে ব্যস্ত। আর আমরা মত্ত রাজনীতি নিয়ে। আরজি কর কাণ্ডে আমরা শহরের মানুষের মনে অবশ্যই দাগ কাটতে পেরেছি। কিন্তু আসল ভোটব্যাংক তো গ্রামে। গ্রামাঞ্চলের মানুষ, বিশেষ করে মহিলারা মমতার নানা প্রকল্পের সুবিধা ভোগে বুঁদ হয়ে আছেন।

এই প্রসঙ্গে রাজ্যের রাজনৈতিক মহলে মহারাষ্ট্র এবং ঝাড়খণ্ড রাজ্যে শাসক জোটের সাফল্যের কথাও উল্লেখ করছে। অনেকেই বলছে, ওই দুই রাজ্যেও সরকার একাধিক প্রকল্পের মাধ্যমে নগদ অর্থ মানুষের হাতে পৌঁছে দিচ্ছে। তাতেই কেল্লা ফতে হয়ে যাচ্ছে। মমতার বিরোধীরা অতীতে এই ধরনের ভাতা দেওয়ার বিরোধিতা করেছিলেন। এখন ওই পথেই হাঁটছে তারা। বাংলার লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের ধাঁচে মহারাষ্ট্রের এনডিএ সরকার মেয়েদের জন্য চালু করেন 'লড়কি বহিন যোজনা'। এমন রাজনীতিই দেখা যাচ্ছে, দেশের রাজনীতির বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ।

(লেখক সাংবাদিক, প্রাক্তন বিধায়ক)

আজ

১৯২৫

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন কার্টুনিস্ট নারায়ণ দেবনাথ।

২০২০

ফুটবলের রাজপুত্র দিয়েগো মারাদোনা প্রয়াত হন আজকের দিনে।

আলোচিত

আমার হাঁটাচলার ধরন দেখে মনে হয় আমি বদমেজাজি, অহংকার আছে। আসলে নেই। কিন্তু ধরনটা তো বদলাতে পারব না। আপনার থেকেও জোরে কথা বলতে পারি। কিন্তু বলি না। এটা আমার চয়েস।

- সলমন খান

ভাইরাল/১

মন্ত্রিয়লে তুমুল বিক্ষোভ চলছে। এদিকে, কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো টরন্টোতে পপ গায়িকা টেলর সুইফটের কনসার্টে হাজির। গায়িকা মঞ্চে ওঠার আগে 'ইউ ডোন্ট ওন মি' গাইতে গাইতে নাচছেন তিনি। ভিডিওটি যথারীতি ভাইরাল।

ভাইরাল/২

আম্রপালি এক্সপ্রেসের জেনারেল কামরায় সপরিবার উঠেছিলেন ৭০ বছরের বৃদ্ধা। চলন্ত ট্রেনে হৃদরোগে আক্রান্ত হন তিনি। টিকিট পরীক্ষক সিপিআর দিয়ে তাঁর প্রাণ বাঁচান। রেলমন্ত্রক থেকে ভিডিওটি পোস্ট করা হয়েছে।

জনমন জনমত

কোচবিহার রাসমেলার জন্য চাই দিকনির্দেশিকা ও লাইভ টেলিকাস্ট

বিনা পয়সায় দেখার সুযোগ কেউই হাতছাড়া করতে চান না। আমাদের মতো সাধারণ মানুষ রাসমেলার জন্য সারাবছর অপেক্ষা করে থাকেন।

কিন্তু যে বিষয়টা লক্ষণীয় তা হল, মেলার চারদিকে কোনও ম্যাপ বা দিকনির্দেশিকা নেই। নেই বড় কোনও লাইভ টেলিকাস্টের ব্যবস্থা। নির্দেশিকা দেওয়া থাকলে বাইরের মানুষ মদনমোহনবাড়িতে সরাসরি যেতে পারবেন। এমন অনেক দর্শনার্থী আসেন, যাঁরা মেলার মাঠে ঘুরতেই থাকেন, কিন্তু মদনমোহন মন্দিরে পৌঁছাতে পারেন না। এত পুরোনো ঐতিহ্যশালী একটা মেলার কোনও লাইভ টেলিকাস্টের ব্যবস্থা নেই। স্থানীয় কিছু খবরের চ্যানেল অবশ্য চেষ্টা করছে মেলার বিভিন্ন দিক তুলে ধরার, কিন্তু তাদের সেই চেষ্টা কত মানুষের কাছে পৌঁছাতে পারে আমার জানা নেই।

আমাদের উত্তরবঙ্গের নিজস্ব কোনও বড় ব্রডকাস্টিং চ্যানেল আজও নেই। তবু এই ঐতিহ্যবাহী মেলাকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরার জন্য স্থানীয় বিভিন্ন কেবল চ্যানেলকে আমি কোচবিহারবাসীর হয়ে কুর্নিশ জানাই। সেইসঙ্গে প্রতিদিন রাসমেলা বিষয়ক খবর প্রচারের জন্য উত্তরবঙ্গ সংবাদকে কুর্নিশ জানাই।

উত্তরবঙ্গ তথা কোচবিহারের প্রাণের ঠাকুর মদনমোহনের রাসযাত্রা এবারে ২১২ বছরে পড়েছে। রাসযাত্রা উপলক্ষ্যে ১৫ দিনব্যাপী মদনমোহন মন্দির প্রাঙ্গণে ও মেলার মাঠে বিশাল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়ে থাকে। এছাড়া কোচবিহারের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের দ্বারা পরিচালিত যাত্রা হয় এই মঞ্চে।

আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন বাড়িতে বাড়িতে টিভি ছিল না। মোবাইল তো দূরের কথা। তাই রিক্রিয়েশন বলতে মেলা তো ছিলই, সেইসঙ্গে মদনমোহন মন্দিরের বিভিন্ন অনুষ্ঠান দারুণ আকর্ষণীয় ছিল। এখন মেলার মাঠে কলকাতা-মুম্বই-অসম সহ প্রায় সারা ভারতের নামীদামি শিল্পীর সমন্বয়ে ১৫ দিনব্যাপী বিশাল অনুষ্ঠান হয়। এই অনুষ্ঠানে কোচবিহারবাসী তো বটেই, আশপাশের রাজ্য ও জেলার মানুষজনও আসেন। এত বড় বড় নামীদামি শিল্পীর অনুষ্ঠান

অঞ্জনা ভট্টাচার্য
কোচবিহার, নিউ কদমতলা।

গৌড়বঙ্গের মূর্তি সব যায় কোথায়

মালদা, দুই দিনাজপুরে পাল ও সেনযুগের মূর্তি পাওয়া যায়। তারপর অধিকাংশ উধাও হয়ে যায়। জেলা মিউজিয়ামে মেলে না।

ঋষি ঘোষ

মালদা মিউজিয়ামের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এক প্রভাবশালী গবেষকের পুরোনো বাড়ি বিক্রি হল শহরের প্রায় কেন্দ্রস্থলে। কাঠামো বদলাতে গিয়ে দেখা গেল পাল ও সেন যুগের প্রচুর মূর্তি থেকে শুরু করে নানা রকম ছোটখাটো সামগ্রী ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে সেখানে। যে মিস্ত্রিরা সারানোর কাজ করছিলেন, মূলত তাঁদের তৎপরতাতেই কিছু জিনিস বাঁচানো সম্ভব হয়। উৎসাহী জনগণের ভিড়ে কিছু মূর্তি কোথায় যে 'উধাও' হয়ে গেল, তার আর হদিস পাওয়া যায় না।

জেলা আদালতের একেবারে ঢিল ছোড়া দূরত্বে নতুন ভবন তৈরির কাজ করতে গিয়ে মাটির বহু গভীর থেকে উদ্ধার হয়েছিল একটি ভোটিভ স্তূপ-এর ভগ্নাংশ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং এশিয়াটিক সোসাইটির গবেষকরা সে খবর জানতে পেরে উৎসাহী হয়ে জানিয়েছিলেন, বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের চুল, দাঁত বা নখ সমন্বিত এই ভোটিভ স্তূপ একই অঞ্চলে একাধিক সংখ্যায় থাকার সম্ভাবনা প্রবল। আরও খনন করলে তা পাওয়া যেতে পারে। ঠিকাদার সংস্থার কর্মীরা স্তূপটি উপড়ে সেখানে নতুন কাঠামো তুলে দিয়ে এককথায় সব সমস্যার সমাধান করে দিয়েছেন।

নানা সময়ে গৌড়বঙ্গ থেকে উদ্ধার হয় অনেক কিছু। মূল সমস্যা উদ্ধারের পরের অংশটি নিয়ে। উদ্ধার হওয়া সামগ্রী কোথায় রাখা হবে তা নিয়ে চাপানউতোরের ঠেলায় গবেষক এবং উৎসাহীদের প্রাণ ওষ্ঠাগত। মালদা নিয়ে প্রথম শ্রেণির গবেষণা যেমন সবটাই মালদার বাইরে হয়, তেমনই মালদা জেলা থেকে পাওয়া সামগ্রী মালদা জেলা মিউজিয়ামের থেকেও বেশি বিষয় অনুসারে গোছানো আছে বেহালার স্টেট আর্কিওলজিক্যাল মিউজিয়ামে।

অনেক চিঠিচাপাটির পর আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার অফিস খোলা হয়েছে রায়গঞ্জে- যার অধীনে মুর্শিদাবাদ থেকে কোচবিহারের বিস্তীর্ণ অংশ। অত্যন্ত অগোছালো মালদা জেলা মিউজিয়ামে কিউরেটর নেই প্রায় এক দশক। সামান্য কয়েকজন কর্মী এই মিউজিয়ামের শিবরাত্রির সলতে। গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের মিউজিয়াম সাধারণের জন্য উন্মুক্ত নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠরত অনেকে জানেই না সেখানে একটি মিউজিয়ামও আছে। মালদা জেলা গ্রন্থাগার একসময় উদ্যোগ নিয়েছিল কিছু পুরোনো পুঁথি ডিজিটাইজড করার। সে কাজ কতদূর এগিয়েছে বা আদৌ ক্যাটালগিং হয়ে পাঠকদের ব্যবহারের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে কি না, সে নিয়ে গ্রন্থাগার প্রশাসন নীরব। অথচ এই জেলার ব্যক্তিগত সংগ্রাহকরা মুদ্রা সহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ জিনিস সংগ্রহ এবং ক্যাটালগিং করেন।

গৌড় বা আদিনায় লাইট অ্যান্ড সাউন্ডের মাধ্যমে ইতিহাসকে তুলে ধরার একটা প্রাথমিক প্রয়াস হয়েছিল। বন্ধ হয়ে যেতে সময় লাগেনি। সেখানে না হয় দূরত্ব এবং নিরাপত্তাজনিত সমস্যা ছিল- একেবারে ইংরেজবাজার শহরের মধ্যে শরাফা ভবন, বিদে হল, গোলাপট্টির লালবাড়ি বা গঙ্গাবাগে বঙ্কিমচন্দ্র কথিত সেই কালী মন্দিরে তো লাইট অ্যান্ড সাউন্ডের ব্যবস্থা করা যেত। আমরা অনেক সময় ভুলেই যাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পাঁচটি স্টেট আর্কিওলজিক্যাল সাইট রয়েছে পুরাতন মালদা অঞ্চলে। ইংরেজবাজার এবং পুরাতন মালদা পুর এলাকাকে ধরে অন্তত ২৫-২৬টি গুরুত্বপূর্ণ স্পটকে কি আনা যায় না পর্যটনের এক ছাতার তলে, যাতে এক বা দু'দিনের মধ্যে উৎসাহী পর্যটকরা পাল-সেন যুগ থেকে আরম্ভ করে একেবারেই ইংরেজ আমল পর্যন্ত এই প্রাচীন জেলাটির ইতিহাস নিয়ে অডিও-ভিজুয়ালি সমৃদ্ধ হতে পারবেন?

তরুণ ইউটিউবার বা ভ্লগাররা যদি কোনওভাবে এই ইতিহাস ধরে রাখতে পারতেন, তাহলে তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ডিজিটাল ডকুমেন্ট হয়ে উঠত।

(লেখক মালদার বাসিন্দা। অধ্যাপক)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com এবং uttarbangaedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৩৯৯৬

১		২	★	৩	★	★	★
	★	৪			★	৫	৬
৭			★		★	★	
★	★	★	★	৮			
৯			১০	★	★	★	★
	★	★		★	১১		১২
১৩		★	১৪			★	
★	★	★		★	১৫		

পাশাপাশি : ১। দক্ষিণ দিকের রক্ষাকর্তা ৪। প্রতিজ্ঞা, দিব্য ৫। জমির পরিমাণ ১৬ বিঘা, কাঠের বা পাথরের তৈরি গামলা-জাতীয় পাত্র ৭। বাণ, খড়্গ ৮। জাঁক, আড়ম্বর ৯। উচ্চ বংশে জন্মের গৌরব ১১। কখনও, কোনও এক সময়ে ১৩। মনের মিল হওয়া ১৪। পতাকা ১৫। দোষ, ত্রুটি, অপরাধ, অবহেলা, ভুল।

উপর–নীচ : ১। কলঙ্ক রটনা, দোষারোপ ২। প্রত্যেক শতাব্দীর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত গণনা করে প্রতি দশ বছর ৩। পথ দিয়ে চলাচল বা পথ নির্মাণের জন্য দেয় খাজনা ৬। প্রাচীন রণবাদ্যবিশেষ ৯। মহাভারতে বর্ণিত ইন্দ্রপ্রস্থের নিকটস্থ অরণ্যবিশেষ ১০। অগ্নি বৈদিক ঋষিবিশেষ ১১। সোনা ১২। খাঁচা।

সমাধান ■ ৩৯৯৫

পাশাপাশি : ১। মুচলেকা ৩। পুত্তিকা ৫। নবাবজাদা ৭। মঘবা ৯। আতর ১১। আকাশদীপ ১৪। দণ্ডক ১৫। নজরুল।

উপর–নীচ : ১। মুজরিম ২। কানন ৩। পুরব ৪। কায়দা ৬। জান্নাত ৮। ঘণ্টিকা ১০। রসাতল ১১। আজাদ ১২। শম্বুক ১৩। পবন।

ভাইরাল

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

সম্ভালে জামা মসজিদের সমীক্ষা ঘিরে বিক্ষুব্ধ জনতার গাড়িতে অগ্নিসংযোগ। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে গুলি চালায় উত্তরপ্রদেশের পুলিশ। রবিবার।

জনতা-পুলিশ সংঘর্ষ মৃত ৩

লখনউ, ২৪ নভেম্বর : হিন্দুত্ববাদীদের একাংশের দাবি, মন্দির ভেঙে মোগল যুগের মসজিদটি তৈরি হয়েছিল। বিষয়টি খতিয়ে দেখতে মসজিদে সমীক্ষার নির্দেশ দিয়েছিল স্থানীয় আদালত। সেই সমীক্ষাকে কেন্দ্র করে রবিবার তুলকালাম ঘটে গেল উত্তরপ্রদেশের সম্ভালে। পুলিশি নিরাপত্তায় সমীক্ষক দল শাহি জামা মসজিদে ঢোকার সময় কয়েকশো মানুষ তাঁদের ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। তাঁদের সরাতে লাঠি হাতে তেড়ে যায় পুলিশ। কাঁদানে গ্যাসের সেল ফাটানো হয়। নিরাপত্তাকর্মীদের লক্ষ্য করে পাথর ছুড়তে শুরু করে জনতা। দু'পক্ষের সংঘর্ষে কমপক্ষে ৩ জন বিক্ষোভকারীর মৃত্যু হয়েছে বলে স্থানীয় সূত্রে দাবি করা হয়েছে। আহত বেশ কয়েকজন। যদিও এদিন

মসজিদে সমীক্ষা ঘিরে ঝামেলা

সন্ধ্যাপর্যন্ত হতাহতের সংখ্যা নিয়ে সরকারিভাবে কিছু জানানো হয়নি।

রাজ্য পুলিশের ডিজিপি প্রশান্ত কুমার বলেন, 'আদালতের নির্দেশে সম্ভালে একটি সমীক্ষা চালানো হয়েছে। কিছু অসামাজিক গোষ্ঠী পাথর ছুড়েছে। ঘটনাস্থলে পুলিশ ও ঊর্ধ্বতন আধিকারিকরা রয়েছেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। পুলিশ পাথর ছোড়ায় অভিযুক্তদের চিহ্নিত করে যথাযথ আইনি ব্যবস্থা নেবে।' গোলমাল সত্ত্বেও প্রশাসন সমীক্ষার কাজ শেষ করেছে বলে জানান তিনি। সম্ভালে অশান্তি ছাড়ানোর ঘটনায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন উত্তরপ্রদেশের উপমুখ্যমন্ত্রী কেশবপ্রসাদ মৌর্য।

এদিকে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে পালটা তোপ দেগেছেন সপা প্রধান অখিলেশ যাদব। তাঁর দাবি, উত্তরপ্রদেশে সদ্যসমাপ্ত উপনির্বাচনে জালিয়াতি থেকে মানুষের নজর ঘোরাতে রাজ্যের বিজেপি সরকার ও প্রশাসন পরিকল্পনামাফিক সম্ভাল কাণ্ড ঘটিয়েছে। অখিলেশ বলেন, 'সম্ভালে একটি গুরুতর ঘটনা ঘটেছে। নির্বাচন নিয়ে আলোচনা ব্যাহত করতে সকালে পরিকল্পিতভাবে সমীক্ষক দল পাঠানো হয়। উদ্দেশ্য ছিল বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা, যাতে নির্বাচন নিয়ে বিতর্ক না হয়।'

লক্ষ্মীবারে ঝাড়খণ্ডে শপথ হেমন্তের

রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করে সরকার গঠনের দাবি হেমন্ত সোরেনের।

রাঁচি, ২৪ নভেম্বর : মহারাষ্ট্রে মহায়্যুতি সরকারের মুখ্যমন্ত্রী কে হবেন তা নিয়ে ৩ শরিক দলের মধ্যে দড়ি টানাটানি চলছে। তবে শনিবার বিধানসভা ভোটের ফল ঘোষণার পরেই ঝাড়খণ্ডের ছবিটা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। ইন্ডিয়া জোটের নেতা হিসাবে জেএমএম নেতা তথা বিদায়ি মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনই যে ফের মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ারে বসতে চলেছেন তা নিয়ে ধোঁয়াশা নেই। ২৮ নভেম্বর মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে চতুর্থবার শপথ নেওয়ার কথা নিজেই জানিয়েছেন হেমন্ত।

রবিবার বিকালে রাজ্যপাল সন্তোষ গাঙ্গোয়ারের সঙ্গে দেখা করে সরকার গঠনের দাবি জানান হেমন্ত। রাজ্যপালের হাতে ৫৬ জন সমর্থক বিধায়কের নামের তালিকা তুলে দেন। রাজভবনের বাইরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে হেমন্ত বলেন, 'আমি সরকার গঠনের দাবি জানিয়েছি। রাজ্যপালকে সমর্থক বিধায়কদের তালিকা দিয়েছি। তিনি আমাদের সরকার গঠনের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। ২৮ নভেম্বর শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান হবে।'

এবার বিধানসভা ভোটে জেএমএমের সঙ্গে জোট বেঁধে ছিল কংগ্রেস, আরজেডি ও সিপিআইএমএল। ৮১ আসনের বিধানসভায় জেএমএম ৩৪টি আসনে জয়ী হয়েছে। কংগ্রেস জিতেছে ১৬টি আসন। আরজেডি ও সিপিআইএমএল যথাক্রমে ৪ ও ২টি আসনে জয়ী হয়েছে। প্রধান বিরোধী দল বিজেপির আসন ২১-এ নেমে গিয়েছে। টানা দ্বিতীয়বার ঝাড়খণ্ডে ক্ষমতায় ফেরা হেমন্ত বলেন, 'আমরা ঝাড়খণ্ডে গণতন্ত্রের পরীক্ষায় পাশ করেছি।' রাঁচির রাজভবন এবং প্রশাসনের অন্দরে শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে। লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি, সপা সুপ্রিমো অখিলেশ যাদব, দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল, এরাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সহ ইন্ডিয়া জোটের শীর্ষনেতাদের ওই অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার কথা।

মুখ্যমন্ত্রিত্ব কার, এখনও ধন্দ মহারাষ্ট্রে

আজ শপথগ্রহণের জল্পনা

মুম্বই, ২৪ নভেম্বর : মহারাষ্ট্রে বিপুল জয়ের পরও ধন্দ কাটাতে পারছে না মহায়্যুতি। মারাঠাভূমের মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সিতে শেষমেশ কাকে বসানো হবে তা নিয়ে রবিবার দিনভর বৈঠক করেন বিজেপি, শিবসেনা এবং এনসিপি নেতারা। কিন্তু দিনের শেষে মহায়্যুতি একনাথ শিন্ডে না দেবেন্দ্র ফড়নবিশ না কি অন্য কেউ সেই ব্যাপারে এখনও পর্যন্ত ঐকমত্যে পৌঁছোতে পারেনি। মঙ্গলবার চতুর্দশ বিধানসভার মেয়াদ শেষ হচ্ছে। সেক্ষেত্রে মঙ্গলবারের মধ্যে নতুন সরকার গড়তে হবে মহারাষ্ট্রে। তা না হলে রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হয়ে যাবে।

একটি সূত্র অবশ্য দাবি করেছে, সোমবারই নতুন মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে মহায়্যুতি সরকার শপথ নেবে। তাঁর সঙ্গে উপমুখ্যমন্ত্রী শপথ নিতে পারেন। মন্ত্রীসভার বাকি সদস্যরা পরে শপথ নেবেন। এই পরিস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডেকেই ফের ওই পদে রেখে দেওয়া হবে নাকি বিজেপির এবারের বিপুল জয়ের অন্যতম প্রধান কারিগর দেবেন্দ্র ফড়নবিশকে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে বেছে নেওয়া হবে সেটা স্পষ্ট নয়। এনসিপি-র তরফে আবার অজিত পাওয়ারকে মুখ্যমন্ত্রী করার দাবি তুলেছে। দলের নেতা ছগন ভুজবল বলেন, 'আমাদের দলের স্ট্রাইক রেট যথেষ্ট ভালো। তাই অজিত পাওয়ার মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার যোগ্য।' রবিবার এনসিপির বিধায়ক দলের নেতা নির্বাচিত হয়েছেন তিনি। অন্যদিকে বিজেপির কোর কমিটির বৈঠক বসেছিল মুম্বইয়ে ফড়নবিশের সরকারি বাংলোয়। একনাথ শিন্ডে তাঁর দলের বিধায়কদের নিয়ে বান্দ্রার একটি হোটেলে বৈঠকে বসেছিলেন। জানা গিয়েছে, সোমবার মহায়্যুতির তিন শরিক একসঙ্গে একটি বৈঠকে বসবে। সূত্রের খবর, বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনা করে মহায়্যুতি নেতারা মুখ্যমন্ত্রী কে হবেন সেই ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন। তারপরই রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করে সরকার গড়ার আমন্ত্রণ জানাবেন তাঁরা। শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সহ বিজেপির শীর্ষ নেতারা হাজির থাকবেন বলে জানা গিয়েছে। এদিকে এনসিপি (এসপি) শারদ পাওয়ার রবিবার দল তথা এমভিএ-র পরাজয় নিয়ে মুখ খুলেছেন। ভাইপো অজিত পাওয়ারকে বিঁধে তিনি বলেন, 'অপ্রত্যাশিত ফল হয়েছে ঠিকই। কিন্তু সবাই জানেন, প্রকৃত এনসিপির প্রতিষ্ঠাতা কে।' বারামতী আসনে অজিতের বিরুদ্ধে যুগেন্দ্র পাওয়ারকে প্রার্থী করার সিদ্ধান্ত সঠিক ছিল বলেও দাবি করেছেন তিনি। বারামতীতে এবার অজিত পাওয়ার ১ লক্ষ ৮৯৯ হাজার ভোটের ব্যবধানে জয়ী হয়েছেন।

সমন্বয়ের অভাবেই হার এমভিএ-র : মহারাষ্ট্রের বিধানসভা ভোটে ভরাডুবির জন্য শরিকি সমন্বয়ের অভাবকেই কাঠগড়ায় তুললেন রাজ্যে দলের অন্যতম ইন-চার্জ তথা কর্ণাটকের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জি পরমেশ্বর। তিনি বলেন, 'ইন্ডিয়া শরিকরা একে অন্যকে নির্বাচনে জিততে সাহায্য করেনি। কংগ্রেস একাধিক আসনে শিবসেনা (ইউবিটি) প্রার্থীদের পূর্ণ সমর্থন করেনি। উদ্ধব ঠাকরের দলের অবস্থানও একইরকম ছিল। এনসিপি (এসপি)-র সঙ্গেও তালমিল ঠিকঠাক ছিল না।'

আদানিদের বিরুদ্ধে নয়া নথি পেশের আর্জি কোর্টে

নয়াদিল্লি, ২৪ নভেম্বর : আদানি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বেআইনি আর্থিক লেনদেনের অভিযোগে সুপ্রিম কোর্টে মামলা চলছে। এদিকে গোষ্ঠীর চেয়ারম্যান গৌতম আদানি ও তাঁর কয়েকজন সহযোগীর বিরুদ্ধে ঘুষ দেওয়ার অভিযোগে মামলা দায়ের হয়েছে মার্কিন আদালতে। এই পরিস্থিতিতে ভারতের শীর্ষ আদালতে চলা মামলাটির সঙ্গে কিছু নথি যুক্ত করতে চেয়ে আবেদন জানিয়েছেন আইনজীবী বিশাল তিওয়ারি।

শনিবার ২টি নথি যুক্ত করার আবেদন করেছেন তিনি। এর মধ্যে একটি আমেরিকার আদালতে পেশ করা অভিযোগপত্র। এতে গৌতম আদানি, তাঁর আত্মীয় সাগর আদানি সহ আদানি গোষ্ঠীর একাধিক কর্তার বিরুদ্ধে বিপুল অর্থ ঘুষ দেওয়ার উল্লেখ রয়েছে। মার্কিন আইনজীবীদের দাবি, মার্কিন শেয়ার বাজার থেকে তোলা টাকা আদানি গোষ্ঠী ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে সৌরবিদ্যুতের বরাত হাসিল করতে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের ঘুষ দেওয়ার কাজে লাগিয়েছে। অঙ্কের হিসাবে যা ২৫ কোটি ডলারের বেশি। দ্বিতীয় যে নথিটি সুপ্রিম কোর্টে জমা দেওয়ার আবেদন জানানো হয়েছে সেটিও একটি মার্কিন রিপোর্ট। সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের (এসইসি)-র ওই রিপোর্টে আদানি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে শেয়ার লেনদেনে অনিয়মের কথা বলা হয়েছে। এসইসি-র দাবি, সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্প বাবদ অর্থ সংগ্রহের জন্য আদানি গোষ্ঠীর প্রতিনিধিরা বিনিয়োগকারীদের ভুল বুঝিয়েছেন।

শীর্ষ আদালতের কাছে আইনজীবী তিওয়ারির আবেদন, আদানিদের বিরুদ্ধে ওঠা নতুন অভিযোগগুলি খতিয়ে দেখুক ভারতের বাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা সেবি। এর আগে আমেরিকার আর্থিক পর্যবেক্ষক সংস্থা হিন্ডেনবার্গ রিসার্চ আদানি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ করেছিল সেগুলি খতিয়ে দেখতে তদন্ত করেছে সেবি। কিন্তু সেই তদন্তের ফলাফল প্রকাশ করেনি বাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা। সুপ্রিম কোর্টে সেই তদন্তের পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট প্রকাশের আবেদন জানিয়েছেন তিওয়ারি।

এদিকে নতুন করে আদানির বিরুদ্ধে ঘুষের অভিযোগ ওঠায় বাংলাদেশে আদানির প্রকল্প নিয়ে নতুন করে ভাবনাচিন্তা শুরু করছে বলে জানিয়েছে ইউনূস সরকার। এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, আদানি সহ সে সমস্ত বাণিজ্যিক গোষ্ঠীর সঙ্গে হাসিনার আমলে বিদ্যুৎ সংক্রান্ত চুক্তি হয়েছিল তা খতিয়ে দেখা হবে।

ঝাঁসিতে মৃত বেড়ে ১৭

লখনউ, ২৪ নভেম্বর : মৃত্যু হল আরও দুই শিশুর। তাদের নিয়ে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ১৭। উত্তরপ্রদেশের ঝাঁসির মহারানি লক্ষ্মীবাই মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের পর যেসব শিশুকে উদ্ধার করে চিকিৎসা চলছিল, তাদের মধ্যে বেশ কয়েকটি শিশু মারা গিয়েছে। রবিবার এই তথ্য দিয়েছেন এক পদস্থ আধিকারিক। এবার যে দুজন শিশু মারা গেল তাদের ময়নাতদন্তের রিপোর্টে অসুস্থতাকে দায়ী করা হয়েছে। মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ ডাক্তার নরেন্দ্র সিনহ সেঙ্গার জানিয়েছেন, দুটি শিশুরই ওজন ছিল ৮০০ গ্রাম। একটি শিশুর হৃৎপিণ্ডে ফুটো ছিল। পরিজনদের হাতে দেহ তুলে দেওয়া হয়েছে। আগুন লেগেছিল ১৫ নভেম্বর।

আজ থেকে শীতকালীন অধিবেশন

আদানি-মণিপুরের আঁচ পড়বে সংসদে

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ২৪ নভেম্বর : আগামীকাল থেকে শুরু হচ্ছে শীতকালীন অধিবেশন। শীতের মরশুমে মণিপুর, আদানি ঘুষ কাণ্ড নিয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে উত্তাপ ছড়াতে তৈরি বিরোধী শিবির। সংসদে একদিকে কেন্দ্রের হাতিয়ার ওয়াকফ সংশোধনী বিল, এক দেশ, এক ভোট সংক্রান্ত বিল। অন্যদিকে ইন্ডিয়া জোটের অস্ত্র মণিপুর এবং আদানি ঘুষ কাণ্ড। সোমবার সংসদের শীতকালীন অধিবেশন শুরুর ২৪ ঘণ্টা আগে সর্বদলীয় বৈঠকে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করে দিল দুই শিবির। ২০ ডিসেম্বর পর্যন্ত অধিবেশন চলবে।

রবিবার কেন্দ্রের ডাকা বৈঠকে বিজেপি, কংগ্রেস, তৃণমূল, ডিএমকে সহ মোট ৩০ দলের ৪২ জন নেতা উপস্থিত ছিলেন। হরিয়ানা, মহারাষ্ট্রের ভোটে জিতে উজ্জীবিত বিজেপি এবং মোদি সরকার সাফ জানিয়ে দিয়েছে, বিরোধীদের উচিত সংসদের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে চলতে দেওয়া। কেন্দ্রের তরফে প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং, সংসদ বিষয়কমন্ত্রী কিরেন রিজিজু এদিন হাজির ছিলেন। উপস্থিত ছিলেন বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডাও। অন্যদিকে কংগ্রেসের তরফে হাজির ছিলেন প্রমোদ তিওয়ারি, জয়রাম রমেশ, গৌরব গগৈ। হাত শিবিরের বক্তব্য, মণিপুরে বেলাগাম হিংসা, আদানির ঘুষ কাণ্ড এবং দিল্লি সহ উত্তর ভারতের ভয়াবহ বায়ুদূষণ এবং একের পর এক রেল দুর্ঘটনা নিয়ে আলোচনা চাওয়া হবে। প্রমোদ তিওয়ারি জানিয়েছেন, সোমবার থেকে আদানি ইস্যুতে সংসদের উভয় কক্ষে ঝড় তুলবেন তাঁরা। এদিকে আগামীকাল সকাল ১০টায় কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের নেতৃত্বে ইন্ডিয়া জোটের প্রতিনিধিরা বৈঠকে বসছেন।

সর্বদলীয় বৈঠকেই আদানি গ্রুপের বিরুদ্ধে জেপিসি তদন্তের দাবি জানিয়েছে কংগ্রেস। প্রমোদ তিওয়ারি জানিয়েছেন, এই ইস্যু

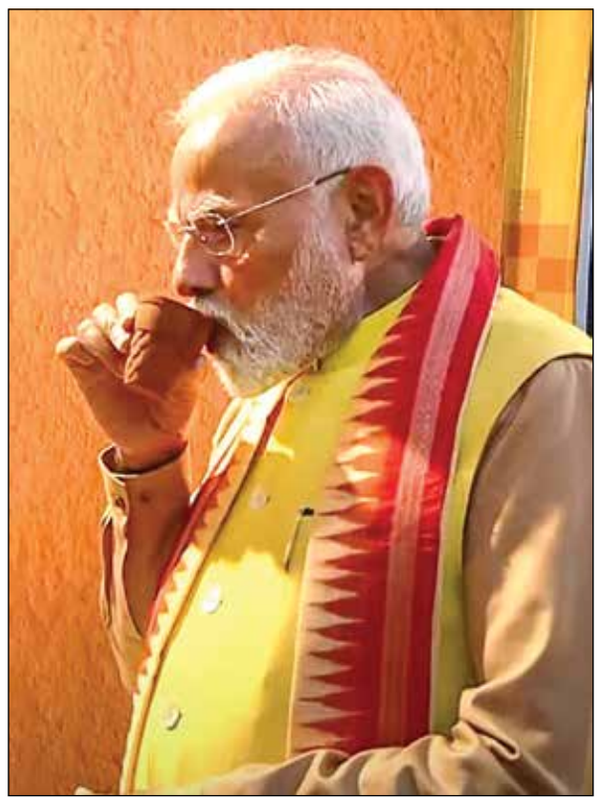

এক কাপে তোমাকে চাই... ওড়িশা পর্ব উৎসবে শামিল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির। রবিবার, নয়াদিল্লিতে। -পিটিআই

দেশের অর্থনৈতিক ও নিরাপত্তা স্বার্থের সাথে জড়িত এবং বিষয়টি অধিবেশনের প্রথম দিনেই উত্থাপন করার জন্য তারা সরকারকে অনুরোধ করেছেন। রিজিজু অবশ্য বৈঠকের পর বলেছেন, 'সরকার যে কোনও বিষয়ে আলোচনার জন্য প্রস্তুত। কিন্তু আমাদের একটাই অনুরোধ, সংসদের কাজ যেন সুষ্ঠুভাবে চলে। হট্টগোল এড়িয়ে ভালো আলোচনা হওয়া প্রয়োজন।' ওয়াকফ বিল নিয়ে গঠিত জেপিসি অধিবেশনের প্রথম সপ্তাহের শেষদিন রিপোর্ট জমা দিতে পারে। তবে জেপিসির বিরোধী সদস্যরা রিপোর্ট দাখিলের জন্য আরও সময় চেয়েছেন। সরকারের তরফে মোট ১৬টি বিল পেশ করার কথা আসন্ন অধিবেশনে। ২৬ নভেম্বর পুরোনো সংসদ ভবনের সেন্ট্রাল হলে ভারতীয় সংবিধানের ৭৫বর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানের ব্যাপারেও আলোচনা হয় এদিন। লোকসভা বুলেটিন অনুসারে, ওয়াকফ সংশোধনী বিল এবং মুসলিম ওয়াকফ বিল সহ লোকসভায় আটটি বিল মুলতুবি রয়েছে। এছাড়াও দুটি বিল রাজ্যসভায় মুলতুবি রয়েছে। যদিও এই অধিবেশনে এক দেশ এক ভোট সংক্রান্ত বিল আনার আশা কম। দু-পক্ষের কথাবার্তাতেই পরিষ্কার, অধিবেশন শুরু হওয়ার আগে থেকেই স্পষ্ট যে এই অধিবেশন সহজ হবে না।

বার্তা অমিত শা'র

সমবায় আন্দোলনে প্রথমসারিতে ভারত

নয়াদিল্লি, ২৪ নভেম্বর : বহু দেশীয় সমবায় মঞ্চ ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেটিভ অ্যালায়েন্স (আইসিএ) সম্মেলনের আয়োজক দেশ ভারত। সোমবার থেকে দিল্লিতে শুরু হতে চলা সেই সম্মেলনের আগে দেশের সমবায় আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি মূল্যায়ন করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী অমিত শা। এক প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন, ভারতে সমবায় ব্যবস্থার ইতিহাস বহু পুরোনো। স্বাধীনতার আগে এটি অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যম হয়ে উঠেছিল। তবে বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর আমলে সমবায় ব্যবস্থা অনেক বেশি বিস্তার লাভ করেছে। পুনরুজ্জীবিত হয়েছে দেশের সমবায় আন্দোলন।

অমিত শা জানান, উন্নয়নের লক্ষ্যে মুক্তদ্বার নীতি নিয়ে চলছে মোদি সরকার। সমবায় ক্ষেত্রকে সংগঠিত করতে স্বতন্ত্র মন্ত্রক গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এর ফলে একটি ঐতিহাসিক মাইলফলক স্পর্শ করতে চলেছে ভারতের সমবায় আন্দোলন। ২৫-৩০ নভেম্বর দিল্লিতে আইসিএ সম্মেলন হবে। সংগঠনটির ১৩০ বছরের ইতিহাসে প্রথমবার ভারতে এই সম্মেলন হতে চলেছে। শা'র কথায়, 'এটি আমাদের বৈশ্বিক স্বীকৃতির প্রমাণ। প্রধানমন্ত্রী মোদির মন্ত্র, সহকার সে সমৃদ্ধি (সহযোগিতার মাধ্যমে সমৃদ্ধি)। এর লক্ষ্য দেশের সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলিকে স্বনির্ভর এবং শক্তিশালী করা।'

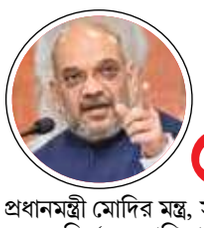

প্রধানমন্ত্রী মোদির মন্ত্র, সহকার সে সমৃদ্ধি (সহযোগিতার মাধ্যমে সমৃদ্ধি)। এর লক্ষ্য দেশের সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলিকে স্বনির্ভর এবং শক্তিশালী করা।

অমিত শা

সমবায় ব্যবস্থার সম্প্রসারণের মাধ্যমে একটি নতুন মডেলের বিকাশ ঘটছে। যেখানে ৫ ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতি গড়তে প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতিফলন রয়েছে বলে জানিয়েছেন শা। এপ্রসঙ্গে আহমেদাবাদ জেলা সমবায় ব্যাংকের কথা উল্লেখ করেন তিনি। সমবায় মন্ত্রী জানান, সাড়ে ৬ হাজার কোটি টাকা আমানত বিশিষ্ট ব্যাংকটির কোনও অনুৎপাদক সম্পদ নেই। তিনি জানিয়েছেন, বর্তমানে ৩৫ লক্ষ পরিবার সমবায় সংস্থাগুলির মাধ্যমে কর্মসংস্থান তথা আর্থিক সমৃদ্ধির সুযোগ পাচ্ছে। মহিলাদের ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে সমবায় আন্দোলন।

৬৪ কোটির ভোট একদিনে গুনেছে ভারত

ওয়াশিংটন ও নয়াদিল্লি, ২৪ নভেম্বর : ভারত পারল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পারেনি। একদিনে ৬৪ কোটিরও বেশি ভারতীয়ের ভোট গুনে ফলপ্রকাশ করে দেখিয়ে দেওয়ায় রবিবার ভারতের প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত এলন মাস্ক। একই সঙ্গে নিজের দেশ তা করতে না পারায় তিনি খোঁচা দিলেন আমেরিকাকে।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন ১৯ দিন আগে হয়ে গিয়েছে। সম্পূর্ণ ফল এখনও বেরোয়নি। ক্যালিফোর্নিয়া প্রদেশে এখনও ভোট গোনা চলছে। এই রাজ্যে তিন লক্ষ ব্যালট এখনও

খোঁচা এলনের

গোনা হয়নি। একবিংশ শতকে এমন ঢিমে তালে ভোট গোনা মানা যায় কি? টেসলা ও স্পেস এক্স-এর প্রধানের সঙ্গে ভোটাররাও ভোট গোনার পদ্ধতির সমালোচনা করেছেন। ক্যালিফোর্নিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে জনবহুল রাজ্য হলেও ভারতের মহারাষ্ট্রের জনসংখ্যা ওই প্রদেশের চারগুণ বেশি। আমেরিকায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হয়েছিল ৫ নভেম্বর।

শনিবার ভারতের দুটি রাজ্যের বিধানসভার সঙ্গে ১৪টি রাজ্যের ৪৮টি বিধানসভা আসন ও দুটি লোকসভা আসনের উপনির্বাচনের ফল বেরিয়েছে। চলতি বছরে লোকসভা নির্বাচনের সময়ও একদিনেই ফল বার করেছিল ভারত। সেই সময় ভোট দিয়েছিলেন ৬৪ কোটি ২০ লক্ষ ভারতীয়।

ক্রিকেট-ভক্ত চন্দ্রচূড়

নয়াদিল্লি, ২৪ নভেম্বর : দেশের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের এখন অখণ্ড অবসর সময়। তবে আর পাঁচজন অবসরপ্রাপ্ত বৃদ্ধের মতো শুধু পেনশন নিয়ে এবং পরিবারের ভালোমন্দ ভেবে জীবনযাপন করতে নারাজ তিনি। বরং অবসর জীবনের খানিকটা সময় ক্রিকেটের জন্যও রাখতে চান ডিওয়াই চন্দ্রচূড়। একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে তিনি বলেন, 'আমার পছন্দের খেলা অবশ্যই ক্রিকেট। তবে এখন আর খেলার সময় পাই না। আর তাছাড়া, ক্রিকেট খেলার বয়সও তো নেই আমার।' মাঠে না নামলেও ভারতীয় ক্রিকেট দলের যে নিয়মিত খোঁজখবর নেন, সেটাও জানিয়ে দিয়েছেন চন্দ্রচূড়।

অস্ট্রেলিয়ার পারথে বর্ডার-গাভাসকার টেস্ট সিরিজ খেলছে ভারত। রবিবার ছিল প্রথম ম্যাচের তৃতীয় দিন। প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি জানিয়েছেন, তিনি খেলার সরাসরি সম্প্রচার দেখার ফুরসত পাচ্ছেন না। তাঁর কথায়, 'আমি খেলার সরাসরি সম্প্রচার দেখতে পাই না। তবে বিরাট কোহলি কেমন খেলল, রবিচন্দ্রন অশ্বিন কেমন বল করল কিংবা যশপ্রীত বুমরাহ ভালো বল করল কি না সেগুলি জানার জন্য আমি রোজ রাতে ৫-৭ মিনিট হাইলাইটস দেখি।' এরপরই চন্দ্রচূড়ের মন্তব্য, 'পারথে কিন্তু বুমরাহ দারুণ বল করেছে।' পছন্দের ক্রিকেটার কে, জানতে চাইলে প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি বলেন, 'এখন যারা খেলে তাদের মধ্যে যশপ্রীত বুমরাহ এবং বিরাট কোহলি বেশ ভালো। তবে প্রাক্তন ক্রিকেটারদের মধ্যে আমি রাহুল দ্রাবিড়ের অনুরাগী। সবসময় ধীরস্থির অথচ দৃঢ়।'

কলকাতার জয় আসতে পারেন ট্রাম্প প্রশাসনে

ওয়াশিংটন, ২৪ নভেম্বর : প্রেসিডেন্ট পদে শপথ নেওয়ার আগে তাঁর আগামী সংসার গুছিয়ে নিচ্ছেন ভাবী মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের কয়েকজনকে প্রশাসনে আনছেন। এবার পশ্চিমবঙ্গ তথা কলকাতার ছেলে বিশিষ্ট স্বাস্থ্য ও অর্থনীতিবিদ জয়ন্ত তথা জয় ভট্টাচার্য আমেরিকার ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট হেলথ (এনআইএইচ)-এর স্বাস্থ্য অধিকর্তা হতে পারেন। শোনা যাচ্ছে, ট্রাম্পের পছন্দের একেবারে শীর্ষে রয়েছেন জয়। তবে এখনও ঘোষণা হয়নি।

স্ট্যান্ডফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জয়ন্ত ভট্টাচার্যের জন্ম কলকাতায়, ১৯৬৮ সালে। তিনি জয় নামেই পরিচিত। জয় ১৯৯৭ সালে এমডি করেছেন স্ট্যান্ডফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অফ মেডিসিন থেকে। চিকিৎসা, স্বাস্থ্য পরিষেবার সঙ্গে অর্থনীতিকেও গুলে খেয়েছেন তিনি। স্ট্যান্ডফোর্ড থেকেই ২০০০ সালে তাঁর অর্থনীতিতে পিএইচডি। ২০১১ সাল থেকে স্ট্যান্ডফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেমোগ্রাফি অ্যান্ড ইকনমিক্স অফ হেলথ অ্যান্ড এজিং সেন্টারের পরিচালকের দায়িত্ব পালন করে আসছেন। জয়ের গবেষণার বিষয় হল, বিশ্বে স্বাস্থ্য পরিষেবায় দুর্বল জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য ও সুস্থতায় অর্থনীতির প্রভাব। এই ক্ষেত্রে সরকারি কর্মসূচির ওপরেও তাঁর গবেষণা আলোকপাত করেছে।

আমেরিকায় ডিপার্টমেন্ট অফ হেলথ অ্যান্ড হিউম্যান সার্ভিসেস-এর অধীনে রয়েছে এনআইএইচ। ডিপার্টমেন্ট অফ হেলথ অ্যান্ড হিউম্যান সার্ভিসেস পরিচালনায় ট্রাম্প বেছে নিয়েছেন রবার্ট এফ কেনেডিকে। সূত্রের খবর, চলতি সপ্তাহেই কেনেডির সঙ্গে দেখা করেছেন জয়। তাঁদের মধ্যে কী কথা হয়েছে তা জানা যায়নি।

জয় ২০২২ সালে মার্কিন সরকারের কোভিড নীতির কড়া সমালোচনা করে একটি খোলা চিঠি দিয়েছিলেন। 'গ্রেট ব্যারিংটন ডিক্ল্যারেশন' নামে সেই চিঠিতে লকডাউন ফিরিয়ে এনে আমেরিকার দুর্বল মানুষদের সুরক্ষা দেওয়ার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। বাইডেন জমানায় সেই চিঠিকে সমর্থন জানিয়েছিলেন একাধিক রিপাবলিকান সেনেটর।

নিজেদের অধিকারের দাবিতে এলজিবিটিকিউ কমিউনিটির সদস্যদের মিছিল। রবিবার নয়াদিল্লিতে।

থাইরয়েড হরমোনের সমস্যা, পারকিনসন ডিজিজ থাকলে, অতিরিক্ত দুঃশ্চিন্তা হলে, হার্টের সমস্যা বা ডায়াবিটিস থাকলে এবং কিছু ক্যানসারের কারণে হাতের তালু ঘামতে পারে।

নতুন একটি সমীক্ষা বলছে, ফ্রিজে ডিম রাখলে ডিমের খোসার উপর ব্যাকটিরিয়া হতে পারে, যা ডিমের ভেতরেও প্রবেশ করতে পারে। এই ব্যাকটিরিয়া সহ ডিম খেলে পেটের সমস্যা, হজমের সমস্যা প্রভৃতি হতে পারে।

হঠাৎ প্যানিক অ্যাটাক

প্যানিক অ্যাটাক এমন এক রোগ যাতে হঠাৎই আপনার বুক ধড়ফড় করতে পারে। মনে হতে পারে শ্বাস ধরে রাখতে পারছেন না। আপনাকে ভয় গ্রাস করতে পারে, এমনকি মনে হতে পারে আপনি মরে যাবেন। যদিও আপনার সামনে কোনও বিপদ নেই। তবুও অজানা আতঙ্কের বোধ আপনাকে যেন চেপে বসে, শরীরের মধ্যে অস্বাভাবিক অবস্থা তৈরি করে। কোনওরকম সতর্কতা ছাড়া প্যানিক অ্যাটাক হঠাৎ করেই শুরু হয়। এটা যে কোনও সময় হতে পারে– গাড়ি চালানোর সময়, মলে গেলে, ঘুমিয়ে থাকলে এমনকি মিটিংয়ের মাঝখানে প্যানিক অ্যাটাক হতে পারে। আপনার মাঝে মাঝে বা ঘনঘন এই অ্যাটাক হতে পারে। লিখেছেন জলপাইগুড়ি সরকারি মেডিকেল কলেজের মেডিসিন বিভাগের প্রধান অধ্যাপক (ডাঃ) স্মরজিৎ বণিক

কারণ

বিভিন্ন রোগের ক্ষেত্রে প্যানিক অ্যাটাকের অন্তর্নিহিত কারণ বিভিন্ন হয়। এটিকে একটি নির্দিষ্ট সাধারণ বিষয় দিয়ে কখনোই নিধারিত করা সম্ভব নয়। যদিও দেখা গিয়েছে, মস্তিষ্ক এবং স্নায়ুতন্ত্র একটি প্রদত্ত পরিস্থিতিতে উদ্বেগ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

উপসর্গ

অজ্ঞান হওয়ার মতো অবস্থা হয়, ঘাম হয়, বমি হতে পারে, বুকে ব্যথা হতে পারে, গলা বন্ধ হয়ে আসতে পারে, হাত কাঁপে, পা নড়ে, হার্টবিট বেড়ে যায়, মাথা ঘোরে, কানে আওয়াজ শোনা যায়, মৃত্যুভয় গ্রাস করে।

প্যানিক অ্যাটাক হঠাৎ করে হতে পারে এবং এটা ঠিক হতে কিছুটা সময় লাগে। প্যানিক অ্যাটাকের উপসর্গগুলি ঘটনার প্রায় ১০ মিনিট পর থেকে দৃশ্যমান হয়। যদিও একবার ভয়ের অনুভূতি কেটে গেলে এইসব উপসর্গ দূর হয়ে যায়।

কাদের হতে পারে

যাঁরা ডিপ্রেশনে ভোগেন, যাঁদের মানসিক অসুস্থতা কিংবা অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডার রয়েছে তাঁদের প্যানিক অ্যাটাক হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। ড্রাগের নেশা ও মদ্যপান প্যানিক অ্যাটাকের সম্ভাবনা বাড়িয়ে দেয়। প্যানিক ডিসঅর্ডারের কাহিনী প্রধানত পরিবারেই নিহিত থাকে।

চিকিৎসা

সঠিক সময়ে চিকিৎসা করালে অধিকাংশ মানুষই প্যানিক অ্যাটাক থেকে সুস্থ হয়ে ওঠেন। কিছু প্যানিক অ্যাটাকের হার্ট অ্যাটাকের মতো শারীরিক উপসর্গ রয়েছে। তাই এসব ক্ষেত্রে চিকিৎসাগত সাহায্য খুব প্রয়োজন।

কখন চিকিৎসকের কাছে যাবেন

- প্রাত্যহিক জীবনে প্রচণ্ড দুশ্চিন্তা হলে
- কাজের সময় মনোনিবেশে অসুবিধা হলে
- অ্যাগোরাফোবিয়া (ঘর ছেড়ে জনসমৃদ্ধ অঞ্চলে যাওয়ার ভয়)
- স্লিপ ডিসঅর্ডার
- ভীষণ খিটখিটে হয়ে গেলে

মানসিক ক্ষতি

কিছু ক্ষেত্রে প্যানিক অ্যাটাক শারীরিক ও মানসিক দু'ভাবেই অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক এবং অস্বস্তিকর হতে পারে। এটি আপনার নিত্যদিনের কার্যকলাপের ক্ষতি করতে পারে এবং আপনার মানসিক স্বাস্থ্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। যদি তৎক্ষণাৎ চিকিৎসকের সাহায্য নেওয়া হয়, তাহলে ভবিষ্যতে প্যানিক অ্যাটাক হওয়ার সম্ভাবনা এড়ানো যায়। বুকে ব্যথা, শ্বাসকষ্ট, বুক ধড়ফড়ানি, মাথা ঘোরা, অজ্ঞান হয়ে যাওয়া এবং দুর্বলতার মতো উপসর্গগুলিকে নিজে থেকে দুশ্চিন্তার লক্ষণ হিসেবে ধরে নেওয়া উচিত নয়, বরং এগুলিকে একজন ডাক্তারের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা উচিত।

হেমন্তে সুস্থ থাকতে তিল খান

পুজো চলে যাওয়ার পর শীতের আগমনীবার্তা নিয়ে হাজির হেমন্ত। বাতাসে শীত শীত ভাবের সঙ্গে বাড়ছে শরীরে শুষ্কতা ও রুক্ষতা। বাজারে এসে গিয়েছে চুল, ঠোঁট, মুখ ও শরীরের আর্দ্রতার জন্য বিভিন্ন তেল, ক্রিম, লোশন, সাবান, ফেসওয়াশ প্রভৃতি আরও কত কী! কিন্তু এই রুক্ষতা থেকে রক্ষা পেতে শরীরকে স্নিগ্ধ রাখার পরামর্শ দেয় একমাত্র আয়ুর্বেদ চিকিৎসাবিজ্ঞান। যেমন, শরীরকে স্নিগ্ধ রাখতে হেমন্তে তিল খাওয়ার কথা বলা হয়েছে। লিখেছেন কোচবিহারের নাটাবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালের সিনিয়ার আয়ুর্বেদিক মেডিকেল অফিসার ডাঃ বাসবকান্তি দিন্ডা

তিলের গুণাগুণের কথা অথর্ব বেদেও উল্লেখ রয়েছে। সেই প্রাচীনকাল থেকে তিল ব্যবহার হয়ে আসছে খাবার এবং ওষুধ হিসেবে। তিলের ব্যবহার আমাদের সংস্কারের সঙ্গেও মিলেমিশে আছে। লক্ষ্মীপুজোতে গুড় দিয়ে তিলের নাড়ু খাওয়ার চল রয়েছে। আবার মকর সংক্রান্তিতে পিঠে খাওয়ার যে রীতি তাতেও তিলের ব্যবহার হয়ে থাকে।

আয়ুর্বেদ মতে, তিল শরীরকে স্নিগ্ধ রাখে। শরীরের উজ্জ্বলতা ও বল বাড়ায়। চরক সংহিতাতে অর্শরোগে তিলের ব্যবহারের উল্লেখ রয়েছে। এছাড়া বাতের রোগ, অগ্নিমান্দ্য, পেটের রোগে যেমন কার্যকরী, তেমনই চুলের বৃদ্ধিতে এবং ত্বকের জন্যও উপকারী। মাত্রা হিসেবে দিনে ৫-১০ গ্রাম খেতে হবে।

আধুনিক গবেষণায় দেখা গিয়েছে, শুকনো তিলের প্রায় পঞ্চাশ শতাংশ ফ্যাট। তবে এই তেলে সিসামিন এবং সিসামলিন নামক উপাদান থাকায় কোলেস্টেরল ও উচ্চ রক্তচাপ প্রতিরোধের গুণ রয়েছে। তিল তেল রক্তের এইচডিএল এবং এলডিএল-এর সমতা বজায় রাখে। রিফাইন্ড তিল তেলে অ্যান্টি অক্সিডেন্ট থাকে, যা বিভিন্ন খাদ্য প্রক্রিয়াকরণে ব্যবহার করা হয়। এছাড়া ভিটামিন-বি কমপ্লেক্স, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, আয়রন, ম্যাগনেসিয়াম, জিঙ্ক সমৃদ্ধ তিল খুবই পুষ্টিকর।

উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় আলু ওঠার পর তিল চাষ করা হয়। বাড়ির আশপাশে পড়ে থাকা জমিতেও অনেকে খুব সহজেই এই তিল চাষ করে থাকেন। কোচবিহারের স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা তিলের নাড়ু, তিলের বিস্কুট, তিলের খাঁজা তৈরি করে বাণিজ্যিকভাবে বাজারে এনেছেন, যা ইতিমধ্যে জনপ্রিয় হয়েছে।

খেতে খেতে ফোনে কথায় ক্ষতি যত

সকালে ঘুম থেকে ওঠার মুহূর্ত থেকে রাতে ঘুমোনোর আগে পর্যন্ত মোবাইল ফোন আমাদের সঙ্গী। কারও সঙ্গে কথা বলতে গেলে হাতে ফোন, হাঁটতে গিয়ে কানে ফোন, টেবিলে খাবার প্লেটের সামনে ফোন – অর্থাৎ ফোন নির্ভর জীবন। অনেকে আবার খেতে খেতেই মেসেজ বা ই-মেলে টুকটাক অফিসের কাজ সেরে নিচ্ছেন। কেউ বা ফেসবুকে ঢুঁ মারছেন। কিন্তু জানেন, খেতে খেতে মোবাইল ব্যবহার করা স্বাস্থ্যের জন্য কতখানি ক্ষতিকর!

খাওয়ার সময় আমাদের মস্তিষ্কে যে হরমোনের কার্যকলাপ চলে, ফোনে কথা বলতে গেলে তাতে ব্যাঘাত ঘটে। যার প্রভাব পড়ে আমাদের পাচন ও বিপাক ক্রিয়ায়। ফলে হজমে গণ্ডগোল দেখা দিতে পারে।

ডিভাইস বা ফোন ব্যবহার করে খাওয়ার সময় খাবারের পরিমাণের দিকেও নজর থাকে না। মনোযোগ কমে যায়। ফলে কারও বেশি খাওয়া হয়ে যায়, কেউ বা সম্পূর্ণ না খেয়ে উঠে পড়েন। এতে পুষ্টি সরবরাহও ব্যাহত হয়।

তাছাড়া খাওয়ার সময় ফোনে কথা বলার অভ্যাস থাকলে হঠাৎ করে চোকিং হতে পারে, খাবার গলায় আটকে গিয়ে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। আমাদের খাদ্যনালি ও শ্বাসনালি পাশাপাশি থাকে। খাওয়ার সময় কথা বললে খাদ্যনালিতে খাবার না গিয়ে শ্বাসনালিতে চলে যেতে পারে। তখন দম বন্ধ হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

'মাইন্ডফুল ইটিং' কথাটি এখন খুব প্রচলিত। অর্থাৎ খাওয়ার সময় খাবারের স্বাদ, রং, গন্ধ সবকিছুর দিকে সম্পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে খাওয়া। না হলে খাবারের পুরো পুষ্টি পাওয়া সম্ভব নয়। বিশেষ করে শিশুদের খাওয়ানোর সময় হাতে ফোন দেওয়া একেবারে উচিত নয়। এতে তারা খাবারের স্বাদ-বর্ণ-গন্ধ কিছুই টের পায় না। শুধু খাবার গেলে।

একা খাবার খান বা পরিজন কিংবা বন্ধুদের সঙ্গে, খাওয়ার সময় মোবাইলে সময় দেবেন না। বাড়িতে বা বাইরে খাবার টেবিলে একসঙ্গে খাবার খাওয়া পারস্পরিক সম্পর্ক মজবুত করে, যাকে বলে 'কোয়ালিটি টাইম' কাটানো। তাই ফোনে মন দিয়ে এই সময়টাকে নষ্ট করা ঠিক নয়।

ওজন বেড়েই চলেছে

নিয়মিত শরীরচর্চা ও ব্যালেন্সেড ডায়েট করার পরেও ওজন কমছে না? অথচ ওজন কমার আশায় শরীরচর্চা করেই চলেছেন। শেষে হতাশও হয়ে পড়ছেন। কিন্তু কখনও ভেবে দেখেছেন কি কেন এমনটা হচ্ছে? এই অনিচ্ছাকৃত ওজন বৃদ্ধির কারণ কী? এর পেছনে কয়েকটি কারণ থাকতে পারে। যেমন –

স্ট্রেস

আমরা যখন স্ট্রেসড হয়ে পড়ি তখন শরীর সারভাইভাল মোডে চলে যায়। এই অবস্থায় স্ট্রেস হরমোন কর্টিসলের মাত্রা বেড়ে যায়, যা আমাদের খিদে বাড়িয়ে দেয়। খিদের পেটে আমরা ক্যালোরি সমৃদ্ধ খাবার বেশি খেয়ে ফেলি। ফলে স্বভাবতই ওজন বাড়ে। এছাড়া স্ট্রেসের কারণে রক্তে শর্করার মাত্রা বেড়ে যায়। আর এই উচ্চ শর্করা অনেকদিন ধরে থাকলে আমাদের শরীর ওই অতিরিক্ত শর্করাকে ফ্যাট হিসেবে জমাতে শুরু করে। এতে ওজনের অঙ্কে আরও কিছু কেজি যোগ হয়। সুতরাং, স্ট্রেস মোকাবিলায় মনকে শান্ত রাখার কৌশল রপ্ত করুন। গভীর শ্বাস নিন এবং নিয়মিত যোগ করুন।

ঘুমে গণ্ডগোল

ন্যাশনাল স্লিপিং ফাউন্ডেশনের মতে, ১৮ থেকে ৬৫ বছর বয়সিদের প্রতিদিন সাত থেকে নয় ঘণ্টা ঘুম জরুরি। এর থেকে বেশি বয়সিদের সাত থেকে আট ঘণ্টা ঘুম যথেষ্ট। এর থেকে যদি কম ঘুমোন তাহলে কিন্তু তা অনিবার্যভাবে আপনার ওজনে প্রভাব ফেলতে পারে। এমনকি ওবিসিটি এবং ডায়াবিটিস হওয়ার ঝুঁকিও থাকে। কম ঘুম কিন্তু বিপাক ক্রিয়ায় ব্যাঘাত ঘটাতে পারে, যাতে আপনার সবসময়ই খিদে খিদে ভাব থাকতে পারে।

অতিরিক্ত শরীরচর্চা

হু'র মতে, প্রতি সপ্তাহে কমপক্ষে ১৫০ মিনিট শরীরচর্চা প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য যথেষ্ট। ওজন কমানোর লক্ষ্যে অতিরিক্ত শরীরচর্চা করলে শরীরে প্রদাহ হতে পারে। আর এটা যত বেশি হবে তত আপনার ওজন বাড়বে। সুতরাং, আপনার শরীরের ধরন ও প্রয়োজন অনুযায়ী শরীরচর্চা করুন। প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন।

পারিবারিক কারণ

যতই চেষ্টা করুন না কেন আপনি জিনগত কিছু প্যাটার্ন উপেক্ষা করতে পারবেন না। আপনার পরিবারে কারও ওবিসিটি বা মোটা হওয়ার ধাত থাকলে পরিবারের যে কোনও সদস্যের মধ্যে সেই ধাত আসতে পারে।

বইমেলার জন্য খোঁড়াখুঁড়ি

ওটাই চাই আমার।। *শিলিগুড়ির ঘোগোমালিতে রবিবার। ছবি : বিশ্বজিৎ কুণ্ডু*

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ২৪ নভেম্বর : শিলিগুড়ি মহকুমা বইমেলা আয়োজনে মাটি খোঁড়া হচ্ছে শিলিগুড়ির বাঘা যতীন পার্কে। অথচ একসময় পুরনিগমের বর্তমান মেয়র গৌতম দেব স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন, পার্কের মাঠ খুঁড়ে প্যান্ডেল বানানো যাবে না। অনুষ্ঠানের জন্য করতে হবে বিকল্প ব্যবস্থা। এমনকি বাঘা যতীন পার্কের মাঠে পুজো করলেও মাটি না খুঁড়ে প্যান্ডেল তৈরি করতে হবে। সেসব অবশ্য অতীত। সরকারি বইমেলার প্যান্ডেলের বাঁশ পুঁততে গিয়ে গোটা মাঠে প্রচুর গর্ত খোঁড়া হয়েছে। মেয়র গৌতম দেবের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলছেন, 'বাইরে আছি। বিষয়টি জানা নেই।'

এই ঘটনায় সরব রাজনৈতিক নেতা থেকে শহরের বিশিষ্টজনরা। শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষের বক্তব্য, 'একসময় এই মাঠে গর্ত করা নিয়ে আমাকে হেনস্তা করা হয়েছিল। শাসকদল বলে তৃণমূল কংগ্রেস যা খুশি তাই করছে। এসব ঠিক নয়।' বিতর্ক প্রসঙ্গে দার্জিলিংয়ের জেলা সহকারী গ্রন্থাগার আধিকারিক সৈকত গোস্বামীর অবশ্য সাফ কথা, 'আইন মেনে আমরা বইমেলার প্যান্ডেল তৈরি করছি। যত কম সম্ভব গর্ত খোঁড়া হচ্ছে।'

৩০ নভেম্বর থেকে বাঘা যতীন পার্কে শুরু হচ্ছে শিলিগুড়ি মহকুমা বইমেলা। ইতিমধ্যে স্টল তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। রবিবার দুপুরে সেখানে গিয়ে দেখা গেল, মাঠে অজস্র গর্ত খুঁড়ে স্টলের জন্য বাঁশের খুঁটি পোঁতা হচ্ছে। যা দেখতে দেখতে সেখানে উপস্থিত অনেকেই বলছিলেন, 'এই মাঠে তো গর্ত খোঁড়ার কথা নয়। অনেক দামি ঘাস এনে বসানো হয়েছিল। নিয়মিত জল দিয়ে পরিচর্যা করা হয়। সেখানে এভাবে খোঁড়াখুড়ি কেন?' এসব প্রশ্ন শুনে চুপ থেকেছেন কর্মরতরা।

গৌতম উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী থাকাকালীন বাঘা যতীন পার্কের চারদিকে রেলিং দিয়ে ঘেরা হয়। বাইরে থেকে দামি ঘাস এনে বসানো হয়েছিল। নিয়মিত জল দেওয়া সহ পরিচর্যার জন্য নিয়োগ করা হয় কর্মী। প্রথম থেকেই মাঠ খুঁড়ে প্যান্ডেল তৈরিতে নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছিল। বাম পুরবোর্ডের আমলে শংকর ঘোষ শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিভাগের মেয়র পারিষদ ছিলেন। ভাষা দিবসের অনুষ্ঠানে বাঘা যতীন পার্কে মঞ্চ তৈরি নিয়ে তৎকালীন বিরোধী দলনেতা রঞ্জন সরকারের সঙ্গে শংকরের বিরোধ প্রকাশ্যে এসেছিল। তবে, পরে প্রমাণিত হয় যে কোনও গর্ত খোঁড়া হয়নি।

তৃণমূল বোর্ডের আমলে সেই মাঠ খুঁড়ে পোঁতা হচ্ছে বাঁশ। যা নিয়ে বিভিন্ন মহলে ক্ষোভ ছড়িয়েছে। শহরের বাসিন্দা লেখিকা সেবন্তী ঘোষের কথায়, 'আমি চাই বইমেলা সুষ্ঠুভাবে হোক, তবে মেলার পরে যেন মাঠকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে দেওয়া হয়।' ক্রীড়াপ্রেমী অনুপ বসুর বক্তব্য, 'মেয়র গৌতম দেব নিজেই একসময় দায়িত্ব নিয়ে মাঠটি ভালোভাবে তৈরি করেছিলেন। বলেছিলেন, এখানে মাটি খুঁড়ে বাঁশ পুঁতে কিছু করা যাবে না। পুজোর সময় যেখানে বাঁশ পুঁততে বারণ করা হয়, সেখানে সরকারি বইমেলার জন্য কীভাবে অনুমতি দেওয়া হল? শহরের একজন সাধারণ নাগরিক হিসেবে আমার তীব্র আপত্তি থাকছে, আমি এই বিষয়ে প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।'

আক্রমণ শানিয়েছেন বিরোধী নেতারা। শিলিগুড়ির বিধায়কের কথায়, 'মাঠকে নষ্ট করা যাবে না। এর আগেও বিভিন্ন সময় মাঠের অপব্যবহার নিয়ে কথা বলায় আমাকে হেনস্তা করা হয়েছে, এগুলো ঠিক হচ্ছে না। শাসকদল বলে ওরা গায়ের জোরে যা ইচ্ছে, তাই করছে। মানুষ জবাব নিশ্চয়ই দেবে।' প্রাক্তন মেয়র অশোক ভট্টাচার্যের প্রতিক্রিয়া, 'রাজনৈতিক দলকে বাঘা যতীন পার্কে সভা করতে দেওয়া যাবে না বলেছিল। অথচ শাসকদল সরকারি-বেসরকারি, সব অনুষ্ঠান করছে। মাঠ খুঁড়ে প্যান্ডেল হচ্ছে। এখন গৌতম দেব, রঞ্জন সরকার কোথায়? তাঁদের প্রতিবাদ কোথায় গেল? ক্ষমতায় রয়েছি বলে সবকিছু করা যায় না।'

শিলিগুড়ি মহকুমা বইমেলার প্রস্তুতি। মাঠ খুঁড়ে পোঁতা হচ্ছে খুঁটি। বাঘা যতীন পার্কে রবিবার। -সংবাদচিত্র

বাঘা যতীন পার্ক

দ্বিচারিতার অভিযোগ

- গৌতম দেব উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী থাকাকালীন বাঘা যতীন পার্কের চারদিক রেলিং দিয়ে ঘেরা হয়
- দামি ঘাস বসানোর পাশাপাশি পরিচর্যার জন্য নিয়োগ করা হয় কর্মী
- অনুষ্ঠান কিংবা পুজো, মাঠে খোঁড়াখুঁড়িতে নিষেধাজ্ঞা প্রথম থেকে
- সরকারি বইমেলার স্টলের জন্য মাটি খুঁড়ে পোঁতা হচ্ছে বাঁশের খুঁটি
- পুরনিগমের ভূমিকায় প্রশ্ন শংকর, অশোকের

রজত জয়ন্তী

ইসলামপুর, ২৪ নভেম্বর : রবিবার ইসলামপুর বাস টার্মিনাস সংলগ্ন একটি হোটেলের হল ঘরে ইসলামপুর ইলেক্ট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেট্রনিক্স মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের রজত জয়ন্তী বর্ষ পালিত হল। উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক আব্দুল করিম চৌধুরী, পুর চেয়ারম্যান কানাইয়ালাল আগরওয়াল, ব্যবসায়ী সংগঠন ফিটোর সভাপতি কানাইয়ালাল বোথরা প্রমুখ।

সম্মেলন

ইসলামপুর, ২৪ নভেম্বর : রবিবার সিপিএমের ইসলামপুর ১ নম্বর এরিয়া কমিটির সম্মেলন হয়। শহরের সূর্য সেন মঞ্চে ওই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছিল। উপস্থিত ছিলেন ১২৪ জন প্রতিনিধি। পার্টির রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য পলাশ দাস এবং উত্তর দিনাজপুর জেলা সম্পাদক আনোয়ারুল হক সহ অন্য নেতারা অংশ নিয়েছিলেন। ১৯ জনের একটি কমিটি গঠন করা হয়।

চরে নেশার আসর

শিলিগুড়ি, ২৪ নভেম্বর : ৪ নম্বর ওয়ার্ডের আদর্শনগরের মহানন্দার চর এলাকায় নেশা ও জুয়ার আসর চলছে রমরমিয়ে। এই আসরকে কেন্দ্র করে প্রায় প্রতিদিন ছোট-বড় ঝামেলা হচ্ছে এলাকায়। যার প্রভাব পড়ছে নতুন প্রজন্মের ওপর। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, একাধিকবার বিভিন্ন মহলে অভিযোগ জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি। সমস্যা সমাধানে কড়া পদক্ষেপ চাইছেন আদর্শনগরের বাসিন্দারা।

সমস্যার কথা স্বীকার করে ওয়ার্ড কাউন্সিলার বিবেক সিং বলছেন, 'এই এলাকাগুলিতে যাতে অভিযান চালানো হয়, সেজন্য পুলিশ ও প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলব।'

স্থানীয় সূত্রের খবর, আদর্শনগরের মহানন্দার চরে সন্ধ্যার পর বসছে নেশা ও জুয়ার আসর। রাতে রীতিমতো মোবাইলের আলো জ্বালিয়ে চলছে আসামাজিক কাজকর্ম। অনেক কমবয়সি ছেলেও জড়িয়ে পড়ছে নেশা ও জুয়ায়। যা নিয়ে অতিষ্ঠ পরিবারের লোকেরা। স্থানীয় বাসিন্দা মানসী পালের কথায়, 'এলাকায় এই ধরনের আসরের বাড়বাড়ন্তে আমরা চিন্তিত। পরিবারেও এর প্রভাব পড়ছে।' নেশার আসর বন্ধে কঠোর পদক্ষেপ করা উচিত বলে মনে করছেন এলাকার বাসিন্দা সত্যজিৎ রায়।

অভিযোগ, নেশার আসরের প্রতিবাদ জানানো হলে দুষ্কৃতীরা পালটা চড়াও হয়। আসর ঘিরে এলাকায় বহিরাগতদের আগমন ঘটছে। সন্ধ্যার পর থেকেই এলাকায় বহিরাগতদের আনাগোনা বাড়তে থাকে। এ বিষয়ে দ্রুতই প্রশাসনিক পদক্ষেপের দাবি তুলেছেন এলাকার স্থানীয় বাসিন্দা সুরজিৎ কুণ্ডু। তিনি বললেন, 'প্রতিবাদ করলে পালটা রোষের মুখে পড়তে হচ্ছে। তাই আমরা চাই, পুলিশ ও প্রশাসন নেশা ও জুয়ার আসর বন্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিক।'

নালা সাফাই নিয়ে প্রশাসনকে নিশানা করিমের

দায়িত্ব দিলে ভাঙবে দোকান

ইসলামপুর, ২৪ নভেম্বর : ইসলামপুর শহরে নিকাশিনালা সাফাইয়ের দায়িত্ব প্রশাসনকে না দেওয়ার নিদান দিলেন আবদুল করিম চৌধুরী। প্রয়োজনে তিনি বিধায়ক তহবিল থেকে আর্থিক বরাদ্দের কথা জানিয়েছেন। বিধায়কের যুক্তি, ইসলামপুর শহরের মাঝখান দিয়ে যাওয়া রাজ্য সড়ক সম্প্রসারণের নামে ব্যবসায়ীদের দোকান ভাঙার উদ্যোগ নিয়েছিল প্রশাসন। তাঁর হস্তক্ষেপের পর প্রশাসনকে পিছু হটতে হয়েছে বলে দাবি করিমের। এখন তাঁর অনুমান, রাস্তা সম্প্রসারণ শেষ হওয়ার পর দু'পাশের নিকাশিনালা পরিষ্কারের দায়িত্ব ফের দেওয়া হলে প্রশাসন দোকান ভাঙার চেষ্টা করবে। তাই প্রয়োজনে ব্যবসায়ীদের নিয়ে তিনি সাফাই অভিযানে নামবেন।

বিধায়কের কথায়, 'সিপিএমের আমলে শহরের মাঝখান দিয়ে ফোর লেন তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। এরপর তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর সঙ্গে দেখা করে সেটা শহরের বাইরে সরিয়ে ব্যবসায়ীদের বাঁচানো হয়। সম্প্রতি ফের রাস্তা চওড়া করার নামে অসহায় ব্যবসায়ীদের দোকান ভাঙার চেষ্টা চলছিল। আমি মহকুমা শাসককে অনুরোধ করার পর প্রশাসন সেই কাজ আটকে দেয়। এখন নিকাশিনালা সাফাইয়ের জন্য যদি প্রশাসনকে দায়িত্ব দেওয়া হয়, তাহলে ফের নিকাশিনালার ওপরে থাকা দোকান ভাঙার চেষ্টা করবে। আমি ভাঙতে দেব না। প্রয়োজনে আমি নিজের বিধায়ক তহবিল থেকে দু-তিন লক্ষ টাকা সাফাই অভিযানের জন্য পুরসভাকে দিতে রাজি।'

পুর চেয়ারম্যান কানাইয়ালাল আগরওয়াল জানান, এই নিকাশিনালা পুরসভার অধীনে। নিয়মিত পুরসভার তরফে পরিষ্কার হচ্ছে। করিমের মন্তব্যের প্রতিক্রিয়া দিতে চায়নি পথিপার্শ্বস্থ ব্যবসায়ী সমিতি। সংগঠনের সম্পাদক সুভাষ চক্রবর্তী বলেছেন, 'এটা পুরোপুরি বিধায়ক, পুরসভা এবং প্রশাসনের ব্যাপার। তাই কোনও মন্তব্য করব না।'

রক্তদান শিবির

শিলিগুড়ি, ২৪ নভেম্বর : রবিবার শিলিগুড়িতে আরএসএসের শাখা সংগঠন উত্তরবঙ্গ সেবা ভারতীর উদ্যোগে মেগা রক্তদান কর্মসূচি নেওয়া হয়েছিল। প্রণামি মন্দির, রথখোলার রাধাগোবিন্দ মন্দির সহ শহরের ১৫টি জায়গায় শিবিরের আয়োজন হয়। সব মিলিয়ে ৬৩৮ ইউনিট রক্ত সংগ্রহ করা হয়েছে বলে জানান আয়োজকরা। সংগৃহীত রক্ত কয়েকটি বেসরকারি ব্লাড ব্যাংকে পাঠানো হয়েছে। ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের শিবিরে দীপককুমার গুপ্তা নামে এক ব্যক্তি রক্তদান করতে এসেছিলেন। এটা তাঁর ১৪৪তম রক্তদান। এদিনই লায়ন্স ক্লাব অফ শিলিগুড়ি অনন্যা হাকিমপাড়ায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেছিল। সেখানে সংগৃহীত ৪০ ইউনিট রক্ত শিলিগুড়ির একটি বেসরকারি ব্লাড ব্যাংকে পাঠানো হয়।

ইনস্পিরিয়া ইউথ রান

শিলিগুড়ি, ২৪ নভেম্বর : আয়োজিত হল বহু প্রতীক্ষিত ইনস্পিরিয়া ইউথ রান ৭.০। ইনস্পিরিয়া নলেজ ক্যাম্পাসের জাকজমকপূর্ণ এই আয়োজন দৌড়বিদদের এক অভিনব সুযোগ করে দেয় প্রতিবছর। এবারের প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন বিভাগের বিজেতার হাতে তুলে দেওয়া হয় ট্রফি। এছাড়া প্রত্যেক ফিনিশারের জন্য ছিল আকর্ষণীয় উপহার।

এদিনের কর্মসূচিতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় ফুটবল দলের প্রাক্তন অধিনায়ক বাইচুং ভুটিয়া। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি এবং প্রতিযোগিতামূলক মানসিকতার এক অদ্ভুত মেলবন্ধন এই ইউথ রানকে করে তুলেছে উত্তরবঙ্গের অন্যতম জনপ্রিয় দৌড় প্রতিযোগিতা।

মিডিয়া সেলস এগজিকিউটিভ
শিলিগুড়ি
একদম তাই। টার্গেট পূরণের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়া এবং দিনের শেষে হাসিমুখে বাড়ি ফেরার আত্মবিশ্বাস যদি থাকে তাহলে উত্তরবঙ্গ সংবাদে শিলিগুড়ির মিডিয়া সেলস এগজিকিউটিভ পদের জন্য আবেদন করতে পারেন। কাজ উত্তরবঙ্গ সংবাদ পত্রিকা এবং পোর্টালের জন্য বিজ্ঞাপন সংগ্রহ। সোশ্যাল মিডিয়ায় স্বচ্ছন্দ প্রার্থীরা অগ্রাধিকার পাবেন।
রোজ পরীক্ষা রোজ পাশ রোজ তৃপ্তি
যোগ্যতা স্নাতক। মিষ্টভাষী, হাসিখুশি, মিশুকে, ধৈর্যশীল এবং কথা বলায় দক্ষতা একান্ত আবশ্যিক। বিজ্ঞাপন বিভাগে কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকলে ভালো। না থাকলেও অসুবিধা নেই, যদি থাকে নিজেকে যোগ্য করে তোলার আত্মবিশ্বাস। অনভিজ্ঞ প্রার্থীদের শিক্ষানবিশ হিসেবে গণ্য করা হবে। বয়স অনূর্ধ্ব ৩২।
ই-মেল করুন ২৭ নভেম্বর, ২০২৪-এর মধ্যে
ubs.torchbearer@gmail.com
উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয় উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শৌচকর্ম করতে গিয়ে হেনস্তার শিকার

শিলিগুড়ি, ২৪ নভেম্বর : শনিবার তুফানগঞ্জের একটি বাসের চালক তেনজিং নোরগে বাস টার্মিনাসে এসে শৌচকর্ম করার কারণে হেনস্তার মুখে পড়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। আর এই অভিযোগকে কেন্দ্র করে রবিবার শিলিগুড়ি ডিপোতে দীর্ঘক্ষণ ধরে বিক্ষোভ দেখালেন নিগমের তৃণমূল প্রভাবিত শ্রমিক সংগঠনের সদস্যরা। সংগঠনের নেতা দীপেশ দাস বলেন, 'তুফানগঞ্জ থেকে একটি দূরপাল্লার বাস যাচ্ছিল। টার্মিনাসে এসে সেই বাসটি দাঁড়ায়। টার্মিনাসে যেহেতু শৌচালয়গুলোর কাজ চলছে, তাই সে বাইরেই শৌচকর্ম করতে শুরু করে। এমন সময় টার্মিনাসের ইনচার্জ পার্থপ্রতিম সরকার তাকে দেখে চড়াও হয়। তার গোপনাঙ্গে পর্যন্ত লাথি মারে।' ওই চালককে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছে বলে তিনি জানান। যতক্ষণ না ওই ইনচার্জের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে, ততক্ষণ তাঁরা আন্দোলন চালিয়ে যাবেন বলেও জানান।

এদিন ডিপোর আধিকারিকদের দীর্ঘক্ষণ ঘেরাও করে রাখেন সংগঠনের সদস্যরা। ডিপোর আধিকারিক সুশান্ত পালের কথায়, 'গায়ে যদি উনি হাত দিয়ে থাকেন তাহলে একেবারে ভালো কাজ করেননি। আমার ওই বাসচালকের সঙ্গে কথা হয়েছে।' উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ নিশ্চয় বিষয়টা দেখবে বলে তিনি জানান।

গ্রেপ্তার পাঁচ দুষ্কৃতী

শিলিগুড়ি, ২৪ নভেম্বর : অপরাধমূলক কাজের উদ্দেশ্যে জড়ো হওয়ার অভিযোগে পাঁচ দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করল প্রধাননগর থানার পুলিশ। ধৃতদের নাম আকাশ লামা, আশিক ওরাওঁ, সুরোজ মংগর, সুনীল ওরাওঁ এবং মহম্মদ আসিফ। এঁদের মধ্যে আকাশ খোলাচাঁদ ফাপড়ির বাসিন্দা। আশিক চম্পাসারির বৌবাজার, সুরোজ গুরুংবস্তি, সুনীল ওরাওঁ দেবীডাঙ্গা ও মহম্মদ আসিফ রাজেন্দ্রনগরের বাসিন্দা। জানা গিয়েছে, শনিবার রাতে গোপন সূত্র মারফত পুলিশের কাছে খবর আসে, অপরাধমূলক কাজের উদ্দেশ্যে কয়েকজন দুষ্কৃতী রেগুলেটেড মার্কেট এলাকায় জড়ো হয়েছে। পুলিশ অভিযান চালিয়ে ওই পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করে। ধৃতদের এদিন শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

সব বাড়ির হ্যাচবোল্ট টেনে মন্দিরে চুরি

মন্দিরের গেটের ভাঙা হ্যাচবোল্ট। সাউথ আম্বেদকর কলোনিতে।

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৪ নভেম্বর : চুরি চলছে, কেউ আঁচ পেলেই বিপদ! মন্দিরে চুরির ক্ষেত্রেও একই ভয়। একবার হাতে পড়লে আর রক্ষা নেই। তাই চুরি করতে আসার সময় একে একে বাড়িগুলোর মূল দরজার হ্যাচবোল্ট বাইরে থেকে টেনে দিল চোর। এরপর 'নির্ভয়ে' এলাকার একটি মন্দিরের গেটের হ্যাচবোল্ট ভেঙে বিগ্রহের সোনার অলংকার, বাসনপত্র চুরি করে চম্পট। রবিবার ভোরে ঘটনাটি ঘটে শিলিগুড়ি পুরনিগমের ১ নম্বর ওয়ার্ডের সাউথ আম্বেদকর কলোনিতে। যাঁদের বাড়িতে চুরি হয়, তাঁরা বিষয়টি টের পেলেও কিছু করতে পারলেন না। কারণ তাঁরাও তো 'বন্দি'।

বাড়ির সদস্য আদিত্য দাস বললেন, 'ভোরবেলা শৌচকর্মের জন্য উঠেছিলাম। দেখি, মন্দিরের পাশে আমাদের দোকানটা খোলার চেষ্টা করা হচ্ছে। আমি বের হতে গেলে দেখি, বাড়ির দরজার হ্যাচবোল্ট বাইরে থেকে টেনে দেওয়া হয়েছে। তারপর মন্দিরে থাকা সব চুরি করে চোরটা চলে গেল।' তাঁর সংযোজন, 'আশপাশের বাড়ির লোকদের ডাকাডাকির চেষ্টা করতে বুঝলাম, ওই বাড়িগুলোরও দরজা বাইরে থেকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।'

প্রধাননগর থানার আইসি বাসুদেব সরকার বলেন, 'চুরির কথা শুনেছি। তবে এখনও কোনও অভিযোগ দায়ের হয়নি। গোটা বিষয়টা দেখা হচ্ছে।'

এমন ঘটনায় শুধু অবাকই নন, ক্ষুব্ধ এলাকার বাসিন্দারা। বাসিন্দাদের অভিযোগ, পরিস্থিতি এমনই হচ্ছে যে এলাকায় রাস্তার ধারে থাকা বাড়ির মন্দিরগুলোতে প্রতিমার গায়ে সোনা কিংবা অন্য সামগ্রী রাখতে চিন্তা করছে হচ্ছে। এমনকি, এর পেছনে এলাকায় চলা নেশাগ্রস্তদের উপদ্রবকে দায়ী করছেন স্থানীয়রা। বিষয়টি নিয়ে চিন্তিত ওয়ার্ড কাউন্সিলার সঞ্জয় পাঠক। তিনি বলছেন, 'ঠোকর এলাকা ক্রমশ নেশাগ্রস্তদের এপিসেন্টার হয়ে দাঁড়িয়েছে। ওদের কারণে আশপাশের এলাকার মানুষজন ভুগছেন।'

খালপাড়ার নয়াবাজারে এদিন একটা আটা মিলের তালা ভেঙে চুরির অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগ, ওই এলাকায় এর আগেও কয়েকটি চুরির ঘটনা ঘটেছে। ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিং বলছেন, 'চুরির যে কোনও অভিযোগে আমরা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিচ্ছি। এ ধরনের ঘটনা আটকাতে প্রিভেন্টিভ অ্যারেস্টের ওপরও আমরা জোর দিচ্ছি।'

জুনিয়ার ক্যাশিয়ার চাই
শিলিগুড়ি অফিসে জুনিয়ার ক্যাশিয়ার নিয়োগ করা হবে
যোগ্যতা : বি কম। ট্যালি, অনলাইন ব্যাংকিং, জিএসটি জানা প্রার্থীরা অগ্রাধিকার পাবেন। অ্যাকাউন্টস সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা বাঞ্ছনীয়। বয়স : অনূর্ধ্ব-৩০।
আগ্রহীরা সিভি ই-মেল করুন ২৭ নভেম্বর, ২০২৪-এর মধ্যে
ubs.torchbearer@gmail.com
উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয় উত্তরবঙ্গ সংবাদ

Celebrating 11 YEARS OF EXCELLENCE IN THE FIELD OF EDUCATION
"INCEPTION TO PERFECTION"
ADMISSION OPEN
Modians Early Days
Nursery, LKG ,UKG.
Classes 1 to 4 & 11
(Com. Science & Hum.)
*No vacancy in classes 5,6,7,8 and 9
ACADEMIC FACILITIES
• SMART CLASSES, LIBRARY
• COMPUTER, SCIENCE & MATHEMATICS LABS
• ART & CRAFT, MUSIC & DANCE STUDIOS
• AUDITORIUM, ROBOTIC LAB
• CULINARY CLASSES BY MASTER CHEF JOSEPH ROZARIO
• DEDICATED COUNSELLOR, REMEDIAL CLASSES
SPORTS FACILITIES
• SPORTS CENTER WITH 25m SWIMMING POOL
• CRICKET & FOOTBALL FIELDS, BADMINTON COURTS
• MULTI GYMNASIUM
• BASKETBALL, VOLLEYBALL, THROW BALL
• PLAY ZONE AREA FOR KIDS
• DEDICATED COACHES
Partnered with IIT Madras BS Degree School
Connect Program for certificate course in
Data Science & AI and Electronic Systems (Classes 11 & 12)
RESIDENTIAL FACILITIES
SEPARATE HOSTEL FOR BOYS & GIRLS WITH PASTORAL CARE
NUTRITIOUS MEALS PREPARED BY EXPERIENCED CHEF
MODI PUBLIC SCHOOL, SILIGURI
A Co-Educational Day cum Residential Senior Secondary School (10+2)
Affiliated to C.B.S.E., Delhi, Affiliation No. 2430184
Follow us :
www.mpssiliguri.com
0353-2571616 / 17
9564777747, 9564777797
Matigara, Siliguri - 734 010

খামতিতেই হার, মানছে পদ্ম

ভাস্কর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২৪ নভেম্বর : আরজি কর কাণ্ড কিংবা তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে একাধিক দুর্নীতির অভিযোগ, কোনও ইস্যুর প্রভাব পড়েনি রাজ্যের উপনির্বাচনে। উত্তরবঙ্গের দুটি আসনেই শাসকদলের কাছে বড় ব্যবধানে পরাজয় হয়েছে বিজেপির। উত্তরের পদ্ম নেতাদের একাংশ মনে করছেন, এই ফলের পরেও যদি সাংগঠনিক দুর্বলতা খুঁজে বের করে খামতি না মেটানো হয়, তবে আগামী বিধানসভা ভোটে ফল ভালো হবে না। বিশেষ করে শেষ বিধানসভা ভোটে যে কয়েকটি আসনে বিজেপি জিতেছিল, ক্ষত মেরামত না হলে সেই ধারাবাহিকতা বজায় রাখা কঠিন হয়ে দাঁড়াবে।

আলিপুরদুয়ারের সাংসদ মনোজ টিগ্গার বক্তব্য, 'পরাজয় যখন হয়েছে, ঘাটতি তো নিশ্চয়ই ছিল। কিছু দুর্বলতা না থাকলে তো এভাবে হারতাম না। কোথাও নিশ্চয় কিছু ঘাটতি থেকেছে, সেটা আমাদের অনুসন্ধান করতে হবে।'

গণনাকেন্দ্র থেকে বেরিয়ে আসছেন বিজেপি প্রার্থী। -ফাইল চিত্র

> পরাজয় যখন হয়েছে, ঘাটতি তো নিশ্চয়ই ছিল। কিছু দুর্বলতা না থাকলে তো এভাবে হারতাম না। কোথাও নিশ্চয় কিছু ঘাটতি থেকেছে, সেটা আমাদের অনুসন্ধান করতে হবে।
>
> **মনোজ টিগ্গা**
> সাংসদ, আলিপুরদুয়ার

শিলিগুড়ির বিধায়ক তথা রাজ্য বিজেপির সম্পাদক শংকর ঘোষের কথায়, 'কোথাও যদি দুর্বলতা থাকে, সেটা কাটিয়ে উঠতে হবে। শাসক তো চাইবেই, অপকর্ম করে নির্বাচনে জিততে। বিরোধী হিসেবে আমাদের দায়িত্ব সেই অপকর্ম রোখা। সেই দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে আমাদের কোথাও খামতি রয়েছে কি না, সেটা আমাদের পর্যালোচনা করা দরকার।'

যদিও তাঁর বক্তব্য, পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনের ফলাফলে জনমত প্রকাশ পায় না, এটা প্রমাণিত সত্য। একই মত বিজেপির কোচবিহার জেলা সভাপতি সুকুমার রায়ের। তাঁর দাবি, 'মানুষ সেভাবে ভোট দিতে না পারায় এমন ফল হয়েছে।' এই উপনির্বাচনে সিতাই জয়ের স্বপ্ন সেভাবে দেখেনি বিজেপি। তবে মাদারিহাট হাতছাড়া হওয়ায় দলীয় কোন্দলের পাশাপাশি সাংগঠনিক দুর্বলতাকে দায়ী করছেন অনেকে।

শাসকদলের বিরুদ্ধে প্রচারের এত ইস্যু থাকলেও সেগুলিকে হাতিয়ার করে বিজেপি যে মানুষের মনে দাগ কাটতে পারেনি, তা ফলাফলে স্পষ্ট। পরবর্তী বিধানসভা ভোটের বছর দেড়েক আগে এই উপনির্বাচন যেমন তৃণমূলের কাছে ছিল অ্যাসিড টেস্ট, তেমন বিজেপির জন্য ছিল সাংগঠনিক শক্তি যাচাইয়ের সুযোগ। তাতে ডাহা ফেল করেছে পদ্ম শিবির। বিজেপি নেতাদের একটা বড় অংশ চাইছে, '২৬-এর মহারণের আগে ঘাটতি মেটানোর উদ্যোগ নিক রাজ্য ও কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। রাজ্য মহিলা মোর্চার সাধারণ সম্পাদক অনিন্দিতা রায় দাস জানিয়েছেন, এই মুহূর্তে দলের সদস্যতা অভিযান চলছে। যেখানে মানুষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করা হচ্ছে। পুরোনোকে মনে না রেখে, ভুলভ্রান্তি কাটিয়ে '২৬-এর বিধানসভা ভোটের দিকে তাকিয়ে এগোতে হবে।

পানিঘাটা চা বাগানে রিলে অনশন শুরু

শিলিগুড়ি, ২৪ নভেম্বর : বন্ধ পানিঘাটা চা বাগান খোলা সহ নানা দাবিতে রবিবার থেকে রিলে অনশন শুরু হল। প্রথম দিন চারজন মহিলা শ্রমিক অনশনে বসেন। তাঁদের দাবি, অবিলম্বে বাগান খুলতে হবে ও সব শ্রমিককে নিয়োগ করতে হবে। শ্রমিক অসন্তোষকে কারণ দেখিয়ে ২০১৫ সালে মালিকপক্ষ পানিঘাটা চা বাগান বন্ধ করে দেয়। বর্তমানে বাগানের চা পাতা তৈরির কারখানা সহ সবকিছুরই ভগ্নপ্রায় দশা।

এদিন চা শ্রমিক সুরক্ষা কমিটির সঙ্গে আইনজীবী বন্দনা রাই অনশনস্থলে যান। তিনি আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়ে বলেন, '১০ বছর ধরে বাগান বন্ধ। ২০১৯ সাল থেকে বাগানের কয়েকজন কমিটি তৈরি করে নিয়মিত চা পাতা তুলে বিক্রি করছেন। তাঁরা সামান্য কিছু শ্রমিককে নিয়ে কাজ করছেন। স্থায়ীদের কাজে নেওয়া হয়নি। ফলে, স্থায়ী শ্রমিকরা ভয়াবহ আর্থিক সমস্যায় পড়েছেন।' প্রশাসনের নীরবতা নিয়ে তিনি প্রশ্ন তোলেন।

তাঁর কথায়, 'অবিলম্বে গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ) রাজ্য সরকারের সঙ্গে কথা বলে বাগানটি খোলার ব্যবস্থা করুক।' তা না হওয়া অবধি তিনি এই অনশনকে সমর্থন করে যাবেন বলে জানান। প্রয়োজনে তিনি আদালতে যাওয়ারও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

ডাম্পারের ধাক্কায় মহিলা সহ জখম চার

কিশনগঞ্জ, ২৪ নভেম্বর : ডাম্পারের সঙ্গে ছোট গাড়ির সংঘর্ষে এক মহিলা সহ চারজন জখম হলেন। রবিবার সকালে ঘটনাটি ঘটে কিশনগঞ্জের নেপাল সীমান্তের সুখানি থানার ৩২৭-ই জাতীয় সড়কে পোয়াখালি থেকে সাত কিলোমিটার দূরে এক ধর্মকাঁটার সামনে। ছোট গাড়িটিতে পূর্ণিয়া নম্বর থাকায় পুলিশের অনুমান আহতরা সম্ভবত ওই শহরের বাসিন্দা। সবাই অচৈতন্য থাকায় তাঁদের পরিচয় জানা যায়নি। সুখানি থানার আইসি ধর্মপাল কুমার ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাঁদের উদ্ধার করে ঠাকুরগঞ্জ হাসপাতালে পাঠান। এঁদের মধ্যে দুজনকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে পাঠানো হয়। পুলিশ গাড়িগুলি বাজেয়াপ্ত করে।

ডাম্পারের চালক, খালাসি পলাতক। ছোট গাড়িটি বাগডোগরা ও ডাম্পারটি খড়িবাড়ির দিক থেকে পাথর নিয়ে বাহাদুরগঞ্জের দিকে যাচ্ছিল বলে পুলিশ জানিয়েছে। এই দুর্ঘটনার জেরে জাতীয় সড়কে বেশকিছুক্ষণ যানজট তৈরি হয়। পরে পুলিশ সেই যানজট মুক্ত করে।

দুর্ঘটনায় মৃত্যু বাইকচালকের

চোপড়া, ২৪ নভেম্বর : কাঁচা চা পাতা ভর্তি পিকআপ ভ্যানের সঙ্গে মোটরবাইকের সংঘর্ষে মৃত্যু হল বাইকচালকের। রবিবার ঘটনাটি ঘটে চোপড়া থানার ডাঙ্গিবাড়ি এলাকায়। মৃতের নাম বিপ্লব সিংহ (২২)। বাড়ি স্থানীয় হনুমানগছ এলাকায়। পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠিয়েছে। ঘাতক পিকআপ ভ্যানটিকে আটক করা হয়েছে। চালক পলাতক। ঘটনায় বাইকে থাকা আরেকজন জখম হয়েছেন। তিনি আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। মৃতের পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, পাম্পে তেল আনতে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনার কবলে পড়েন বিপ্লব।

খড়িবাড়ি জেআর হিন্দি হাইস্কুলের সামনে বেহাল রাস্তা। -সংবাদচিত্র

ভাঙা রাস্তায় বিপদ, ভোগান্তি

পরীক্ষার আগে সংস্কার চায় পড়ুয়া-শিক্ষকরা

কার্তিক দাস

খড়িবাড়ি, ২৪ নভেম্বর : খড়িবাড়ি জেআর হিন্দি হাইস্কুলে যাওয়ার রাস্তার বেহাল অবস্থা। পড়ুয়া এবং শিক্ষকদের ভোগান্তি চরমে। পুজোর লম্বা ছুটির পর খুলেছে স্কুল, চলছে মাধ্যমিকের টেস্ট। তাছাড়া এই বিদ্যালয় একটি মাধ্যমিক পরীক্ষাকেন্দ্র। কবে পথের সংস্কার হবে, তার সদুত্তর না পেয়ে ক্ষুব্ধ অভিভাবক থেকে স্থানীয় বাসিন্দা। সকলের দাবি একটাই, মাধ্যমিক শুরু হওয়ার আগে হাল ফিরুক রাস্তার। খড়িবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির কার্যনির্বাহী আধিকারিক তথা বিডিও এই ইস্যুতে দ্রুত পদক্ষেপের আশ্বাস দিয়েছেন।

খড়িবাড়ি-ঘোষপুকুর রাজ্য সড়ক থেকে সুকান্তপল্লি হয়ে পাকা রাস্তাটি গিয়েছে খড়িবাড়ি জেআর হিন্দি হাইস্কুলের দিকে। স্কুল থেকে নেতাজিপল্লি হয়ে শেষ হয়েছে মালিবস্তিতে। রোজ হাজার দেড়েক পড়ুয়ার পাশাপাশি তিন গ্রামের কয়েকশো সাধারণ মানুষ এই পথ দিয়ে যাতায়াত করেন। পিচের আস্তরণ উঠেছে বছরখানেক আগে। কাটা পাথরের ওপর দিয়ে পড়ুয়ারা সাইকেল চালিয়ে আসা যাওয়া করে, যা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। অন্য দুই বা চারচাকা যানের চাকায় লেগে মাঝেমধ্যে ছিটকে আসে পাথর। জখম হন পথচারী।

দুই কিলোমিটার রাস্তাটির নেতাজিপল্লি থেকে মালিবস্তি পর্যন্ত অংশটি কংক্রিটের ঢালাইয়ে তৈরি। সেখানে দেখা দিয়েছে বড় বড় গর্ত। নেতাজিপল্লির আদিত্য ঝা ক্ষোভ উগরে দিলেন নাগরিক পরিষেবা নিয়ে। বললেন, 'দীর্ঘদিন ধরে খারাপ অবস্থা। অথচ সারাইয়ের উদ্যোগ নিচ্ছে না প্রশাসন। মানুষ চরম ভোগান্তির শিকার।'

উদ্বেগ শোনা গেল খড়িবাড়ি জেআর হিন্দি হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষিকা মমতা সিংয়ের গলায়। তাঁর কথায়, 'স্কুল খুলেছে, সামনেই বার্ষিক পরীক্ষা। এছাড়া ফেব্রুয়ারিতে মাধ্যমিক শুরু হচ্ছে। স্কুলটি পরীক্ষাকেন্দ্র। পড়ুয়া এবং অভিভাবকদের খুব সমস্যা হচ্ছে।' পরীক্ষার আগে জরুরি ভিত্তিতে সংস্কারের দাবি জানিয়েছেন প্রধান শিক্ষিকা। খড়িবাড়ি পানিশালি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান পরিমল সিংহ পরিস্থিতির কথা স্বীকার করে নিয়েছেন। তাঁর সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, রাস্তাটি এর আগে খড়িবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির তরফে তৈরি করা হয়েছিল। এবার সংস্কারের জন্য খড়িবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতি ও মহকুমা পরিষদে জানানো হয়েছে।

এপ্রসঙ্গে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ কিশোরীমোহন সিংহের আশ্বাস, 'রাজ্য সড়ক থেকে হিন্দি স্কুল পর্যন্ত রাস্তাটি পথশ্রী প্রকল্পে মেরামতির জন্য প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। এছাড়া নেতাজিপল্লি থেকে মালিবস্তি পর্যন্ত অংশটি নতুনভাবে তৈরির জন্য প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরে।' সমস্যা সমাধানে তিনি প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন কিশোরী।

বোস-বিমান কথায়

প্রথম পাতার পর

সেই সুসম্পর্কের খাতিরে তাহলে তিনি জয়ী ছয় বিধায়ককে শপথবাক্য পাঠ করাতে বিধানসভায় আসুন।

তাতেও যদি তাঁর সমস্যা থাকে, তাহলে কাউকে সেই দায়িত্ব দিন।' দু'পক্ষের এমন মন্তব্য নবান্ন বনাম রাজভবন সংঘাতের বরফ গলার বার্তা বলে মনে করা হচ্ছে।

সাধারণত বিধায়কদের শপথবাক্য পাঠ করানোর দায়িত্ব বিধানসভার অধ্যক্ষকে দিয়ে থাকেন রাজ্যপাল।

কিন্তু সিভি আনন্দ বোস রাজ্যপাল হওয়ার পর থেকে বারবার এ নিয়ে সমস্যা হয়েছে। বরানগর কেন্দ্রে উপনির্বাচনের পর সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শপথগ্রহণ নিয়ে জটিলতা তৈরি হয়েছিল। বোস তাঁকে রাজভবনে যেতে বললেও সায়ন্তিকা যাননি। অধ্যক্ষ অনুরোধ করলেও রাজ্যপাল বিধানসভায় যাননি। ফলে বেশ কিছুদিন শপথগ্রহণ ঝুলে ছিল।

সদ্য নির্বাচিত ৬ বিধায়কের শপথবাক্য পাঠ নিয়ে সেই সমস্যা নাও হতে পারে বলে আশা করছে শাসক শিবির।

তবে এ ব্যাপারে রাজ্যপালের স্পষ্ট বক্তব্য বা অবস্থান রবিবার রাত পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। সোমবার থেকে শুরু হচ্ছে বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশন।

বুক ডে-তে মিলবে ইউনিফর্মও

শিলিগুড়ি, ২৪ নভেম্বর : শুধু বই নয়। এবার বুক ডে-তে পড়ুয়াদের হাতে তুলে দেওয়া হবে ইউনিফর্মও। এমনই পরিকল্পনা নিয়েছে শিক্ষা দপ্তর। স্কুলগুলো যাতে ৩০ নভেম্বরের মধ্যে পড়ুয়াদের ইউনিফর্মের মাপ নেওয়ার কাজ সম্পূর্ণ করে, ইতিমধ্যে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকদের কাছে সেই নির্দেশিকা পাঠানো হয়েছে। দক্ষিণ শান্তিনগর হিন্দি প্রাথমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষক চিত্তরঞ্জন সরকার বলেন, 'শনিবার এ ব্যাপারে বিদ্যালয়ের পরিদর্শকদের সঙ্গে প্রধানদের আলোচনা হয়েছে। আলোচনায় আমাদের জানানো হয়েছে, সেল্ফ হেল্প গ্রুপগুলো যেন ৩০ নভেম্বরের মধ্যে এই কাজ সম্পন্ন করে সেদিকে নজর দিতে।' অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ুয়াদের সরকারি ইউনিফর্ম দেওয়া হয়। এতদিন শিক্ষাবর্ষ শুরু হওয়ার কয়েকমাস পর পড়ুয়াদের এই ইউনিফর্ম দেওয়া হত। কিন্তু চলতিবছর থেকে শিক্ষাবর্ষের প্রথম দিনই অর্থাৎ ২ জানুয়ারি পড়ুয়াদের হাতে নতুন ইউনিফর্ম তুলে দেওয়া হবে। এজন্য সেল্ফ হেল্প গ্রুপগুলোকেও দ্রুত কাজ শুরু করার নির্দেশ দেওয়া রয়েছে। নবগ্রাম প্রাথমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষক কিরণময় হাজরা বলেন, 'পড়ুয়াদের দু'সেট করে ইউনিফর্ম দেওয়া হয়। চলতিবছর এই ইউনিফর্মের মাপ নেওয়ার কাজ ৩০ নভেম্বরের মধ্যে শেষ করার নির্দেশ রয়েছে।'

গাড়িতে হাতির হামলা

নাগরাকাটা, ২৪ নভেম্বর : শনিবার রাতেও গিয়েছিলেন হাতি তাড়াতে। তবে হাতি যে উলটে তাঁদের দিকে ধাওয়া করবে, এমনটা স্বপ্নেও ভাবেননি কেউ। নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে ফিরে এসে বনকর্মীরা এখনও শিউরে উঠছেন।

সাধারণত বন দপ্তরের গাড়ি বুঝতে পারলেই হাতির পাল আগেভাগেই পিছু হটে। ধরণীপুর চা বাগানে হাতির দলকে জঙ্গলে ফেরত পাঠাতে গিয়ে বনকর্মীরা এমনটাই আশা করেছিলেন। কিন্তু দলের একটি হাতি সোজা সেই গাড়ির ওপরই হামলা চালিয়ে বসে। গাড়ির বনেটের নীচে মাথা ঝুঁকিয়ে শুঁড় ঢুকিয়ে দেয়। খানিকটা শূন্যে তোলার পর ফের গাড়িটিকে মাটিতে আছড়ে ফেলে। বিপদ বুঝেও এমন পরিস্থিতিতে মাথা ঠান্ডা রেখে সাইরেন বাজানো শুরু করেন গাড়িচালক। রেঞ্জ অফিসার অশেষ পাল বলেন, 'হঠাৎ করেই ধরণীপুরে ওই অপ্রত্যাশিত ঘটনাটি ঘটে। তবে প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও বন্যপ্রাণকে সুরক্ষিত রেখে ওদের বাগে আনাও আমাদের কাজ।'

খেলার ছলে। কোচবিহার শহরে অপর্ণা গুহ রায়ের তোলা ছবি।

সময় বাড়েনি, শেষ রবিবারে জমল মেলা

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ২৪ নভেম্বর : বেলা ১১টা কি মেলায় ঘোরার পক্ষে উপযুক্ত সময়? প্রশ্ন করতেই হাসিতে ভেঙে পড়লেন পায়েল ধর, সুস্মিতা দাস আর রিয়া সরকার। রবিবার ছুটির দিন। হালকা শীতমাখা আরামদায়ক আবহাওয়া। তাই তিন বন্ধু মিলে সকাল সকাল মেলায় ঘুরতে চলে এসেছি। জবাব তাঁদের। তা বলে এত তাড়াতাড়ি!

পায়েলদের দেখে অবাক হওয়ার কিছু নেই। এদিন ১১টা থেকেই রাসমেলার মাঠে নজরে এল যথেষ্ট ভিড়। আসলে মেলার মেয়াদ না বাড়লে মাঝে আর কোনও ছুটির দিন মিলবে না। সেই হিসেবে রবিবার ছিল শেষ ছুটির দিনের মেলা। বেলা একটু গড়াতেই লোকজন আসতে শুরু করেছিল। আর দুপুরের পর থেকেই রাসমেলা চত্বরে কার্যত পা ফেলা দায়।

গাদাগাদি ভিড়ের জন্য এদিন অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়। যেহেতু কোচবিহারের রাসমেলায় লক্ষ লক্ষ মানুষের সমাগম হয়, তাই প্রথম থেকেই মেলা চত্বর নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছে। স্নিফার ডগ, বম্ব স্কোয়াডের পাশাপাশি ড্রোন ক্যামেরা দিয়েও নজরদারি চলেছে। এদিন ভিড় বেশি থাকায় পুলিশকর্মীদের তৎপরতা অনেক বেশি ছিল বলে পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য জানিয়েছেন। সন্ধের পর ভিড়ের চাপ আরও বাড়ে। এদিন ব্যবসাও ভালো হচ্ছে বলে জানিয়েছেন ব্যবসায়ীরা।

রবিবার যে ভিড় বেশি হবে তা ব্যবসায়ীরা আগে থেকেই ধরে নিয়েছিলেন। সকাল থেকেই সব ব্যবসায়ী একেবারে প্রস্তুত হয়ে যান। তাঁদের প্রত্যাশামতোই দুপুর থেকেই কেনাকাটা শুরু হয়ে যায়। মদনমোহনবাড়ি থেকে শুরু করে এমজেএন স্টেডিয়াম, রাসমেলা মাঠ থেকে শুরু করে কোচবিহার ক্লাব চত্বর। প্রত্যেক জায়গাতেই সন্ধের পর ভিড়ের জন্য কার্যত তিলধারণের জায়গা ছিল না। সবমিলিয়ে রবিবার রাসমেলার ছবি থাকল ভিড়ে ঠাসাই। ভিড়ে নাজেহাল হয়ে এক দর্শনার্থী প্রতীক সাহা বললেন, 'রবিবার ভিড় হবে ভেবেছিলাম। তাই বলে এত ভিড় কল্পনাও করতে পারিনি।'

ছুটির দিনে সপরিবার মেলায় ঘুরতে এসেছিলেন হর্ষ দেবনাথ। ছেলের জন্য টমটম গাড়ি কিনতে

কিনতে তিনি বললেন, 'অন্য দিনগুলিতে কাজের চাপ থাকে। তাই ছুটির দিনে পরিবার নিয়ে মেলায় বেড়াতে এলাম। প্রথমেই মদনমোহনবাড়িতে রাসচক্র ঘুরিয়েছি। তারপর মেলার মাঠে ঘুরে এখন কেনাকাটা করছি।'

বরাবরের মতো এবারের মেলাতেও কয়েকহাজার দোকানপাট বসেছে। এদিন ফুটপাথগুলিতে অন্যদিনের তুলনায় বেশি দোকান দেখা যায়। টমটম গাড়ি থেকে খেলনা গাড়ি, বাঁশের বাঁশি থেকে বাঁশের আচার, কাশ্মীরের শাল, উত্তরপ্রদেশের কার্পেট, ইলিশ পোলাও থেকে ভেটাগুড়ির জিলিপি, কী নেই মেলায়! সার্কাস ও রাইডগুলিতেও এদিন দর্শনার্থীদের ভিড় ছিল। খাবারের ব্যবসায়ী অরুণ দাস বললেন, 'এবারের মেলায় প্রথম থেকেই ভালো বিক্রি হচ্ছিল। রবিবার আরও ভালো ব্যবসা হয়েছে।' কম্বল বিক্রেতা শামসুর রহমানের কথায়, 'ঠান্ডা কম থাকায় এবার কম্বল বিক্রি কম। তবে গত কয়েকদিনের তুলনায় রবিবার বিক্রি ভালো হয়েছে।'

রবিবার রাতে জনজোয়ার রাসমেলায়। ছবি : ভাস্কর সেহানবিশ

ঢালাইয়ের শিলান্যাস

খড়িবাড়ি, ২৪ নভেম্বর : দীর্ঘদিনের দাবি মেনে চারটি সংসদ এলাকার ৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ঢালাই রাস্তার কাজ শুরু করল রানিগঞ্জ-পানিশালি গ্রাম পঞ্চায়েত। গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত দুলালজোত সংসদের দুধগেট মোড় থেকে রেলগেট পর্যন্ত ৮০ মিটার রাস্তার কাজের শিলান্যাস করা হয় রবিবার। পঞ্চায়েতের প্রধান সান্ত্বনা সিংহ জানান, পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের আর্থিক আনুকূল্যে ৪ মিটার চওড়া ও ৮০ মিটার লম্বা ঢালাই রাস্তা তৈরি করা হবে।

মধ্যরাতে খাইখাই

প্রথম পাতার পর

কুমার বলছেন, 'শহরে রাতে খাবারের অর্ডার অনেকটাই বেড়েছে। পুজোর পরে এই ট্রেন্ড আরও ঊর্ধ্বমুখী। আগামীতে তা আরও বাড়বে, নিশ্চিত।'

দীর্ঘদিন ধরে ক্লাউড কিচেন চালান হাকিমপাড়ার শুভব্রত রায়। মধ্যরাতের খাবারের যে চাহিদা বাড়ছে, তা স্বীকার করছেন তিনিও। বলছেন, 'আগে সেই অর্থে রাতে খুব বেশি অর্ডার আসত না। এখন বেশি অর্ডার আসছে রাত ১১টার পর।'

শহরবাসীর খাদ্যাভ্যাস বদলে ব্যবসার সময়ও পালটাচ্ছে একাধিক রেস্তোরাঁ। ডেলিভারি তো বটেই, থাকছে ডাইন-ইনের ব্যবস্থাও। নৌকাঘাটে রেস্তোরাঁ চালান আওয়েজ ছেত্রী। এখন তাঁর রেস্তোরাঁ ২৪ ঘণ্টা খোলা থাকে। আওয়েজের কথায়, 'এখন এই শহর আর ঘুমোয় না। রাত ২টা, ৩টাতে যেমন বহু মানুষ আসেন রেস্তোরাঁয়, তেমনই অনেকে বাড়িতে অর্ডার করে নিচ্ছেন পছন্দের খাবার।'

সেবক রোডের কামনা সরকারও আওয়েজের পথে হেঁটেছেন। তিনি বলছেন, 'পাশেই বেশ কয়েকটি নার্সিংহোম থাকায় রাত পর্যন্ত গ্রাহকের আনাগোনা লেগেই থাকে। তাই ২৪ ঘণ্টাই খোলা রাখছি। অনলাইনেও অর্ডার আসছে।' প্রধাননগরে ক্লাউড কিচেন রয়েছে রেশমি সিংয়ের। মধ্যরাতের খাইখাই পর্বে সাক্ষী তিনিও। রেশমির ব্যাখ্যা, 'আগে শুধু দিনেই বিক্রি হত। তবে এখন রাত ৩টা অবধি অর্ডার আসে। শহরের অনেক ট্রেন্ড যে পরিবর্তন হচ্ছে তা বলতেই পারি।'

তবে মধ্যরাতে মোমো, চাউমিন, বার্গারের মতো খাবার খেলে যে শরীরের জন্য ভয়ংকর বিপদ হতে পারে তা মনে করিয়ে দিচ্ছেন পুষ্টিবিদ প্রজ্ঞা চট্টোপাধ্যায়। নিয়মিত রাতে খাবার খেলে অনেক ক্ষতি হতে পারে বলে তাঁর মত। প্রজ্ঞা বলছেন, 'বেশি রাতে খেলে ওবেসিটি অর্থাৎ প্রচুর ওজন বৃদ্ধি, থাইরয়েড, ডায়াবিটিস, ডিপ্রেশনের মতো রোগের ঝুঁকি বাড়ে। আমাদের সব সময়ই তাড়াতাড়ি রাতের খাবার খাওয়া উচিত। নতুন এই ট্রেন্ড কিন্তু আমাদের গোটা জীবনধারার পরিবর্তন ও শরীরের হাজার সমস্যা ডেকে আনছে।'

একই কথা বলছেন ডায়েটিশিয়ান নেহা রায়। তাঁর যুক্তি, 'অনিয়ন্ত্রিত খাদ্যাভাস, বিশেষ করে মাঝরাতে খেলে তা শরীরের নানা রোগের সৃষ্টি করে। এখন অনেকেই দেখি মধ্যরাতে খাওয়ার দিকে ঝুঁকছেন, যা কখনোই ভালো নয়।'

অন্য মেট্রোপলিটান শহরের মতো এই শহর শিলিগুড়িও যে এখন ঘুমোতে ভুলছে, তা বলা যেতেই পারে। কারণ রাত জেগে কাজই হোক কিংবা পেটপুজো- সবই চলছে দেদারে।

কদমা ছোড়াছুড়িতে রক্তাক্ত বোল্লা

সাজাহান আলি

পতিরাম, ২৪ নভেম্বর : ভোরের আলো ফোটার আগে থেকে বোল্লাকালী মন্দিরে ভিড় জমাতে শুরু করেন ভক্তরা। বেলা যত বাড়তে থাকে ততই বাড়তে থাকে ভিড়। যেদিকেই তাকানো যাক, শুধু মাথা আর মাথা।

রবিবার ছিল ছুটির দিন। আর তাই রেকর্ড ভিড়। কত মানুষের সমাগম হয়েছিল? প্রশ্নের উত্তরে মেলা কমিটির সদস্যদের দাবি, 'লাখ দেড়েক তো হবেই।'

যদিও মেলা কমিটির তরফে স্বীকার করা হয়েছে, এত মানুষের ভিড় ঠিকমতো নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হচ্ছে না। ভিড় নিয়ন্ত্রণের জন্য নতুন করে চিন্তাভাবনা ও পরিকল্পনা করতে হবে। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পুলিশের বক্তব্য, এদিনই বোল্লায় কমপক্ষে দেড় লক্ষ মানুষ এসেছেন। ভক্তদের ছোড়া ভোগের কদমার আঘাতে পুজো দিতে আসা তিন দর্শনার্থীর কপাল ফেটে রক্ত ঝরেছে। রক্তাক্ত ভক্তেরা আবেদন করেছেন, সকলে শান্তিপূর্ণভাবে পুজো দিন। কিন্তু বেপরোয়াভাবে ভোগ ছুড়তে গিয়ে অন্য ভক্তদের রক্ত ঝরাবেন না।

বিপুল সংখ্যক মানুষ আগমনের ফলে এদিন ব্যবসায়ীদের বেচাকেনা খুব ভালো হয়েছে। স্বভাবতই ব্যবসায়ীরা ভীষণ খুশি।

মন্দির থেকে বোল্লা হাসপাতালের রাস্তা, মন্দির থেকে বনহাট হয়ে পতিরাম বিএসএফ ক্যাম্পের রাস্তা এবং বোল্লার অস্থায়ী রেলস্টেশন বিকুচ থেকে মেলায় আসা রাস্তায় মানুষের ব্যাপক ভিড় লক্ষ করা গেছে। বিশেষ করে শিলিগুড়ি-বালুরঘাট ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস, হাওড়া-বালুরঘাট এক্সপ্রেস সহ অন্যান্য ট্রেন যখন যাতায়াতের পথে বিকুচ অস্থায়ী স্টেশনে দাঁড়াচ্ছে তখনই অগণিত মানুষ ট্রেন থেকে নেমে মেলার উদ্দেশে ছুটে আসছেন। আবার বহু মানুষ দেবী দর্শন ও মেলা শেষ করে ট্রেনে চেপে গন্তব্যে ফিরে যাচ্ছেন। এদিন এত ভিড় হয়েছে যে ১০০ মিটার রাস্তা অতিক্রম করতে প্রায় ১৫ মিনিট লেগে যাচ্ছে। বোল্লামেলা কমিটির চেয়ারম্যান মানসরঞ্জন চৌধুরী জানালেন, 'প্রতি বছরই মেলায় ভিড় কয়েকগুণ বেড়ে যাচ্ছে।' মেলা কমিটির কর্মকর্তা অর্ঘ্য সরকার বলেন, 'এত বেশি মানুষের ভিড় হচ্ছে যে নিয়ন্ত্রণ করা ভীষণ কঠিন হয়ে পড়ছে। তাই আগামীদিনের জন্য আমাদের ভিড় নিয়ন্ত্রণে নতুন করে চিন্তাভাবনা ও পরিকল্পনা করতে হবে।'

বোল্লা রাজকিশোর উচ্চবিদ্যালয়ে পুলিশ কন্ট্রোল রুমে বসে সমস্ত কিছু নিয়ন্ত্রণ করছেন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পুলিশ সুপার চিন্ময় মিত্তাল। কন্ট্রোল রুম থেকে জানানো হয়, রবিবারেই কমপক্ষে দেড় লক্ষ মানুষ এসেছেন বোল্লায়। চারদিনের মেলায় প্রায় পাঁচ লক্ষ মানুষ মেলায় আসবেন। কিন্তু রেকর্ড ভিড়ের দিনে পতিরাম ইদ্রাকপুর থেকে সপরিবারে পুজো দিতে গিয়ে স্বপ্না চৌধুরী ভক্তদের ছোড়া ভোগের আঘাতে কপাল ফেটে রক্ত ঝরতে শুরু করে। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশের তরফে এই মহিলাকে মন্দির সংলগ্ন মিনি হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে মাথায় ব্যান্ডেজ বেঁধে দেওয়া হয় এবং ইনজেকশন করে প্রাথমিক চিকিৎসা করা হয়। এক প্রশ্নের উত্তরে মিনি হাসপাতালের চিকিৎসক ধ্রুবরঞ্জন সরকার জানান, 'বেশ কয়েকজন মানুষ রক্তাক্ত হয়েছেন। তাঁদের চিকিৎসাও করা হয়েছে এবং কয়েকজনকে সেলাইও দিতে হয়েছে।'

বোল্লা রক্ষাকালী মন্দিরে উপচে পড়া ভিড়। রবিবার। - মাজিদুর সরদার

চ্যালেঞ্জ সামলালেন মমতা

প্রথম পাতার পর

অন্তরালে চলে গিয়েছিলেন, নতুবা নীরবতা অবলম্বন করে থাকাই শ্রেয় মনে করেছিলেন। এর দুটি কারণ হতে পারে। এক, সংকটের সময় সামনে এসে দলকে সাহস এবং নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা এঁদের নেই। দুই, ইচ্ছাকৃতভাবেই এঁরা নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন। কারণ এঁরা চাইছিলেন- মমতা আর একা প্রশাসন সামলাতে পারছেন না। অতএব একজন বিকল্প চাই এমন ধারণা ঘরে-বাইরে প্রতিষ্ঠা করতে। এবং শোনা যায় এঁদের কেউ কেউ অন্তরালে সরকার বিরোধী আন্দোলনকে মদত দিয়েছেন।

যদি আরও খুঁটিয়ে লক্ষ করেন তাহলে দেখবেন আরজি কর ইস্যু শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শান্তনু সেন-সুখেন্দুশেখর রায়ের মতো নেতারা যেমন রাতারাতি বিপ্লবী বনে গিয়েছেন, তেমনই সমাজমাধ্যমে খুব পরিকল্পিতভাবে প্রচারও শুরু করে দেওয়া হয়েছিল উন্নততর তৃণমূল গঠনের। অনেকটা সেই জ্যোতি বসুকে সরিয়ে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের অভিষেকের আগে যেমন উন্নততর বামফ্রন্টের স্লোগান দেওয়া হয়েছিল। এখানেই থেমে গেল না ব্যাপারটা। উন্নততর তৃণমূলের স্লোগানটি আরও উঁচু তারে বেঁধে এরপর 'উপমুখ্যমন্ত্রী চাই' প্রচারও ছড়িয়ে দেওয়া হল বাজারে। হুমায়ুন কবীরের মতো কয়েকজন বিশ্বাসযোগ্যতা শূন্য হয়ে যাওয়া নেতা এমনও বলতে শুরু করলেন, মমতার হাতে পুলিশ দপ্তর রাখা ঠিক হচ্ছে না। অতএব একজন উপমুখ্যমন্ত্রী লাও আর তাঁর হাতে পুলিশের ভার তুলে দাও। এইসব প্রচার নিছক আবেগতাড়িতদের প্রচার ছিল এরকম ভাবাটা ভুল হবে। ধাপে ধাপে প্রচারের ধরন বলে দেয়, কোনও প্রচার বিশারদের সুপরিকল্পিত নকশা ছিল এটি। শুধু একটিই ভুল হয়ে গিয়েছিল এদের। এরা বুঝতেই পারেনি দীর্ঘদিন আন্দোলনের ভিতর দিয়ে উঠে আসা মমতার রাজনৈতিক মস্তিষ্কটি অনেক পরিপক্ক। জুনিয়ার ডাক্তারদের আন্দোলনটিকে এমন কৌশলে বোতলবন্দি করে ফেলবেন মমতা, সেটা আঁচ করতেই পারেননি এঁরা।

দলের ভিতর উচ্চাকাঙ্ক্ষা কারও থাকতেই পারে। রাজনীতি করলে উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকবেই। আরজি কর ইস্যুর অনেক আগে থেকেই দলের ভিতর উচ্চাকাঙ্ক্ষার প্রকাশ দেখা যাচ্ছিল। আরজি কর ইস্যু উচ্চাকাঙ্ক্ষীদের সামনে একটা সুযোগ এনে দিয়েছিল মমতার বিকল্পের হাওয়া তুলে দেওয়ার। নির্বাচনের ফলে দলের ভিতরেও বার্তা চলে গেল। বার্তাটি এই, মমতার নেতৃত্বে তৃণমূল এখনও অনেক নিশ্চিন্ত। জনভিত্তি এখনও মমতার খুব একটা কমেনি। হ্যাঁ, একথাও ঠিক, মমতা চিরকাল মুখ্যমন্ত্রী থাকবেন না। কালের নিয়মেই দলে এবং সরকারে তাঁর বিকল্প আসবে। কিন্তু এখনই তাঁর বিকল্প চাই বলে আওয়াজ তুলে দেওয়াটা কি কার্যত মমতার প্রতি অনাস্থা প্রকাশেরই নামান্তর নয়? কী বলবেন এই বিকল্পপন্থীরা? রাজনীতিতে ধৈর্য একটি বড় গুণ। চৌত্রিশ বছর ধৈর্য ধরে থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন। বিকল্পপন্থীরা এই শিক্ষাটা মমতার থেকে নিতে পারেন। এমনিতে বেশ কিছুদিন বাজারে একটি গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। গুঞ্জন হল, অমিত শা-নরেন্দ্র মোদিরা বুঝে গিয়েছেন এখানে ভোটে তৃণমূলকে হারাতে পারবেন না তাঁরা। অতএব এখানে ভিতর থেকে ভাঙতে হবে তৃণমূলকে। এখানেও একজন শিন্ডে খোঁজার কাজ চালিয়ে আসছেন তাঁরা। ছ'টি উপনির্বাচনেই জিতে মমতা বুঝিয়ে দিলেন, এখানে শিন্ডেদের কোনও বাজারদর নেই।

পদক্ষেপেও চড়া

প্রথম পাতার পর

বাজারে সেই টমেটো ৮০ টাকা কেজিতে বিক্রি হওয়ার কথা নয়। তাঁর বক্তব্য, আলু নিয়ে কিছু সমস্যা রয়েছে। কেননা আমাদের এখানে একমাত্র খড়িবাড়িতেই হিমঘর রয়েছে। সেখানকার ৯৫ শতাংশ আলু বেরিয়ে গিয়েছে। যেটা খড়িবাড়ি, নকশালবাড়ি, বাগডোগরায় বিক্রি হয়েছে। শিলিগুড়ি শহরের প্রয়োজনীয় আলুর জন্য আমাদের জলপাইগুড়ি হিমঘরের ওপরে নির্ভর করতে হয়। সেখান থেকে আলু আসছে। আশা করছি দাম কমবে।'

যশস্বীর মঞ্চে বিরাট শো

সাত উইকেটের অপেক্ষায় ভারত

ভারত-১৫০ ও ৪৮৭/৬ ডি.
অস্ট্রেলিয়া-১০৪ ও ১২/৩

পারথ, ২৪ নভেম্বর : যশস্বী জয়সওয়ালকে এগিয়ে দিলেন বিরাট কোহলি। দ্রুত কোহলিকে টেনে আনলেন জসপ্রীত বুমরাহ!

পারথের অপটাস স্টেডিয়ামে তৃতীয় দিনের খেলা শেষের পর ভারতীয় ক্রিকেটারদের সাজঘরে ফেরার সময় এমনই মজার দৃশ্য নজরে এল টিভির পর্দায়। টিম ইন্ডিয়ার টিম বন্ডিংয়ের সেরা উদাহরণ হয়ে থাকল মন ভালো করে দেওয়া দৃশ্যটা।

চমকপ্রদভাবে যশস্বী, বিরাট, বুমরাহ- টিম ইন্ডিয়ার সাফল্যে তিনজনেরই সমান অবদান রয়েছে। যশ-বিরাটের ব্যাটে ভর দিয়ে রানের এভারেস্টে চড়ে বসেছে টিম ইন্ডিয়া। আর প্রথম ইনিংসের মতো দ্বিতীয় ইনিংসেও ৫৩৪ রান তাড়া করতে নেমে বুমরাহর বোলিংয়ের সামনে কাঁপছে অস্ট্রেলিয়া। তৃতীয় দিনের শেষে অজিদের সংগ্রহ ১২/৩। ৫২২ রানে পিছিয়ে থাকা অস্ট্রেলিয়া পারথ টেস্টে জিততে পারে, স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশে অতি বড় ক্রিকেটপ্রেমীও সেই আশা ছেড়ে দিয়েছেন। কাল ম্যাচের চতুর্থ দিনে দ্রুত সাত উইকেট তুলে নিয়ে বর্ডার-গাভাসকার ট্রফিতে টিম ইন্ডিয়ার ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে যাওয়া এখন সময়ের অপেক্ষা।

নির্মম। নিষ্ঠুর। অথচ মায়াবী!

গতকালের বিনা উইকেটে ১৭২ থেকে শুরু করে আজ দ্রুত নিজের শতরান সেরে ফেললেন যশস্বী (১৬১)। জোশ হ্যাজেলউডের শট বলটাকে যেভাবে স্কুপ করে ফাইনলেগ বাউন্ডারির বাইরে ফেলে ছক্কা হাঁকিয়ে শতরান পূর্ণ করলেন, বহুদিন মনে রাখবেন ক্রিকেটপ্রেমীরা। অজিদের জন্য নির্মম, কিন্তু ক্রিকেটের জন্য মায়াবী শতরান। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে কেরিয়ারের প্রথম টেস্টেই শতরানের নজির গড়ে নতুনভাবে স্টান্স নিলেন যশস্বী। দোসর হিসেবে তাঁর সঙ্গে গতকাল থেকেই ছিলেন লোকেশ রাহুল (৭৭)। রাহুল সেঞ্চুরি পাননি। কিন্তু ২২ বছরের তরুণ যশস্বীর কাজটা সহজ করে দিয়েছিলেন। ওপেনিং জুটিতে ২০১ রান ওঠার পর রাহুল যখন আউট হলেন, ততক্ষণে ম্যাচের রাশ নিয়ে ফেলেছে টিম ইন্ডিয়া। তিন নম্বরে দেবদত্ত পাডিক্কাল (২৫) ভালো শুরুর পরও ব্যর্থ। চার নম্বরে ঋষভ পন্থ (১) অযথা নাথান লায়োনের বিরুদ্ধে আগ্রাসন দেখিয়ে প্যাভিলিয়ানে ফেরেন। ধ্রুব জুরেলও (১) রান পাননি।

ঠিক যখন মনে হচ্ছিল দ্বিতীয় ইনিংসে দারুণ শুরুর পর সামান্য চাপে টিম ইন্ডিয়া। ঠিক সেই সময়ই ব্যাট হাতে 'ম্যায় হুঁ না ঢংয়ে' দলকে অক্সিজেন দিলেন কোহলি (অপরাজিত ১০০)। দীর্ঘদিন পর রানে ফিরলেন। শতরান করলেন। নিজের উপর তৈরি হওয়া চাপ সরালেন। একইসঙ্গে টিম ইন্ডিয়ার পারথ টেস্ট জয় কার্যত নিশ্চিত করলেন তিনি। সঙ্গে এমন কিছু শট খেললেন কামিন্সদের বিরুদ্ধে, যা দেখে অজিদের বিরাট কুর্নিশ করা ছাড়া উপায় ছিল না। ওয়াশিংটন সুন্দর (২৯) ও নীতীশকুমার রেড্ডিরাও (অপরাজিত ৩৮) বিরাটকে দারুণ সহায়তা দিয়ে গেলেন। স্যর ডনের দেশে যখনই হাজির হয়েছেন কোহলি, প্রতিবারই শতরান করেছেন। অপটাস স্টেডিয়ামে ২০১৮ সালেও শতরান রয়েছে তাঁর। ফারাক একটাই, ছয় বছর আগে অপটাস স্টেডিয়ামে ১২৩ রানের ইনিংস খেলার পরও দলকে জেতাতে পারেননি তিনি। আজ অপরাজিত সেঞ্চুরি করে দলের রানটা এমন জায়গায় পৌঁছে দিয়েছেন কোহলি, যেখানে শুধু জয়ের কথাই ভাবা যায়। যশস্বীর মঞ্চে বিরাট শো-এর পর দিনের শেষ আধ ঘণ্টা সময়টা বুমরাহ (১/২), মহম্মদ সিরাজদের (৭/১) সামনে কেঁপে গেল অজি ব্যাটিং।

ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে হোয়াইটওয়াশের লজ্জা। স্যর ডনের দেশে পা রাখার পর পারথ টেস্টের প্রথম ইনিংসে ১৫০ রানে ব্যাটিং বিপর্যয়, টিম ইন্ডিয়ার উপর প্রবল চাপ তৈরি করেছিল। সেই চাপ কাটানোর কাজটা যদি বল হাতে শুরু করে থাকেন বুমরাহ। তাহলে ব্যাট হাতে একই কাজ করেছেন যশস্বী। তাঁর শতরানের পরই আজ পারথে পৌঁছে গিয়েছেন টিম ইন্ডিয়ার অধিনায়র রোহিত শর্মা। দিনের খেলার শেষে সতীর্থদের পারফরমেন্স নিশ্চিতভাবেই রোহিতকে স্বস্তি দিয়েছে। তার চেয়েও বড় কথা, অস্ট্রেলিয়ার বাউন্সি পিচে ব্যাকফুটে কীভাবে ব্যাটিং করতে হয় বা করা উচিত, যশস্বী-বিরাটরা দেখিয়ে দিয়েছেন। পারথের বাইশ গজে বাড়তি বাউন্সের পাশে অসমান বাউন্সের উপস্থিতিও আজ দেখা গিয়েছে। সারা দিনে বেশ কিছু বল নীচু হয়েছে। আবার লায়োনের বল ঘুরেছেও।

কিন্তু ইনটেন্ট, টেম্পারামেন্ট, স্কিল সঠিক থাকলে যে এমন পিচে রান করা যায়, প্রমাণ করেছেন প্রথমে যশস্বী, পরে বিরাট। ধারাভাষ্যের মাঝে কিংবদন্তি সুনীল গাভাসকার একজন ব্যাটারের টেকনিকের ঘাটতি টেম্পারামেন্ট দিয়ে ম্যানেজ করা সম্ভব, এমন কথা বলছিলেন। বাস্তবে যশস্বী-বিরাটরা ঠিক সেটাই করে দেখিয়েছেন। যশস্বীর মঞ্চে বিরাট শো-এর পর বুমরাহ ম্যাজিক শুরু হতেই টিম ইন্ডিয়ার পারথ দখল সময়ের অপেক্ষা হয়ে উঠেছে।

যশলাভ

৪ ২৩ বছরে পা রাখার আগে টেস্টে চারটি দেড়শো প্লাস স্কোর হয়ে গেল যশস্বী জয়সওয়ালের। যা যুগ্ম দ্বিতীয় সর্বাধিক।

২ যশস্বী দ্বিতীয় ব্যাটার যিনি নিজের প্রথম চারটি শতরানকে দেড়শো প্লাস স্কোরে পরিণত করলেন।

৩ যশস্বীর আগে তিনজন ভারতীয় এক ক্যালেন্ডার ইয়ারে টেস্টে তিন বা তার বেশি ১৫০ প্লাস স্কোর করেছেন। তাঁরা হলেন শচীন তেন্ডুলকার (২০০২, ২০০৪), বীরেন্দ্র শেহবাগ (২০০৪, ২০০৮), বিরাট কোহলি (২০১৬, ২০১৭)।

৩ তৃতীয় ভারতীয় হিসেবে অস্ট্রেলিয়ায় কেরিয়ারের প্রথম টেস্টে শতরান করলেন যশস্বী। তাঁর আগে এই কৃতিত্ব ছিল এমএল জয়সীমা (১৯৬৮) ও সুনীল গাভাসকারের (১৯৭৭)।

৩৫ চলতি বছরে টেস্টে যশস্বীর ছয়ের সংখ্যা। যা এক বছরের নিরিখে সর্বাধিক।

২০১ পারথে যশস্বী-লোকেশ রাহুলের ওপেনিং জুটি। যা অস্ট্রেলিয়ায় ভারতের সর্বাধিক।

অস্ট্রেলিয়ায় ভারতীয় ব্যাটারদের সর্বাধিক শতরান (টেস্টে)

ক্রিকেটার	শতরান
বিরাট কোহলি	৭
শচীন তেন্ডুলকার	৬
সুনীল গাভাসকার	৫
ভিভিএস লক্ষ্মণ	৪

সফরকারী ব্যাটারদের সর্বাধিক শতরান (অস্ট্রেলিয়ায় টেস্টে)

ব্যাটার	শতরান
জ্যাক হবস	৯
উইলি হ্যামন্ড	৭
বিরাট কোহলি	৭
হার্বার্ট সাটক্লিফ	৬
শচীন তেন্ডুলকার	৬

কেরিয়ারের প্রথম ১৫ টেস্টের পর সর্বাধিক রান

রান	ক্রিকেটার
২১১৫	ডন ব্র্যাডম্যান
১৬১৮	মার্ক টেলর
১৫৭৬	এভার্টন উইকস
১৫৬৮	যশস্বী জয়সওয়াল

আন্তর্জাতিক কেরিয়ারের ৮১ নম্বর শতরান করে বিরাট কোহলি।

বিদেশে সর্বাধিক শতরান (টেস্টে ভারতের)

শতরান	ক্রিকেটার	দেশ
৭	সুনীল গাভাসকার	ওয়েস্ট ইন্ডিজ
৭	বিরাট কোহলি	অস্ট্রেলিয়া
৬	রাহুল দ্রাবিড়	ইংল্যান্ড
৬	শচীন তেন্ডুলকার	অস্ট্রেলিয়া

কোনও প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে সর্বাধিক শতরান (টেস্টে ভারতের)

শতরান	ক্রিকেটার	প্রতিপক্ষ
১৩	সুনীল গাভাসকার	ওয়েস্ট ইন্ডিজ
১১	শচীন তেন্ডুলকার	অস্ট্রেলিয়া
৯	শচীন তেন্ডুলকার	শ্রীলঙ্কা
৯	বিরাট কোহলি	অস্ট্রেলিয়া

রাহুল, বিরাটকে কৃতিত্ব যশস্বীর

পারথ, ২৪ নভেম্বর : তিনি লড়াই করতে জানেন। সাহস শব্দটা তাঁর জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে। মানসিকতার দিক থেকে তিনি বরাবরই ভয়ডরহীন।

এভাবেই পারথের বাইশ গজে যশস্বী জয়সওয়াল টিম ইন্ডিয়ার জয়ের ভিত গড়েছেন। সঙ্গে একাধিক রেকর্ডের সঙ্গেও নিজের নাম জড়িয়ে ফেলেছেন তিনি। ১৬১ রান করেছেন। কিন্তু তিনি বিশ্বাস করেন, আরও রান করতে পারতেন। লোকেশ রাহুলের সঙ্গে ২০১ রানের পার্টনারশিপ গড়েছেন ওপেনিং জুটিতে। জুটিটা আরও দীর্ঘ করতে পারলে খুশি হতেন তিনি। রাহুলভাই যেমন ব্যাটিংয়ের সময় তাঁকে আগলে রেখেছিলেন, বিরাট কোহলিভাইও তাঁকে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে সাফল্যের দিশা দিয়েছিলেন।

টিম ইন্ডিয়ার নয়া তারা যশস্বী পারথ টেস্টের তৃতীয় দিনের শেষে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে এভাবেই নিজেকে মেলে ধরেছেন। বয়স তাঁর ২২ হলেও কথা শুনে মনে হবে অন্তত তিরিশের তরুণ তিনি। আত্মবিশ্বাসী যশস্বীর কথায়,

> বরাবরই ভয়ডরহীন মানসিকতা নিয়ে খেলতে পছন্দ করি আমি। নিজের উপর ভরসা আছে বলেই কঠিন পরিস্থিতিতেও সাহসী সিদ্ধান্ত নিতে দুইবার ভাবি না।
>
> **যশস্বী জয়সওয়াল**

'বরাবরই ভয়ডরহীন মানসিকতা নিয়ে খেলতে পছন্দ করি আমি। নিজের উপর ভরসা আছে বলেই কঠিন পরিস্থিতিতেও সাহসী সিদ্ধান্ত নিতে দুইবার ভাবি না। তারপরও বলব, অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে দুর্দান্ত বোলিং আক্রমণের বিরুদ্ধে এমন ইনিংস খেলতে পেরে আমি গর্বিত। এই শতরান আমার জন্য একটু বেশিই স্পেশাল।'

পারথ টেস্টের শুরুটা ভালো হয়নি যশের। প্রথম ইনিংসে আট বল খেলে করেছিলেন শূন্য। দ্বিতীয় ইনিংসে ক্রিকেট দুনিয়া দেখল নয়া তারার জন্ম। যশস্বীর কথায়, 'প্রথম ইনিংসের সময় উইকেটে অনেক বেশি সিম মুভমেন্ট ছিল। একজন ওপেনার হিসেবে নতুন বল খেলার চ্যালেঞ্জ প্রথম ইনিংসে নিতে পারিনি। তবে জানতাম আমি পারব। দলের জন্যও উইকেটে পড়ে থেকে আমার রান করার পাশে নতুন বলটা খেলে দেওয়ার দায়িত্বও ছিল। ভালো লাগছে কাজটা সফলভাবে করতে পেরে।' চরম দারিদ্রের সঙ্গে লড়াই করে ভারতীয় ক্রিকেটের মূল স্রোতে উঠে আসা যশস্বী কখনও ভাবেননি তিনি টিম ইন্ডিয়ার সদস্য হিসেবে অস্ট্রেলিয়া সফর করবেন। শুধু তাই নয়, অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে বড় শতরানের কথাও তাঁর স্বপ্নের পরিসরের বাইরে ছিল। কিন্তু আজ সেটাই বাস্তব। টিম ইন্ডিয়ার তরুণ ওপেনারের কথায়, 'কখনও ভাবিনি অস্ট্রেলিয়া সফরে আসব বা এখানে এসে বড় শতরান করব। আমি চিরকালই ছোট লক্ষ্য তৈরি করে সেই লক্ষ্যপূরণের থিয়োরিতে বিশ্বাস করি। পারথের ইনিংসটাও সেভাবেই খেলেছি। আর হ্যাঁ, রাহুলভাই সবসময় ভরসা দিয়ে আমার কাজটা সহজ করে দিয়েছিল। বিরাটভাইয়ের থেকেও প্রচুর পরামর্শ পেয়েছি।'

অস্ট্রেলিয়ার অভিজ্ঞ জোরে বোলার জোশ হ্যাজেলউডকে ছক্কা হাঁকিয়ে শতরান করেছেন যশ। তাঁর কেরিয়ারের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া সেই শটের প্রসঙ্গে ভারতীয় ওপেনারের ব্যাখ্যা, 'হ্যাজেলউড অভিজ্ঞ বোলার। তবে ওর ফিল্ডিং সাজানো দেখেই বুঝেছিলাম, বাউন্সার আসছে। সেভাবেই তৈরি ছিলাম। আর যে শটের কথা আপনারা বলছেন, অতীতে এমন শট বহু খেলেছি আমি।' নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে সিরিজ হেরে ভারত অস্ট্রেলিয়া পৌঁছেছিল। পারথের ওয়াকা স্টেডিয়ামে দুর্দান্ত অনুশীলনের ব্যবস্থা তাঁর মনের মধ্যে থাকা জড়তা কাটিয়ে দিয়েছিল বলে জানিয়েছেন ভারতীয় ওপেনার। অজিদের ক্রমাগত স্লেজিং চলছিল মাঠে। তার মধ্যেও মাথা ঠান্ডা রেখে যশস্বী প্রমাণ করেছেন, তিনি ভারতীয় ক্রিকেটে থাকতেই এসেছেন। তৃতীয় দিনের খেলার শেষে অজি পেসার হ্যাজেলউডও স্বীকার করে নিয়েছেন, যশস্বীকে থামানোর কোনও উপায় খুঁজে বার করতে পারেননি তাঁরা।

২৩ বছর হওয়ার আগে সর্বাধিক ১৫০ প্লাস স্কোর

স্কোরের সংখ্যা	ক্রিকেটার
৮	ডন ব্র্যাডম্যান
৪	জাভেদ মিয়াঁদাদ
৪	গ্রেম স্মিথ
৪	শচীন তেন্ডুলকার
৪	যশস্বী জয়সওয়াল

পারথে ভারতীয়দের সর্বাধিক স্কোর

রান	ক্রিকেটার
১৬১	যশস্বী জয়সওয়াল
১২৭	সুনীল গাভাসকার
১২৩	বিরাট কোহলি
১১৪	শচীন তেন্ডুলকার

আপার কাটে ছক্কায় শতরানে পা যশস্বী জয়সওয়ালের। পারথে রবিবার।

সানিদের চোখে নতুন 'রাজা' পানিপুরি বয়

অজিদের হাল দেখে অবাক শাস্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৪ নভেম্বর : ম্যাচের তৃতীয় দিনের খেলা শেষ।

প্যাট কামিন্সদের চোখেমুখে হারের আশঙ্কা। ৫৩৪ রানের লক্ষ্যে খেলতে নেমে দ্বিতীয় ইনিংসে ফের জসপ্রীত বুমরাহ-আতঙ্ক অজি শিবিরে। ৪.২ ওভারে তিন ব্যাটার প্যাভিলিয়নে। স্কোর সবে ১২। জিততে হলে এখনও ৫২২ রান দরকার।

পারথে অস্ট্রেলিয়ার যে বেহাল পরিস্থিতি দেখে রীতিমতো অবাক রবি শাস্ত্রী। দাবি, গত চার দশকে ঘরের মাঠে অস্ট্রেলিয়াকে এতটা অসহায় কখনও দেখেননি। বর্ডার-গাভাসকার ট্রফির ধারাভাষ্য টিমের অন্যতম শাস্ত্রী বলেছেন, 'গত চল্লিশ বছরে কোনও সফরকারী দল অজিদের অস্ট্রেলিয়াতেই এরকমভাবে বেকায়দায় ফেলল। স্পেশাল রবিবার। রেড বল ক্রিকেটে আয়োজক অস্ট্রেলিয়াকে এই অবস্থায় আগে কখনও দেখিনি।'

অস্ট্রেলিয়ার দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া পরিস্থিতির জন্য জসপ্রীত বুমরাহর স্বপ্নের বোলিং যেমন দায়ী, তেমনই সমান দায়ী যশস্বী জয়সওয়ালের দুরন্ত ইনিংস। তরুণ ভারতীয় ওপেনারের যে ব্যাটিং-শৌর্যে মুগ্ধ ওয়াসিম আক্রাম সহ প্রাক্তনরা। যশস্বীর প্রশংসা করতে গিয়ে পাক কিংবদন্তি বলেন, স্পেশাল ট্যালেন্ট। পারথে সেঞ্চুরি সহজ নয়। কিন্তু ভারতের এই তরুণ ওপেনার অনায়াস দক্ষতায় সেটাই করে দেখাল। আরও অনেক স্মরণীয় মুহূর্ত অপেক্ষা করে রয়েছে যশস্বীর জন্য।

> প্রতিভাবান। ভেরি ভেরি স্পেশাল। কোথা থেকে উঠে এসেছে, কোথায় পৌঁছে গিয়েছে। নামযশ প্রাপ্তির পর যেভাবে তা সামলাচ্ছে, তা কিন্তু সহজ ছিল না। যথার্থ অর্থেই স্পেশাল বয় যশস্বী।
>
> **সুনীল গাভাসকার**

এক ধাপ এগিয়ে যশস্বীকে নিয়ে বড় ভবিষ্যদ্বাণী সুনীল গাভাসকারের। কিংবদন্তির দাবি, ব্যাটিং দাপটে ক্রিকেটবিশ্বকে নিজের পায়ের তলায় নিয়ে আসবে যশস্বী। গাভাসকার বলেছেন, 'প্রতিভাবান। ভেরি ভেরি স্পেশাল। কোথা থেকে উঠে এসেছে, কোথায় পৌঁছে গিয়েছে। নামযশ প্রাপ্তির পর যেভাবে তা সামলাচ্ছে, তা কিন্তু সহজ ছিল না। যথার্থ অর্থেই স্পেশাল বয় যশস্বী।'

গাভাসকারের মতে, সাফল্যের খিদেটাই ইউএসপি পানিপুরি বয়ের। বলেছেন, 'রানের খিদেটা দুর্দান্ত। ভারতীয় ক্রিকেটের এই মুহূর্তে সেটাই সবথেকে বেশি দরকার। বাঁহাতি ওপেনার, বোলারদের সবসময় মাথাব্যথার কারণ। তা অস্ট্রেলিয়া হোক বা ইংল্যান্ড। আমার ধারণা, আগামীদিনে ক্রিকেটবিশ্বকে পদানত করবে ও।'

দ্বিশতরানের ওপেনিং পার্টনারশিপে লোকেশ রাহুলের ভূমিকাকেও গুরুত্ব দিচ্ছেন গাভাসকার। যুক্তি, উলটো দিক থেকে যশস্বীকে নিরাপত্তা দিয়েছে লোকেশের দুরন্ত ব্যাটিং। সাহসী শটে যখন যশস্বী চাপ বাড়িয়েছে অজি বোলারদের ওপর, তখন রক্ষণ-আক্রমণের দুরন্ত ভারসাম্যে জুটিকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন লোকেশ। সফল পার্টনারশিপে যা গুরুত্বপূর্ণ।

খেলায় আজ

১৯৮২ : ঝুলন গোস্বামীর জন্মদিন। ২০৪ ম্যাচে ২৫৫ উইকেট নিয়ে মহিলাদের ওডিআইয়ে সর্বাধিক উইকেট শিকারি।

সেরা অফবিট

বিরাট জিজ্ঞাসা

ভারতীয় ইনিংসের ১০০.৫ ওভারে মিচেল স্টার্কের অফ স্টাম্পের বাইরের বলে থার্ড ম্যানের ওপর দিয়ে ছক্কা মারেন বিরাট কোহলি। সেই বল বাউন্ডারি লাইনের বাইরে ড্রপ পড়ে লাগে এক নিরাপত্তারক্ষীর মাথায়। দর্শকাসনের দিকে চোখ রেখে তিনি বসে থাকায় বল তাঁর দিকে আসার বিষয়টি তিনি উপলব্ধি করতে পারেননি। যন্ত্রণায় তিনি মাথা চেপে ধরার সঙ্গে সঙ্গেই নাথান লায়োন নিরাপত্তারক্ষীর কাছে ছুটে যান। অস্ট্রেলিয়া দলের ফিজিও ছুটে আসেন তাঁর দিকে। বিরাটও অঙ্গভঙ্গি করে তাঁদের কাছে জানতে চান সেই নিরাপত্তারক্ষী কেমন আছেন?

স্পোর্টস কুইজ

১. বলুন তো ইনি কে?

২. প্রথমবার আইপিএল নিলাম কোন শহরে হয়েছিল?

■ উত্তর পাঠান এই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে ৯৩৩৯৬৮৬৭৫৯। আজ বিকাল ৫টার মধ্যে। ফোন করার প্রয়োজন নেই। সঠিক উত্তরদাতার নাম ছাপা হবে উত্তরবঙ্গ সংবাদে।

সঠিক উত্তর

১. হর্ষিত রানা, ২. মহেন্দ্র সিং ধোনি।

সঠিক উত্তরদাতারা

পরান, রূপক তালুকদার, আবেশ কর্মকার, নীরাধিপ চক্রবর্তী, মোহন বিশ্বাস, বিপ্লব সরকার, রাহুল চক্রবর্তী, দেবব্রত সাহা রায়।

ফের ইয়ামালকে ছাড়া জিততে ব্যর্থ বার্সা

ভিগো, ২৪ নভেম্বর : 'ইয়ামালকে ছাড়াই জিতে দেখাও'- বক্তা বার্সেলোনা কোচ হ্যান্সি ফ্লিক। সেল্টা ভিগোর বিরুদ্ধে ম্যাচের আগে খেলোয়াড়দের চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু তাঁর দলের খেলোয়াড়রা চ্যালেঞ্জটা নিতে ব্যর্থ। শনিবার সেল্টা ভিগোর বিরুদ্ধে এগিয়ে গিয়েও ২-২ গোলে ড্র করতে হয়েছে বার্সাকে। রবার্ট লেওয়ানডস্কিরা ম্যাচ জিততে না পারায় ক্ষুব্ধ ফ্লিক তাই ম্যাচের পর বলে দিলেন, 'আজ আমার দল সত্যি খুব খারাপ খেলেছে।' এই নিয়ে চলতি মরশুমে লামিনে ইয়ামালকে ছাড়া তিনটি ম্যাচ খেলল বার্সা। সবগুলিতেই জিততে ব্যর্থ তারা। ১৫ মিনিটে রাফিনহা গোল করে দলকে এগিয়ে দেন। ৬১ মিনিটে ব্যবধান বাড়ান লেওয়ানডস্কি। কিন্তু সব হিসেব উলটে যায় ম্যাচের শেষদিকে। ৮২ মিনিটে লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন মার্ক কাসাদো। দশজন হয়ে যাওয়া বার্সার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সেল্টা ভিগো। তাদের হয়ে ৮৪ মিনিটে আলফান্সো গঞ্জালেজ ও ৮৬ মিনিটে হুগো আলভারেজ গোল শোধ করেন।

ম্যাচের পর হ্যান্সি বলেছেন, 'আমরা এই ফলাফল দেখতে চাইনি। নিজেদের স্বাভাবিক ফুটবল খেলতে ব্যর্থ হয়েছি।' তবে এই ম্যাচ ড্র হলেও বার্সা শীর্ষস্থান ধরে রেখেছে। ১৪ ম্যাচে ৩৪ পয়েন্ট পেয়েছে তারা।

রবিবার রিয়াল মাদ্রিদ ৩-০ গোলে হারিয়েছে লেগানেসকে। ৪৩ মিনিটে কিলিয়ান এমবাপে গোল করেন। ৬৬ মিনিটে ব্যবধান বাড়ান ফেডেরিকো ভালভের্দে। ৮৫ মিনিটে জুডে বেলিংহাম তৃতীয় গোলটি করেন। ১৩ ম্যাচে ৩০ পয়েন্ট নিয়ে রিয়াল দুইয়ে।

গোল পেলেও হেরে হতাশ বার্সেলোনার রাফিনহা। ভিগোয় শনিবার।

শুভেচ্ছা

শুভ গৃহপ্রবেশ

☺ শ্রী অংশুমান ও শ্রমতী স্নেহলতা (শিলিগুড়ি, সর্বপল্লী) শুভ গৃহপ্রবেশ, শুভেচ্ছা রইল। শুভ কামনায় ''মাতঙ্গিনী ক্যাটারার ও চলো বাংলায় ফ্যামেলী রেষ্টুরেন্ট'' রবীন্দ্রনগর, শিলিগুড়ি।

লিগে হারের হ্যাটট্রিকে শঙ্কিত গুয়ার্দিওলা

ম্যাঞ্চেস্টার ও লন্ডন, ২৪ নভেম্বর : পেপ গুয়ার্দিওলার কপালে চিন্তার ভাঁজ স্পষ্ট। টটেনহাম হটস্পারের কাছে ৪ গোল হজম। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে টানা পাঁচ ম্যাচে হার। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে হারের হ্যাটট্রিক। ম্যাঞ্চেস্টার সিটির মতো দলের কাছে এ যেন অবিশ্বাস্য। সিটি কোচ গুয়ার্দিওলাও এটা হজম করতে পারছেন না।

কোচিং কেরিয়ারে দ্বিতীয়বার এমন ঘটনার মুখোমুখি হলেন পেপ। ২০১৫ সালে বায়ার্ন মিউনিখের কোচ থাকাকালীন বুন্দেশলিগায় টানা তিন ম্যাচে হারের মুখ দেখেছিল জার্মান জায়েন্টরা। যদিও তার আগেই খেতাব নিশ্চিত করে ফেলেছিল বায়ার্ন। এদিকে এবারেও ফেভারিট হিসাবে মরশুম শুরু করলেও লিগ যত এগোচ্ছে, সিটির দুর্দশা ক্রমেই বাড়ছে। গুয়ার্দিওলাও মেনে নিচ্ছেন এটা অপ্রত্যাশিত। বলেছেন, 'আমরা এখন খেতাব জেতা বা হারার ব্যাপারে ভাবছিই না। আমরা সেই পরিস্থিতিতে নেই। প্রিমিয়ার লিগে টানা তিন ম্যাচে হার আমি একেবারেই আশা করিনি।'

ম্যান সিটির এমন অবস্থার জন্য

পিছিয়ে পড়েও জয় লিভারপুলের

চোট-আঘাতকেই দায়ী করা হচ্ছে। আসলে রক্ষণ, মাঝমাঠ ও আক্রমণে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ফুটবলার না থাকায় তাদের খেলার তীব্রতাটাই হারিয়ে গিয়েছে। স্বয়ং গুয়ার্দিওলাও বোধহয় কিছুটা দিশাহারা হয়ে পড়েছেন। মুখে স্বীকার না করলেও তা বেশ বোঝা যাচ্ছে। ইপিএলে সিটির পরের ম্যাচ দুর্দান্ত ছন্দে থাকা লিভারপুলের বিরুদ্ধে। তার আগে গুয়ার্দিওলার স্পষ্ট বার্তা, 'যা হয়ে গিয়েছে তাই নিয়ে ভাবনা ছেড়ে পরের ম্যাচটা জিততে হবে। হয়তো কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই ছবিটা বদলাবে।'

এদিকে, পিছিয়ে পড়েও সাদাম্পটনের বিরুদ্ধে ৩-২ গোলে জিতল লিভারপুল। ৩০ মিনিটে ডমিনিক সোবোসলাই লিভারপুলকে এগিয়ে দেন। ৪২ মিনিটে সাদাম্পটন সমতা ফেরায়। ৫৬ মিনিটে রেডস ব্রিগেড পিছিয়ে পড়েছিল। তবে ৬৫ ও ৮৩ মিনিটে মহম্মদ সালাহর গোল লিভারপুলকে ৩ পয়েন্ট এনে দেয়। ১২ ম্যাচে ৩১ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষস্থান আরও পোক্ত করল লিভারপুল।

ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডে রুবেন অ্যামোরিম জমানার শুরুটা ভালো হল না। লিগ টেবিলে ১৮ নম্বরে থাকা ইপসউইচের বিরুদ্ধে এগিয়ে গিয়েও ১-১ গোলে লাল ম্যাঞ্চেস্টার ম্যাচ ড্র রেখে ফিরল। ২ মিনিটে মার্কাস র‍্যাশফোর্ড এগিয়ে দেন ইউনাইটেডকে। তবে ৪৩ মিনিটেই ওমারি হাচিনসন সেই গোল শোধ করে দেন।

হার পাকিস্তানের

বুলাওয়েও, ২৪ নভেম্বর : আরও একবার লজ্জার হার পাকিস্তানের। তিন ম্যাচের সিরিজে প্রথম একদিনের ম্যাচে জিম্বাবোয়ের কাছে ডাকওয়ার্থ-লুইস নিয়মে ৮০ রানে হার পাক ব্রিগেডের। প্রথমে জিম্বাবোয়ে ৪০.২ ওভারে ২০৫ রানে অল আউট হয়। জবাবে ২১ ওভারে ৬০ রানে ৬ উইকেট হারিয়ে ধুঁকছিল পাকিস্তান। এরপর বৃষ্টিতে খেলা বন্ধ হয়ে যায়। একাই লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিলেন পাক অধিনায়ক মহম্মদ রিজওয়ান। ১৯ রানে অপরাজিত ছিলেন তিনি। এর বাইরে সাইম আয়ুব (১১) ও কামরান গুলাম (১৭) ছাড়া কেউ দুই অঙ্কের স্কোর করতে পারেননি।

দিনের সেরা চার নিলাম

নাম	দলের নাম	বেস প্রাইস	নিলামে দর
ঋষভ পন্থ	লখনউ সুপার জায়েন্টস	২ কোটি	২৭ কোটি
শ্রেয়স আইয়ার	পাঞ্জাব কিংস	২ কোটি	২৬.৭৫ কোটি
ভেঙ্কটেশ আইয়ার	কলকাতা নাইট রাইডার্স	২ কোটি	২৩.৭৫ কোটি
অর্শদীপ সিং	পাঞ্জাব কিংস	২ কোটি	১৮ কোটি

সর্বকালের সেরা চার মহার্ঘ

নাম	দলের নাম	সাল	নিলামে দর
ঋষভ পন্থ	লখনউ সুপার জায়েন্টস	২০২৫	২৭ কোটি
শ্রেয়স আইয়ার	পাঞ্জাব কিংস	২০২৫	২৬.৭৫ কোটি
মিচেল স্টার্ক	কলকাতা নাইট রাইডার্স	২০২৪	২৪.৭৫ কোটি
ভেঙ্কটেশ আইয়ার	কলকাতা নাইট রাইডার্স	২০২৫	২৩.৭৫ কোটি

যাদের কিনল কলকাতা নাইট রাইডার্স

ক্রিকেটার	বেস প্রাইস	নিলামে দাম
ভেঙ্কটেশ আইয়ার	২ কোটি	২৩.৭৫ কোটি
আনরিচ নর্তজে	২ কোটি	৬.৫০ কোটি
কুইন্টন ডি কক	২ কোটি	৩.৬০ কোটি
অঙ্গকৃশ রঘুবংশী	৩০ লক্ষ	৩ কোটি
রহমানুল্লাহ গুরবাজ	২ কোটি	২ কোটি
বৈভব অরোরা	৩০ লক্ষ	১.৮০ কোটি
মায়াঙ্ক মার্কান্ডে	৩০ লক্ষ	৩০ লক্ষ

নিলাম টেবিলে কেকেআরের মেন্টর ডোয়েন ব্রাভো।

ঋষভ ২৭ কোটি শ্রেয়স ২৬.৭৫ কোটি

জেড্ডা, ২৪ নভেম্বর : পূর্বাভাস ছিল। প্রশ্ন ছিল দর কত হবে। জেড্ডায় অনুষ্ঠিত মেগা নিলামে যাবতীয় প্রত্যাশা ছাপিয়ে ব্র্যান্ড-ঋষভের ম্যাজিক। আইপিএল ইতিহাসের সর্বাধিক ২৭ কোটি টাকায় ঋষভ পন্থের নতুন ঠিকানা লখনউ সুপার জায়েন্টস।

আরটিএম কার্ড ব্যবহার করে দিল্লি ক্যাপিটালস ঋষভকে ফেরানোর চেষ্টা করেছিল। কিন্তু ২০.৭৫ কোটি থেকে লখনউ ২৭ কোটির দর হাঁকতেই রণে ভঙ্গ পার্থ জিন্দালদের।

ছয়জনের প্রথম মার্কি সেটের শেষ নাম ছিল ঋষভের। নাম ঘোষণা হতেই নিলামের আবহ বদলে যায়। ঋষভ, ঋষভ শব্দব্রহ্ম। বাড়তি ছটফটানি ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলির মধ্যে। শুরু রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু-লখনউয়ের দ্বৈরথে। উত্তাপ বাড়িয়ে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের প্রবেশ। তবে লখনউয়ের নাছোড় মানসিকতার কাছে হার মানে বাকিরা। ঋষভ বলেছিলেন দিল্লি ছাড়ার পিছনে অর্থ কারণ নয়। বাস্তব যাইহোক, প্রথমবার নিলামে উঠেই পকেটে ২৭ কোটি।

আক্ষরিক অর্থে নিলাম ঘিরে তারকাদের মেলা। প্রীতি জিন্টা, কাব্যা মারান, পুত্র সহ নীতি আম্বানি। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, রিকি পন্টিং, আশিস নেহেরা, জাহির খানের সঙ্গে গোলাপি পোশাকে রাজস্থানের টেবিলে রাহুল দ্রাবিড়। নিলামে প্রথম নাম অর্শদীপ সিং। আর বিশ্বজয়ী বাঁহাতি পেসারকে ঘিরেই নিলামের রিংটোন সেট হয়ে যায়। হায়দরাবাদের ১৮ কোটির দৌড় থামিয়ে শেষপর্যন্ত আরটিএম কার্ডে অর্শদীপকে ফেরায় পাঞ্জাব।

অর্শদীপ-ঘোর কাটার আগেই শ্রেয়স আইয়ারকে ২৬.৭৫ কোটি দরে তুলে নেন প্রীতি জিন্টারা। আইপিএল চ্যাম্পিয়ন অধিনায়ককে পেতে মরিয়া ছিল আরসিবি, গুজরাট টাইটান্সও। ফলে ভেঙে যায় গতবার মিচেল স্টার্কের আইপিএলের রেকর্ড (২৪.৭৫ কোটি) দর।

কিছুক্ষণ পরে যা ঋষভের দখলে। জার্সি বদল জস বাটলার (১৫.৭৫, গুজরাট), কাগিসো রাবাদা (১০.২৫, গুজরাট), মিচেল স্টার্কের (১১.৭৫, দিল্লি)। গত মিনি নিলামে রেকর্ড ২৪.৭৫ কোটিতে স্টার্ককে নিয়েছিল কলকাতা নাইট রাইডার্স। এবার অর্ধেকের কম দামে স্টার্ক-প্রাপ্তি দিল্লির। মহম্মদ সামির (১০ কোটি) পরবর্তী ঠিকানা হায়দরাবাদ। আরটিএমের সুযোগ থাকলেও সেই পথে হাঁটেনি সামির পুরোনো দল গুজরাট। মহম্মদ সিরাজের (১২.৭৫, গুজরাট) ক্ষেত্রেও আরটিএম কার্ড প্রয়োগ করেনি আরসিবি। বড় দাম পান যুযবেন্দ্র চাহাল (১৮ কোটি, পাঞ্জাব কিংস)। অধিনায়কহীন কেকেআর ঝাঁপিয়েছিল লোকেশ রাহুলের জন্য। তবে বেশিদূর যাননি ভেঙ্কি মাইসোররা। চেন্নাই সুপার কিংস দৌড়ে থাকলেও শেষ হাসি হাসেন দিল্লি। ১৪ কোটিতে লোকেশের মতো অভিজ্ঞ, দক্ষ ক্রিকেটার প্রাপ্তি। দলের সম্ভাব্য অধিনায়কও। কম খরচে বড় দাও মারে চেন্নাই। ডেভন কনওয়ে (৬.৭৫), রাহুল ত্রিপাঠির (৩.৪) সঙ্গে আরটিএম কার্ড ব্যবহার করে মাত্র ৪ কোটিতে রাচিন রবীন্দ্রকে ফেরায় স্টিফেন ফ্লেমিংরা। ডেভিড ওয়ার্নার, দেবদত্ত পাডিক্কাল অবশ্য দল পাননি।

২০১৫ সালের ফের আইপিএলে রবিচন্দ্রন অশ্বীন (৯.৭৫)-রবীন্দ্র জাদেজা জুটি। রাজস্থান রয়্যালসও চেয়েছিল অশ্বীনকে। তারকা স্পিন ব্রিগেডে থাকছেন নুর আহমদ (১০ কোটি)। যেখানে ৫.৫ কোটিতে ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা ডি সিলভা প্রাপ্তি আরসিবি-র। একইভাবে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সে ফের দেখা যাবে জসপ্রীত বুমরাহ-ট্রেন্ট বোল্ট (১২.৫) জুটি।

ঋষভ-শ্রেয়সের পর ঝড় ভেঙ্কটেশ আইয়ারকে ঘিরেও। লখনউ-আরসিবিকে পিছনে ফেলে ২৩.৭৪ কোটির চমকে দেওয়া দরে বেঙ্কটেশকে ফেরায় কেকেআর। পাশাপাশি কুইন্টন ডি কক (৩.৭৫), রহমানুল্লাহ গুরবাজকে (২ কোটি) সস্তায় পেলেও ফিল সল্টকে (আরসিবি) ফেরাতে ব্যর্থ কেকেআর। ঈশান কিষানকে নিয়ে যতটা ঝড় আশা করা হয়েছিল। তা হয়নি। ১১.২৫ কোটিতে ঈশানের গন্তব্য এবার হায়দরাবাদ।

শ্রেয়স আইয়ারকে পেয়ে হাসি ধরছে না পাঞ্জাব কিংসের অন্যতম কর্ণধার প্রীতি জিন্টার। রবিবার জেড্ডায়।

'আজ রাতে ঘুম আসবে কিনা জানি না'

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

একান্ত সাক্ষাৎকারে ২৩.৭৫ কোটির ভেঙ্কটেশ আইয়ার

কলকাতা, ২৪ নভেম্বর : ভরসা ছিল কলকাতা নাইট রাইডার্স টিম ম্যানেজমেন্টের উপর। মধ্যপ্রদেশ ও কেকেআরের কোচ চন্দ্রকান্ত পণ্ডিতকেও ব্যক্তিগতভাবে অনুরোধ করেছিলেন আইপিএল নিলামে তাঁকে কেকেআর স্কোয়াডে নেওয়ার জন্য। কিন্তু তাঁর ইচ্ছা পূরণ হবে, ২৩.৭৫ কোটি টাকা দিয়ে তাঁকে নিলামের আসর থেকে কিনে নেবে কেকেআর, ভাবতে পারেননি ভেঙ্কটেশ আইয়ার।

আইপিএল নিলামের ইতিহাসে হইচই ফেলে দেওয়ার ঘণ্টাখানেক পর মোবাইলে উত্তরবঙ্গ সংবাদকে একান্ত সাক্ষাৎকার দিলেন ভেঙ্কটেশ। জানিয়ে দিলেন, ২৩.৭৫ কোটি টাকা পাওয়ার পর আজ রাতে তাঁর ঘুম আসবে কি না, নিজেই বুঝতে পারছেন না।

■ **কেকেআরে প্রত্যাবর্তন**

হ্যাঁ, দারুণ খুশি আমি। কেকেআরের সঙ্গে শেষ কয়েকটা মরশুম দারুণ কেটেছে। কেকেআরের কাছে আমি কৃতজ্ঞও। নিলামে আমায় নেওয়ার জন্য নাইট শীর্ষকর্তারা যেভাবে লড়াই করলেন, মাঠে তার প্রতিদান দেওয়ার চেষ্টা করব।

■ **ভেঙ্কি যখন কোটিপতি**

(হাসি) প্রচুর ফোন পাচ্ছি। সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি টি২০ খেলার জন্য আমি এখন মধ্যপ্রদেশ দলের সঙ্গেই রয়েছি। রজত পাতিদার, আবেশ খানরাও অভিনন্দন জানিয়েছে। জানি না এত টাকা পাওয়ার পর আজ রাতে ঘুম আসবে কি না।

■ **শাহরুখ খানের বার্তা**

এখনও পাইনি। হয়তো পরে শাহরুখ ভাইয়ের বার্তা পাব।

■ **নেতার অভাব নাইট সংসারে**

দেখুন এই ব্যাপারে এখনই কিছু বলতে পারব না। নিলাম এখনও চলছে। ভেঙ্কি মাইসোর, চন্দ্রকান্ত পণ্ডিতরা কী ভাবছেন, জানা নেই আমার। তবে দীর্ঘসময় নাইট সংসারে থাকার অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, দলে সবসময় সবার কথাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। আমি নিজেও অনেক সময় পরামর্শ দিয়েছি অতীতে। এটা কেকেআর সংসারের ইউএসপি।

■ **অধিনায়ক ভেঙ্কটেশ**

(হাসি) আমি দলের অধিনায়ক হব কি না, এই ব্যাপারে আমি কী বলব। আমার এখনও এমন কোনও তথ্য জানা নেই। তবে কেকেআর টিম ম্যানেজমেন্ট চাইলে আমি তৈরি।

■ **দায়িত্ব বাড়ল**

আমি যখন যে দলে থাকি না কেন, সবসময় দায়িত্ব নিয়েই ক্রিকেট খেলে এসেছি। এবারও সেভাবেই মাঠে নামব। আগামীকাল মধ্যপ্রদেশ দলের ম্যাচ রয়েছে মুস্তাক আলিতে। আপাতত সেদিকে আমার মূল ফোকাস।

■ **সৌরভের পরামর্শে বদল**

হ্যাঁ, সৌরভ স্যর আমার কেরিয়ারের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন। গতবার ইডেন গার্ডেন্সে কেকেআর বনাম দিল্লি ক্যাপিটালস ম্যাচের পর নিজেই সৌরভ স্যরের কাছে এগিয়ে গিয়েছিলাম পরামর্শের জন্য। ওঁর থেকে বিস্তর পরামর্শ পেয়েছি। যা আমার ক্রিকেট কেরিয়ারে কাজে লেগেছে।

ঋষভের জন্য ২৬ কোটি তুলে রেখেছিল লখনউ

জেড্ডা, ২৪ নভেম্বর : নিকোলাস পুরানকে ২১ কোটি টাকায় আগেই ধরে রেখেছিল। সম্ভাব্য অধিনায়কও ধরা হচ্ছিল পুরানকে। যদিও নিলামে ঋষভ পন্থকে তুলে নেওয়ার পর লখনউ সুপার জায়েন্টসের সংসারে নতুন ভাবনা।

২৭ কোটি রেকর্ড দরে পাওয়া ঋষভই কি শেষপর্যন্ত সঞ্জীব গোয়েঙ্কার দলের অধিনায়কের ভার সামলাবেন? তেমনই ফিশফিশানি ক্রিকেটমহলে। উত্তর অবশ্য সময় আপাতত সময়ের গর্ভে। তবে ঋষভের জন্য বিশাল অর্থ চলে গেলেও উচ্ছ্বাসে ভাসছেন লখনউ-কর্ণধার। সঞ্জীব গোয়েঙ্কা বলেও দেন, ঋষভের জন্য ২৬ কোটি টাকা তুলে রেখেছিলেন। ১ কোটি টাকা বেশি দিতে হয়েছে তার থেকে।

লখনউ সুপার জায়েন্টসের কর্ণধার সঞ্জীব গোয়েঙ্কা বলেছেন, 'আগেই পরিকল্পনা ছিল ঋষভের জন্য। ২৬ কোটি পর্যন্ত যাব, ঠিক করেই নিলামে এসেছিলাম। টিমম্যান। দুর্দান্ত ক্রিকেটার এবং ম্যাচ উইনার। আমরা খুব খুশি। নিশ্চিত, সমর্থকরাও খুশি হবেন।'

খুশির ঝলক পাঞ্জাব শিবিরেও। অধিনায়কের জন্য মরিয়া প্রয়াসের ফল ২৬.৭৫ কোটিতে শ্রেয়স আইয়ার প্রাপ্তি। গতবারের আইপিএল চ্যাম্পিয়ন অধিনায়ক হলেও শ্রেয়সের জন্য একটু বেশি অর্থ খরচ বলে মনে করছেন অনেকে। যদিও হেডকোচ রিকি পন্টিংয়ের গলাতে ভিন্ন সুর। জানান, শ্রেয়স তাদের পরিকল্পনার অঙ্গ ছিল। নিলামের আগে তাই শ্রেয়সকে ফোনও করেছিলেন।

নিলামে বিরতির মাঝে পাঞ্জাবের হেডকোচ পন্টিং বলেছেন, 'অধিনায়কত্বের বিষয় নিয়ে এখনও শ্রেয়সের সঙ্গে কথা হয়নি। নিলামের আগে ওকে ফোন করেছিলাম। কিন্তু ধরেনি। আইপিএলের সফল অধিনায়ক শ্রেয়স। দিল্লি ক্যাপিটালসে ওর সঙ্গে ৩-৪ বছর কাজ করেছি। গতবারের চ্যাম্পিয়ন কলকাতা নাইট রাইডার্সকে নেতৃত্ব দিয়েছে। আবার একসঙ্গে কাজ করব। ভালো লাগছে।' কেকেআর ছেড়ে পাঞ্জাব কিংসের নতুন সংসার। শ্রেয়সও জানান, নতুন দল, নতুন দায়িত্ব। পাঞ্জাব শিবিরে যোগ দেওয়ার জন্য মুখিয়ে রয়েছেন।

নিলামের প্রথমার্ধে গুজরাট টাইটান্সের চমক। শুভমান গিল, বি সাই সুদর্শন, রাহুল তেওয়াটিয়া, রশিদ খানদের ধরে রেখেছিল তারা। নিলামের শুরুতেই জস বাটলার, কাগিসো রাবাদা, মহম্মদ সিরাজকে তুলে নেয় খুব বেশি খরচ না করেই। গুজরাটের সাপোর্ট টিমের অন্যতম পার্থিব প্যাটেল বলেছেন, 'আমাদের দলে বাটলারকে পেয়ে দারুণ লাগছে। ও যে কোনও জায়গাতে ব্যাট করতে পারে। পাশাপাশি শুভমানকে (লিডারশিপ গ্রুপ) সাহায্য করতে পারবে।'

লোকেশ সেরা প্রাপ্তি, দাবি দিল্লির

লোকেশ রাহুলকে পেয়ে অধিনায়কের চিন্তা দূর দিল্লি ক্যাপিটালসেরও। দলের প্রাক্তন দুই অধিনায়ক শ্রেয়স, ঋষভের জন্য দৌড়োলেও বিরাট অঙ্কে অন্য ফ্র্যাঞ্চাইজি তাদের তুলে নেয়। শেষপর্যন্ত ১৪ কোটিতেই লোকেশ প্রাপ্তি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়-পার্থ জিন্দালদের। হেডকোচ হেমাঙ্গ বাদানির কথায়, দিনের সেরা প্রাপ্তি তাদের। সঙ্গে মিচেল স্টার্ক।

জোড়া খুশি নিয়ে বাদানি বলেছেন, 'লোকেশ, স্টার্ক, বিশ্বমানের ক্রিকেটার। এখন ভারত-অস্ট্রেলিয়া দ্বৈরথে পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। আইপিএলে জুটি বাঁধবে। স্টার্ক ম্যাচ উইনার। উইকেটকিপার। লোকেশ মানে নিরাপত্তা। প্রতি আইপিএল আসরে ধারাবাহিকভাবে রান পেয়েছে।'

দশ কোটি টাকা দর পেয়ে চনমনে সামি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৪ নভেম্বর : গুজরাট টাইটান্স তাঁকে রাখেনি। তিনিও চোট সারিয়ে ফিট হয়ে এক বছর পর ক্রিকেটের মূল স্রোতে ফিরেছেন। তাই আইপিএল নিলাম নিয়ে মহম্মদ সামির মনে ছিল টেনশনের চোরাস্রোত। বিকেলের পর সেই চাপও কেটে গেল। জেড্ডায় আইপিএল নিলামের শুরুর দিকেই নাম উঠেছিল সামির। সানরাইজার্স হায়দরাবাদ তাঁকে দশ কোটি দিয়ে নিলাম থেকে তুলে নিয়েছে। ফলে আইপিএলে এবার সামির নয়া হোম হতে চলেছে উপ্পলের রাজীব গান্ধি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম। সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি টি২০ প্রতিযোগিতা খেলার জন্য সামি এখন রাজকোটে। বাংলার ক্রিকেট সংসারে। গতকাল পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে রুদ্ধশ্বাস জয়ের পর আগামীকাল হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে ম্যাচ রয়েছে বাংলার। স্বপ্নের ফর্মে থাকা তিলক ভার্মার হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে মাঠে নামার আগে আজ পুরো দিনটাই হোটেলে ছিলেন সামি। বাংলা দলের ঐচ্ছিক অনুশীলনে তাঁকে দেখা যায়নি। আইপিএল নিলাম শুরু হতেই টানা সেদিকেই নজর ছিল তাঁর। যে রাজ্য দলের বিরুদ্ধে তিনি বাংলার হয়ে বল হাতে নামবেন, সেই রাজ্যের ফ্র্যাঞ্চাইজি দলে সুযোগ পাওয়ার পর ফুরফুরে মেজাজে সামি সতীর্থদের সঙ্গে জমিয়ে আড্ডা দিয়েছেন। বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা সন্ধ্যার দিকে বলছিলেন, 'আমাদের জন্য সব ম্যাচই গুরুত্বপূর্ণ। তবে মনে রাখবেন, আমাদের সঙ্গে এখন সামি রয়েছে।'

আজ বাংলা বনাম হায়দরাবাদ

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন বাঁকুড়া-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, বাঁকুড়া - এর একজন বাসিন্দা বৈদ্যনাথ আহিরী - কে 24.08.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 92J 27966 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন " অর্থ খুবই গুরুত্বপূর্ন হয়ে উঠেছে যে কোনো বৃদ্ধ মানুষদের জীবনে সুখী থাকতে হলে। স্বল্প পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে ডিয়ার লটারি আমাদের ভাগ্য পরীক্ষার মাধ্যমে কোটিপতি হওয়ার সুযোগ দেয়। আমি ডিয়ার লটারি থেকে এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার জিতেছি এবং আমি ডিয়ার লটারিকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

* বিজ্ঞপ্তির তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।